শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি আরও আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সে তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস করিল না।

আরও কিছুকাল পরে মিসেস্ কিলডিং-এর নিদ্রা গাঢ়তর হইল; জোরে জোরে তাঁহার নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। তখন চীনাম্যানটা তাহার ঢিলা জামার ভিতর হাত পুরিয়া কি একটা বস্তু বাহির করিয়া লইল, তাহার পর সে রুদ্ধদ্বারের খড়খড়ির উচ্ছ্রিত পাখী তুলিয়া সেই বস্তুটা তাহার ভিতর পুরিয়া দিল। সেই খড়খড়ির ছিটকিনি কোথায় ছিল, এবং কি ভাবে তাহা ঘুরাইতে হইবে তাহা সে জানিত; সে মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বারের ছিটকিনি সরাইয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল। সে হোটেলের আরদালি ছিল, এবং চীনাম্যান বলিয়া হোটেলসংক্রান্ত সকল বিষয়ই তাহার সুবিদিত ছিল।

সেই কক্ষের দ্বার খুলিবার সময় অল্প শব্দ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে মিসেস্ কিলডিং-এর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। চীনাম্যানটা নিঃশব্দে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

মিসেস্ কিলডিং সেই সময় নিদ্রাঘোরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন তিনি একাকিনী একটি জনপূর্ণ বাজারে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই সময় কতকগুলা চীনাম্যান চারি দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল; প্রাণভয়ে তিনি চিৎকার করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একটা চীনাম্যান তাঁহার গলা চাপিয়া ধরায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল!—স্বপ্নে এইরূপই তাঁহার মনে হইল।

এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চোখ মেলিয়া চাহিতেই সেই কক্ষের আলোক তাঁহার নিদ্রাবিজড়িত চক্ষুতে প্রতিফলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিতে পারিলেন, কেহ তাঁহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধের চেষ্টা করিতেছে!—তখন তাঁহার স্বপ্ন ও সত্য একাকার হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন উহা স্বপ্ন নহে, সত্যই কেহ তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ঐ ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। তিনি জাগিয়া চিৎকারের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট ঘড়-ঘ

শব্দ মাত্র নিঃসারিত হইল। আততায়ীর অঙ্গুলের চাপে তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল।

মিসেস ফিল্ডিং চক্ষু খুলিতেই চীনাম্যানটা তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তিনি সত্যই কোন চীনাম্যান দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, উহা স্বপ্ন নহে—ইহা বিশ্বাস করা প্রথমে তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু তাঁহার শয্যাপ্রান্তে দণ্ডায়মান আততায়ী চীনাম্যান ব্যতীত স্বপ্নদৃষ্ট অন্যান্য চীনাম্যানগুলিকে দেখিতে পাইলেন না। বাজারটিও হঠাৎ অদৃশ্য হইল! তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে আততায়ী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সে কোন কৌশলে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিল এবং এ ভাবে তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়াছিল যে, তাঁহার কণ্ঠস্বর এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

মিসেস্ ফিল্ডিং সেই দুর্বৃত্তের আক্রমণে স্থির থাকিবার চেষ্টা করিলেন। হংকংএর ন্যায় সহর—যেখানে ইয়ুরোপীয়দের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ, এবং সেই নগরের সর্ব্বপ্রধান হোটেলে তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত মহিলা এভাবে কোনও পীতাঙ্গ কর্তৃক আক্রান্ত হইতে পারেন—ইহা বিশ্বাস করিতে এই ইংরাজ-মহিলাটির প্রবৃত্তি হইল না। (it seemed incredible to this english woman) কিন্তু এক মিনিট পূর্ব্বেও কে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুশিক্ষিতা বঙ্গমহিলা হিন্দুরমণীর স্বাভাবিক বিনয়, কোমলতা, শীলতা ও শালীনতা বিস্মৃত হইয়া বিদ্বজ্জন-সমাজের মধ্যস্থলে, বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে, শত প্রহরীর চক্ষুর উপর, বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান রাজ-পুরুষকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে? সুতরাং সেই শ্বেতাঙ্গিনীর ঐরূপ ধারণার প্রকৃত কোন মূল্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। মিসেস্ ফিল্ডিং দেশভ্রমণ উপলক্ষে কলিকাতা, বোম্বে, রেঙ্গুণ ও শিঙ্গাপুরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল স্থানের বাজার পরিদর্শনের সময় পথে চলিতে চলিতে দুই একটা ...ভের ছায়া স্পর্শ করিয়াছিলেন; তাহারা তাঁহার গা ঘেসিয়া চলিয়া যাও

তাঁহার সর্ব্বশরীর ঝিন্‌-ঝিন্ করিয়াছিল। বিশেষতঃ, [illegible] ও সিঙ্গাপুরে দুই একটা নেটিভকে দেখিয়া গুণ্ডা [illegible] তাহার প্রতীতি হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে সাহস করে নাই।—মেম সাহেব ইহাতে বিস্মিত হইলেও বিস্ময়ের সত্যই কোন কারণ আছে কি? মিসেস্ ফিল্‌ডিং ইংরাজ-কুবেরের বিধবা পত্নী—তিনি দু' হাতে টাকা ছড়াইয়া দেশভ্রমণ করিতেছেন, আজ বোম্বে, কাল দিল্লী, পরদিন রেঙ্গুনে যাত্রা করিতেছেন,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেল-গুলিতে বাস করিতেছেন, প্রথম শ্রেণীর 'মোটর-কারে' সহর দেখিতেছেন, তাঁহাকে স্থানীয় বাজারে ডমনের মত চেহারার ইতর নেটিভগুলার ছায়া স্পর্শ করিতে হইয়াছিল, ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি?—রেঙ্গুনে ও সিঙ্গাপুরে কি গুণ্ডার সংখ্যা এতই অধিক?—কিন্তু ঐ দুই স্থানে তাঁহার জীবন বিপন্ন হয় নাই, সম্মানেরও লাঘব হয় নাই, শেষে কি না গোষ্পদে জাহাজ-ডুবি? হং কংএর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেলে কোটীপতি জাবেজ ফিল্‌ডিংএর বিধবা, শ্রীমতী হেনরিয়েটা ফিল্‌ডিং—যৌবন-মধ্যাহ্ন পার হইয়া বহু বিলাসী ও ধনাঢ্য ইংরাজ কান্তিকের হৃদয় নয়ন-বহ্নিতে ভস্মীভূত করিলেন, অবশেষে একটা চীনে বোম্বেটের খপ্পরে পড়িয়া তাঁহার প্রাণ যায় আর কি?

কিন্তু মেম সাহেবের প্রাণ গেল না, সেই গোঁয়ার চীনাম্যানটা যতই নিষ্ঠুর ও নারীনির্য্যাতক হউক, সে মেম সাহেবকে গলা টিপিয়া হত্যা করিল না। যদি তিনি একটু সোরগোল করিতেন,—সেই কক্ষের আশে-পাশে কক্ষশ্রেণী বিরাজিত—যদি তিনি একটু চিৎকার করিয়া কাহাকেও বিপদের কথা জানাইতেন, তাহা হইলে সেই চোর চীনাম্যানটা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িত, এবং রাত্রিকালে দুরভিসন্ধিতে শ্বেতাঙ্গিনীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার [illegible] আক্রমণের অভিযোগ অতি সহজেই সপ্রমাণ হইত; সুতরাং তাহার দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগে কেহ বাধা দিতে পারিত না। কিন্তু তাহার পরম সৌভাগ্য, মেম সাহেব চিত হইয়া শয্যায় পড়িয়া থাকিলেন, টুঁ শব্দ করিলেন না, বা করিতে পারিলেন না। তিনি যে কক্ষে শয়ন করিয়া ছিলেন, তাহার ঠিক পাশের কামরায় তাঁহার কন্যা ডোরথি নিরুদ্বেগ চিত্তে নিদ্রা যাইতেছিল;

কিন্তু সে তাহার জননীর এই বিপদের বার্ত্তা স্বপ্নেও জানিতে পারিল না। অন্য পাশের কক্ষে যিনি ঘুমাইতেছিলেন, তিনি 'মিলিটারী' অর্থাৎ লড়াইয়ে গোরা; যদি তিনি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিতেন বিবি ফিল্‌ডিংএর এইরূপ বিপদ, তাহা হইলে তিনি বেঁটে চোরটাকে ধরিয়া প্রথমে তাঁকে জুতাইয়া লম্বা করিতেন, তাহার পর সে চণ্ডুর বদলে পাকাশয়ের পরিবর্ত্তে যে সীসার গুলী আহার করিত তাহা পরিপাক করা কঠিন হইত। ভাগ্যের বিধান এইরূপ বিচিত্র!

কিন্তু সেই চীনাম্যানটা বিপদের আশঙ্কায় বিন্দুমাত্র ব্যাকুল হইল না, সে মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর গলা হইতে হাত সরাইল না; শ্রীমতীর মনে হইল তিনি কোন বিশাল মরুবক্ষে কোন দুর্দ্দান্ত বেদুইন দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার পরিত্রাণের আশা নাই। কিন্তু চীনাম্যানটা কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ঐ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল সে তাঁহার হীরকালঙ্কারগুলির লোভেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে; যদি সেগুলি সে তাহার হস্তে অর্পণ করিতে আদেশ করে তাহা হইলে তিনি সেগুলি তাহাকে দিবেন; তাহার পর তিনি বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেই চারি দিক হইতে অনেকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে। কিন্তু চীনাম্যানটা তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে সে যখন বুঝিতে পারিল মেম সাহেবের আতঙ্ক দূর হইয়াছে, তিনি মুক্তি লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তখন সে তাঁহাকে মৃদুস্বরে বলিল, "মাননীয়া লেডি, আপনার কোন ভয় নাই; তবে আপনাকে আমার কথা শুনিতে হইবে। আমি যাহা বলিব তাহা করিবেন। আমি আপনার নিকট একটি সামান্য জিনিস লইতে আসিয়াছি; তাহা পাইলেই চলিয়া যাইব। তাহাতে আপনার কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হইবে না। কিন্তু আমার কথা অগ্রাহ্য করিলে আমি এভাবে আপনার গলা টিপিয়া ধরিব যে, আপনি দম বন্ধ হইয়া অক্কা পাইবেন; চিৎকার করিয়া কাহারও সাহায্য পাইবেন না।"—সে তাঁহার গলায় অঙ্গুলীর আর একটু চাপ দিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল—সে তাহার কথা কার্য্যে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

চীনাম্যানটা তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়াই বলিল, "আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন ? আপনি চুপ করিয়া থাকিতে সম্মত হইলে মাথা নাড়িবেন ; তাহার পর আমার যাহা বলিবার আছে শুনিবেন ।"

মিসেস্ ফিল্ড্রিং মাথা নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। চীনাম্যানটা আঙ্গুল গুলি আল্‌গা করিল বটে, কিন্তু সে হাত সরাইল না। তিনি চিৎকার করিতে উদ্যত হইলেই সে পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিবে—এই ভাবে হাতখানি উদ্যত করিয়া রাখিল।

মিসেস্ ফিল্ড্রিং চিৎকার না করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "তুমি কি চাও ?"

চীনাম্যানটা ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিল, "আপনি শিঙ্গাপুরে গালার বার্ণিস্-করা যে ছোট পুতুলটি কিনিয়াছেন তাহাই আমি চাই ; বিনামূল্যে লইব না, আপনি যে মূল্যে কিনিয়াছেন, সেই মূল্যই আপনি পাইবেন। শিঙ্গাপুরের সেই দোকানী উহা ভ্রমক্রমে বিক্রয় করিয়াছিল। আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন ? আপনি উহা কবচ করিয়া গলায় পরিয়াছেন কি না ?"

মিসেস্ ফিল্ড্রিং তাহার কথা শুনিয়া বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি চীনাম্যানটার কথা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু শিঙ্গাপুরে এই রকম পুতুল কিনিয়া তিনি তাহা কবচরূপে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন—ইহা সে কিরূপে জানিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

সেই পুতুলটির বিশেষ কোন মূল্য ছিল, ইহা তিনি জানিতেন না। তিনি শিঙ্গাপুর-ভ্রমণকালে বাজারের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে চীনদেশীয় একজন পুরাতন শিল্প-বিক্রেতার দোকানের বাতায়নে সেই পুতুলটি বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত থাকিতে দেখিয়া, খেয়ালের ঝোঁকে তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহা কিনিবার জন্য তাঁহার তেমন কোন গরজ ছিল না। দোকানদার সেই পুতুলটি তাঁহার নিকট বিক্রয় করিবার চেষ্টায় তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। অবশেষে তিনি পুতুলটি কিনিয়াছিলেন। চীনাম্যানটা অনায়াসে সেখানে তাহা কিনিতে পারিত ; কিন্তু সে তাহা শিঙ্গাপুরে না কিনিয়া তাঁহার নিকট হইতে এইভাবে

আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, অথচ মূল্যও দিতে চাহিতেছিল; ইহা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ কাণ্ড বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল! *

পুতুলটি দেখিলে ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত; অন্য কাহারও মূর্ত্তিও হইতে পারিত। সংবাদপত্রে ছবি বাহির করিতে হইবে; জাহাঙ্গীর বাদশাহের ছবি আওরঙ্গজেবের বা চাঁদ বিবির ছবি বলিয়া চালাইতে দেখা যায়! কালী একটু ঘন হইলে, ও দাড়ি গোঁফ সুস্পষ্ট না উঠিলে, পুরুষের ছবি স্ত্রীলোকের ছবি বলিয়াই চলিয়া যায়! চতুর্দ্দশবর্ষীয় রাজপুতবীর বাদলের ছবি বলিয়া একবার এক দৈনিকে যে ছবি বাহির হইয়াছিল, তাহা দেখিতে অনেকটা যেন পাঞ্জাবকেশরী একচক্ষু রণজিৎ সিংহের লম্বা পাকাদাড়ি! একজন নির্ব্বোধ পাঠক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'ছেলেমানুষের পাকা লম্বা দাড়ি!' সপ্রতিভ সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, ও দাড়ী বাবা বৈদ্যনাথের!—সুতরাং সেই মূর্ত্তি বুদ্ধদেব, কি কনফুচি, কি ভয়েন-সাং এর তাহা অনুমান করা সুকঠিন!

পুতুলটী প্রায় তিন ইঞ্চি দীর্ঘ, এক ইঞ্চি প্রশস্ত। তাহা কালো গালা দ্বারা বার্ণিস্ করা ছিল। ঐ কুচকুচে কালো পুতুলটি তাঁহাকে গছাইয়া দেওয়ার জন্য সেই দোকানী তাঁহাকে বলিয়াছিল—পুতুলটি যাঁহার অধিকারে থাকে তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা থাকে না; যত হতভাগ্য ব্যক্তি তাহা কাছে রাখুক, উহার স্পর্শে তাহার ধূলা-মুঠা সোনা-মুঠায় পরিণত হইবে!

* এদেশের ওদেশের সকল দেশের স্ত্রীলোকদের কুসংস্কার পুরুষদের অপেক্ষা অধিক, অভিজ্ঞগণ এইরূপই মত প্রকাশ করেন; সুতরাং ইংরাজ-মহিলা হইলেও তিনি এই সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সৌভাগ্যের লোভে শ্বেতাঙ্গিনী সেই কালো গালার বার্ণিস করা পুতুলটি আগ্রহভরে ক্রয় করিয়াছিলেন।

তিনি যখন সেই পুতুলটি দোকান হইতে ক্রয় করেন তখন তাঁহার কন্যা ডোরথি তাঁহার সঙ্গেই ছিল। মায়ের কুসংস্কারের ঘটা দেখিয়া সে মনে মনে হাসিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল দোকানদার পুতুলটি কৌশলে তাহার মায়ের গলায় গছাইয়া দিয়া অনেক টাকা দাম চাহিয়া বস

[illegible] হইবে এইরূপ যখন তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে তখন তিনি তাহা কিনিবেনই—মূল্য যত টাকাই হউক। কিন্তু দোকানদার পুতুলটির যে মূল্য চাহিল তাহা এতই অল্প যে, ডোরথি তাহা শুনিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। মূল্য উহার দশগুণ অধিক চাহিলেও সে বিস্মিত হইত না।

দোকানদার তাঁহাকে বলিয়াছিল, "মাদুলী বা কবচের মত শরীরের বুকের উপর উহা ধারণ করিতে হইবে। আমি একটি সোনার তারে উহা বাঁধিয়া দিতেছি; সেই তারটি গলায় পরিবেন, তাহা হইলে আপনার দেহের সহিত ইহার যোগ থাকিবে। তাহার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আপনি অতুলনীয় সৌভাগ্যের পরিচয় পাইবেন। উঃ, সে কি যেমন-তেমন সৌভাগ্য? ছাপ্পড় ফাড়িয়া অহরহ বৃষ্টি!"

সুতরাং মিসেস্ ফিল্‌ডিং পুতুলটি কিনিয়া হোটেলে শিঙ্গাপুরের আসিয়াই সোনার তার-সহ তাহা কণ্ঠে ধারণ করিলেন। দুই ইঞ্চি দীর্ঘ ঘণ্টার মত কবচ কণ্ঠে ধারণ করিয়াও তিনি অসুবিধা বোধ করিলেন না। পুতুলটি কণ্ঠহারের প্রকাণ্ড ধুকধুকির মত তাঁহার বক্ষঃস্থলে ঝুলিতে লাগিল।

কিন্তু দুইদিনের মধ্যেই তাঁহার উৎসাহ শিথিল হইল। কণ্ঠহারের ধুকধুকির স্পর্শ সহ্য হয়, কিন্তু হাত-পাওয়ালা একটি পুতুল সর্ব্বক্ষণ ঠক্-ঠক্ করিয়া বুকে মাথা ঠুকিতেছে, ইহা দীর্ঘকাল সহ্য হয় না! বিশেষতঃ যাহাদের উৎসাহ-বহ্নি এক কথায় জ্বলিয়া উঠে, তাহা নিবিতেও অধিক বিলম্ব ঘটে না। তাহার উপর ডোরথির ঠাট্টায় তিনি বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ডোরথি যখন তখন তাঁহাকে বলিতে লাগিল—'সৌভাগ্যের দেখা পাইলে মা? সৌভাগ্যটা আর কত দূরে আছে? তাহা তোমার কপালে চাপিবে? না ঘাড়ে?"

কন্যার বিদ্রূপে বিরক্ত হইয়া মিসেস্ ফিল্‌ডিং গলার পুতুলটা খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন (had removed the doll and tossed it aside) ডোরথি তাহা কুড়াইয়া লইয়া তাহার হাত ব্যাগে তুলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সেই

দুর্দান্ত চীনাম্যানটার ধারণা হইয়াছিল তখনও তাহা তাঁহার [illegible] আবদ্ধ ছিল।

মিঃ লেন্‌ কিন্‌ডিং ভীরু প্রকৃতির মানুষ। চীনাম্যানটা তাঁহার জীবন বিপন্ন করিতে পারে এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হওয়ায় তিনি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন; চীনাম্যানটা পাছে তাঁহাকে গলা টিপিয়া হত্যা করে ঐ ভয়ে তিনি চিৎকার করিতেও সাহস করিলেন না। তিনি তাহাকে সেই পুতুলটি দান করিয়া তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভের সঙ্কল্প করিলেন। পুতুলটি ত তুচ্ছ সামগ্রী, সে যদি তাঁহার বহুমূল্য বস্তুর হীরকালঙ্কারগুলি চাহিয়া বসিত, তাহা হইলে জীবন রক্ষার জন্য তাহাও তাহার হস্তে অর্পণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু হীরক-রত্নাদিখচিত শ্বেতকাঞ্চনের মহামূল্য ঘড়িটিও তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই তুচ্ছ পুতুলটি তিনি তাহাকে দান করিতে উৎসুক থাকিলেও চীনাম্যানটার দাবী পূর্ণ করিতে পারিলেন না, কারণ তাহা তখন তাঁহার কাছে ছিল না; চীনাম্যানটা সেই পুতুল লইয়া কি করিবে তাহা জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল না, কিন্তু তাহা তোবথির নিকট আছে একথা স্মরণ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিব্রত হইলেন। তিনি তাহাকে সে কথা বলিতে উদ্যত হইয়াও কথাটা বলিতে সাহস করিলেন না; তাঁহার আশঙ্কা হইল—সেই কথা শুনিলে সেই নরপিশাচ তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার কন্যাকে আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। প্রাণাধিকা কন্যার জীবন বিপন্ন হইতে পারে এরূপ কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

তিনি চীনাম্যানটার পীড়াপীড়িতে বিচলিত হইয়া পুনঃ পুনঃ মাথা নাড়িলেন, তাহাকে ইঙ্গিতে জানাইলেন সেই পুতুল তাঁহার [illegible] কিন্তু চীনাম্যানটা ভাবিল, তিনি তাহা তাহাকে দিবেন না জানাইবার জন্যই তিনি মাথা নাড়িতেছিলেন।

চীনাম্যানটা তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল না দেখিয়া তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাহা আমার কাছে নাই।"

চীনাম্যান বলিল, "ও কথা সত্য নয়। উহা শিঙ্গাপুরে আপনারই কাছে ছিল, এখন নেই বললে কি আমি শুনি?"

মিসেস্ ফিল্‌ডিং বলিলেন, "আমি সত্য কথাই বলিতেছি; আমার কাছে থাকিলে তোমাকে দিতাম। তুচ্ছ জিনিস, তোমাকে দিতে আপত্তি ছিল না; কিন্তু আমি তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।"

চীনাম্যানের মুখ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইল, কণ্ঠস্বর কর্কশ হইল; সে বিচলিত স্বরে বলিল, "আপনার কাছে সত্যই নেই? তবে আমি সেটা কার কাছে পা'ব? কে তাহা পেয়েচে? আপনি শীঘ্র বলুন—আমি তা কোথায় পা'ব?"

মিসেস্ ফিল্‌ডিং জড়িত স্বরে বলিলেন, "কাহার কাছে পাইবে তাহা বলিতে পারি না। কে তাহা কুড়াইয়া লইয়াছে তাহা ত আমি দেখি নাই।"

চীনাম্যান উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কিন্তু আপনি তা ঠিক জানেন। আপনি জানেন না বললেন, ও ত মিথ্যা কথা। মিথ্যা কথা শুনতে চাই না। আপনি শীঘ্র সত্য কথা বলুন। সত্য কথাই আমি শুনতে চাই।"

মিসেস্ ফিল্‌ডিং চঞ্চল ভাবে বলিলেন, "আমি সত্যই তাহা জানি না; তুমি আমার কথা বিশ্বাস না করিলে আমি কি করিব? আমি তোমাকে কিছু টাকা দিতে রাজি আছি, তাহা লইয়া চলিয়া যাও। তোমার এই অনধিকার ব্যবহারের কথা আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। আমরা খৃষ্টান, অত্যাচারের পরিবর্তে ক্ষমা করাই আমাদের ধর্ম।"

চীনাম্যানটা বিকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "তা আমার জানা আছে;—তোমাদের বেশ চিনি। আমাকে টাকার লোভ দেখিও না, আমি টাকা চাই না। (no want money) সেই ছোট্ট পুতুলটা চাই। (want দি figgah.) আমি তোমাকে আরও একটু সময় দিতেছি, আমাকে সত্য কথা বল।"

মিসেস্ ফিল্ডিং তাহার স্পর্দ্ধা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, একটা ইতর চীনাম্যান তাঁহার প্রতি উৎপীড়ন করিতে উদ্যত; তাঁহার সত্য কথা বিশ্বাস না করিয়া সে তাঁহাকে মিথ্যাবাদিনী বলিতেও কুণ্ঠিত হইল না! ক্রোধে ক্ষোভে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল; তিনি আতঙ্ক ত্যাগ করিয়া উত্তেজিত স্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু চীনাম্যানটা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার কণ্ঠনালী এরূপ জোরে টিপিয়া ধরিল যে, তিনি কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষু অক্ষিকোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইল। (Her eyes dilated and protruded from the sockets.) তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। তথাপি লোকে নিবিড় কুজ্ঝটিকান্তরালে দৃষ্টি পাত করিয়া অদূরবর্ত্তী দ্রব্যাদি যেমন ছায়ার মত দেখিতে পায়—তিনি সেইভাবে চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার আততায়ী অন্য হাতখানি তাহার জামার ভিতর পুরিয়া কি একটা জিনিস বাহির করিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা তাঁহার নাসিকার উপর সবলে চাপিয়া ধরিল। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য একটা তীব্র গন্ধ অনুভব করিলেন, তাহার পর তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি স্তম্ভিত হইয়া আসিল; অবশেষে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

দ্বিতীয় চাল

আন্দোলন ও আলোচনা

যে মুহূর্তে মিসেস্ ফিল্‌ডিং অচেতন হইয়া পড়িলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সেই কক্ষের পার্শ্বস্থ কক্ষের ভাড়াটে সাহেব—কাপ্তেন লাসি নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কাপ্তেন লাসিও মিসেস্ ফিল্ডিং-এর সহিত ঐ দলে যোগদান করিয়া পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দল সেই দিনই হংকং-এ উপস্থিত হইয়াছিল। অধ্যাপক এনড্রু বটারফীল্ড এই পর্য্যটকদলের পরিচালক বা পাণ্ডা ছিলেন। পরদিন প্রত্যূষে হংকং হইতে তাঁহাদের ক্যাণ্টন যাত্রার কথা ছিল।

এই দলে মহিলা ও পুরুষ যাত্রীর সংখ্যা অল্প ছিল না; যাত্রীদের মধ্যে মিঃ বাইল্যাণ্ডস্ ও তাঁহার পত্নীর নাম উল্লেখযোগ্য। মিঃ বাইল্যাণ্ডস্ ম্যাঞ্চেষ্টারে তন্তুবায়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তিনি সুবিখ্যাত বস্ত্রশিল্পী পিটার বাইল্যাণ্ডস্ এণ্ড কোংর অধ্যক্ষ। ইঁহারা সকলেই ভূপর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। কর্ণেল রবিন্‌স নামক একজন বৃদ্ধ পুরুষও এই দলে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুন্দরী ও কলাকুশলা কন্যা মার্জ্জরীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। কাপ্তেন লাসি যৌবনপুষ্পিত লাবণ্যবতী মার্জ্জরীর অন্ধ স্তাবক; এই যুবতীর উপাসনাতেই কাপ্তেনের দিবা রাত্রির অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত। এতদ্ভিন্ন 'ব্রেড এণ্ড বিসপ' নামক ব্যাঙ্কিং কারবারের মালিক মিঃ ব্রেডের একমাত্র যুবক পুত্র হিলটন ব্রেড আফিসের কার্য্যে যোগদানের পূর্ব্বে পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এই দলে যোগদান করিয়াছিল। অধ্যাপক এনড্রু বটারফীল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী মেরীও পিতৃব্যের সহযাত্রী হইয়াছিল।

কাপ্তেন লাসি যখন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি মার্জ্জরীর

চিন্তায় বিভোর ; পাশের কক্ষে যে লোমাঞ্চকর নাটকের অভিনয় হইতেছিল, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না ; কারণ তিনি তখন অত্যন্ত অন্যমনস্ক। কিন্তু পাশের কক্ষে তাঁহার পদশব্দ শুনিয়া চীনাম্যানটা ভয় পাইয়া মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর মুখের উপর হইতে তাড়াতাড়ি হাত টানিয়া লইল। তাহার পর সে উঠিয়া সেই কক্ষের যে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, সেই দ্বার খুলিয়া কাপ্তেন লাসির কক্ষে যাওয়া যাইত। সে দ্বার পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল সেই দ্বারের অর্গল সেই দিকে রুদ্ধ আছে। সুতরাং কাপ্তেন সেই দ্বার খুলিয়া সেইখানে প্রবেশ করিবেন তাহার উপায় ছিল না।

চীনাম্যানটা দুই এক মিনিট সেই দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিয়া অন্য পাশের দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই দ্বার খুলিয়া যে কক্ষে প্রবেশ করা যাইত, সেই কক্ষটি ডোরথির শয়ন-কক্ষ। এই দ্বারের ছিটকিনি উর্দ্ধে তুলিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া ছিল, তাহা দেখিয়া সে দুই এক মিনিট সেই দ্বারে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যখন সে বুঝিতে পারিল সেই কক্ষে কেহ জাগিয়া নাই, তখন সে ধীরে ধীরে প্রসাধনের টেবিলের নিকট উপস্থিত হইল, সেই টেবিলের উপর অনেকগুলি উৎকৃষ্ট হীরকালঙ্কার সজ্জিত ছিল। সেগুলি মিসেস্ ফিল্‌ডিংএরই অলঙ্কার। সেই দিন সায়ংকালে সেগুলি তিনি শয়ন-কক্ষের টেবিলের উপর খুলিয়া রাখিয়াছিলেন।

চীনাম্যানটার সাধু উদ্দেশ্য না থাকিলেও সে সেই সকল বহুমূল্য অলঙ্কারের একখানিও স্পর্শ করিল না। সে দেরাজগুলি খুলিয়া পরীক্ষা করিল ; কিন্তু কোন দেরাজে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুতুলটির সন্ধান পাইল না। তথাপি তাহার ধারণা হইল মিসেস্ ফিল্‌ডিং তাহা কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া মিথ্যা কথায় তাহাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চীনাম্যানটা শিঙ্গাপুর হইতে এই পুত্তলিকাটি সম্বন্ধে যে সংবাদ পাইয়াছিল, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না—ইহা সে জানিত। সেই পুত্তলিকাটি শিঙ্গাপুর হইতে নির্ব্বিঘ্নে হংকংএর পাঠাইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা যেমন কৌশলপূর্ণ, সেইরূপ অব্যর্থ। কোন চীনাম্যানের মারফৎ উহা

ং-এ প্রেরণ করা নিরাপদ নহে মনে করিয়া সেই পুতুলটির রক্ষক মিসেস্ ফিল্ডিংকে কৌশলে ভুলাইয়া তাহা তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল মিসেস্ ফিল্ডিং উহা অতি সাবধানে হংকংএ লইয়া যাইবেন, এবং কবচের ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করিবেন; তাহার পর যাহার নিকট তাহা পাঠাইবার প্রয়োজন ছিল—সে কৌশলে তাহা আত্মসাৎ করিতে পারিবে। মিসেস্ ফিল্ডিং তাহার চাতুরী বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু চীনাম্যানটা জানিত, সে মিসেস্ ফিল্ডিংএর অলঙ্কারাদির মধ্যেই তাহা দেখিতে পাইবে।

সুতরাং টেবিলের দেরাজে পুতুলটির সন্ধান না পাইলেও সে হতাশ হইল না; সে তাঁহার স্যুটকেস, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি খুলিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। যদিও সেগুলি চাবি দিয়া বন্ধ ছিল, কিন্তু তাহা খুলিতে তাহার বিলম্ব বা অসুবিধা হইল না; সে একটা ক্ষুদ্র ইস্পাতনির্মিত যন্ত্র দ্বারা এরূপ সহজে সেগুলি খুলিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাহার দক্ষতার পরিচয় পাইলে অসাধারণ চতুর তস্করও মুগ্ধ হইত! (that would have roused the admiration of the most gifted cracksman.)

তাহার পরীক্ষা শেষ হইলে সে বুঝিতে পারিল সেই পুতুলটা সেই কক্ষে থাকিলে তাহা তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। সে মিসেস্ ফিল্ডিংএর হ্যাণ্ড-ব্যাগটি তাঁহার খাটের ছত্রীতে ঝুলিতে দেখিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহা নামাইয়া লইয়া খুলিয়া দেখিল, কিন্তু তাহার মধ্যেও পুতুলটি খুঁজিয়া পাইল না।

অতঃপর সে মিসেস্ ফিল্ডিংএর মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল, কারণ মিসেস্ ফিল্ডিং তখন বিস্ফারিত নেত্রে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আর্তনাদ করিবার উপক্রম করিলেন।

চীনাম্যানটা এবার আর তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল না; কারণ সে বুঝিতে পারিল—সে সেইরূপ চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার আর্তনাদ শুনিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষের লোক তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিবে।

তাহার এই অনুমান সত্য হইল। মিসেস্ ফিল্‌ডিং মুহূর্ত্তমধ্যে এরূপ চিৎকার করিলেন যে, সেই হোটেলের অর্দ্ধেক লোক তাহা শুনিতে পাইল। তিনি উপর্য্যুপরি তিনবার চিৎকার করিলেন। চীনাম্যানটা আর সেখানে না দাঁড়াইয়া দ্বার খুলিয়া দৌড়দালানে লাফাইয়া পড়িল, এবং কক্ষ দ্বার রুদ্ধ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে হোটেলের বারান্দায় আসিয়া ও রেলিং ডিঙ্গাইয়া নীচের বাগানে নামিয়া গেল। সে বাগানের অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর শয়ন-কক্ষের এক দিকের দ্বারে কাপ্তেন লাসি ও অন্য দিকের দ্বারে ডোরথি করাঘাত করিয়া তাঁহার আর্ত্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

ডোরথি দ্বার ধরিয়া টানাটানি করিয়া তাহা খুলিতে পারিল না; সে চিৎকার করিয়া বলিল, "মা তোমার কি হইয়াছে? ও রকম চ্যাচামেচি করিতেছ কেন? শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও, দেখি তোমার কি হইল।"

মিসেস্ ফিল্‌ডিং অতিকষ্টে শয্যাত্যাগ করিয়া, টলিতে টলিতে দ্বারের নিকট গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। ডোরথি তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার মাতাকে দ্বারের নিকট পড়িয়া থাকিতে দেখিল। তখন তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল। ডোরথি তাঁহাকে তুলিয়া টানিতে টানিতে তাঁহার শয্যায় আনিয়া ফেলিল। তাহার পর সে দৌড়দালানের দিকের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা বাহিরের দিকে বন্ধ থাকায় খুলিতে পারিল না। কে তাহা বন্ধ করিয়াছিল—তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। যাহা হউক, সে তাহার শয়ন-কক্ষ ঘুরিয়া বাহিরে আসিতেই কাপ্তেন লেসির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কাপ্তেন শয়নের পরিচ্ছদেই তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত পরে অন্যান্য ভদ্রলোকও সেই স্থানে দৌড়াইয়া আসিলেন; একজন চীনা ভৃত্যকেও সেখানে আসিতে দেখা গেল।

যে সকল ইংরাজ মহিলা ও পুরুষ নানা স্থান হইতে আসিয়া সেই হোটেলে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ব্যস্তভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কেবল মিঃ বাইল্যাণ্ডস্ ও তাঁহার স্ত্রীকে সেখানে দেখিতে পাওয়া

গেল না। কারণ তাঁহারা হোটেলের অপর প্রান্তস্থ কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক বটারফীল্ডও আসেন নাই; কিন্তু মিস্ মেরী বটারফীল্ড সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেই স্তম্ভিত! ব্যাপার কি, জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক; কিন্তু কাহারও মুখে কথা ফুটিল না; অবশেষে মিস্ মেরী ডোরথিকে তাহার মাতার আর্ত্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

সেই সময় হোটেলের সহকারী অধ্যক্ষ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে মিস্ ডোরথিকে গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই জানিতে পারিল না, কারণ প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা ডোরথি তখনও জানিতে পারে নাই। এই জন্য সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

সহকারী অধ্যক্ষ ডোরথি ও মিস্ মেরীর সঙ্গে মিসেস্ ফিল্ডিংএর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। মিসেস্ ফিল্ডিং তখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন; তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁহার বিপদের কথা তাহাদের নিকট প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর তাহারা বারান্দায় আসিয়া চারি দিক পরীক্ষা করিল; কিন্তু কোন দিকে আততায়ী চীনাম্যানটাকে দেখিতে পাইল না। এই সহকারী অধ্যক্ষটি ইংরাজ যুবক; দুই বৎসর পূর্ব্বে সে লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ হোটেল হইতে এই হোটেলে প্রেরিত হইয়াছিল। হোটেলের বৃদ্ধ অধ্যক্ষের কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসিয়াছিল, এই জন্য তাহার আশা ছিল—সে শীঘ্রই তাঁহার পদটি অধিকার করিতে পারিবে।

হোটেলের অধ্যক্ষগণের বিশেষত্ব এই যে, কোন কারণে হোটেলের দুর্নাম প্রচারের আশঙ্কা থাকিলে তাহারা তাহা চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। এই অধ্যক্ষটিও সেই শ্রেণীর লোক। হোটেলে পুলিশ আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিবে—ইহা সে হোটেলের অখ্যাতির বিষয় বলিয়াই মনে করিত; কিন্তু হোটেলের অতিথিদের বিপন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়—সে দিকেও তাহার লক্ষ্য ছিল, কারণ যে হোটেলে দস্যুভয় অপরিহার্য্য, সে হোটেলে কেহ সহজে আশ্রয় লইবে না ইহা সে জানিত।

যদি চীনাম্যানটা মিসেস্ ফিল্ডিংএর শয়ন-কক্ষে প্রবেশের পর তাঁহার দুই একখানি হীরকালঙ্কার অপহরণ করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিত, তাহা হইলে তিনি হয়-ত এই ব্যাপার লইয়া বাড়াবাড়ি করিতেন না ; কারণ তাহাতে তাঁহার সময় নষ্ট হইবার ও দেশান্তরে যাত্রায় বিলম্ব হইবার আশঙ্কা ছিল। তাহা তিনি প্রার্থনীয় মনে করিতেন না ; কিন্তু চীনাম্যানটা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া গলাটিপিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এমন কি, তাঁহার চেতনা হরণ করিয়াছিল ; বিশেষতঃ তাহার চেহারা পর্য্যন্ত তাঁহার স্মরণ ছিল, এবং তাহাকে সনাক্ত করাও তাঁহার অসাধ্য হইত না। এ অবস্থায় তিনি পুলিশের সাহায্য গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে হোটেলের যুবক অধ্যক্ষ তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। সেই অবস্থায় ঘটনাটি তাহার চাপিয়া যাইবারও উপায় ছিল না।

সহকারী অধ্যক্ষ নীচে গিয়া টেলিফোন ব্যবহারের পূর্ব্বে মিসেস্ ফিল্ডিংএর কক্ষে দাঁড়াইয়া ডোরথিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মিস্ ফিল্ডিং, আপনি বলিলেন আপনাদের পর্য্যটকদলে অনেকগুলি মহিলা ও পুরুষ আছেন ; তাঁহাদের পরিচালকের নাম কি ?"

ডোরথি বলিল, "অধ্যাপক বটারফীল্ড—ইনি তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্রী।"—সে মেরীকে দেখাইয়া দিল।

সহকারী অধ্যক্ষ হ্যান্কক্ মেরীর মুখের দিকে চাহিল। মেরীর মুখে ম্লান হাসির রেখা উঠিল। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তাঁহার সেক্রেটারীর কাযও আমাকে করিতে হয়।"

হ্যান্কক্ বলিল, "তিনি এখন কোথায় ?"

মেরী বলিল, "এখানেই ছিলেন, এখন তিনি হোটেলে নাই ; আমরা কাল ক্যাণ্টনে যাত্রা করিব, কাকা আজ সারাদিন যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য তাঁহার হোটেলে ফিরিতে অধিক রাত্রি হইতে পারে।"

হ্যান্কক্ মিসেস্ ফিল্ডিংকে বলিল, "আমি ডাক্তার ডাকিব কি ?"

মিসেস্ ফিল্ডিং ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না, না, ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন নাই, আমি অধ্যাপকের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি। তিনিও ডাক্তার। তিনি দিদিমণী যেরূপ সঙ্গত মনে করেন, সেইরূপই ব্যবস্থা করিবেন।"

মেরী বলিল, "তিনি হয় ত এখনই আসিবেন; তিনি যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুলিশ ডাকা বন্ধ রাখিতে কি আপনার আপত্তি আছে মিসেস্ ফিল্ডিং?"

মিসেস্ ফিল্ডিং দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "তিনি যখন ইচ্ছা আসিবেন, সেজন্য পুলিশে সংবাদ পাঠাইতে বিলম্ব করা আমি সঙ্গত মনে করি না। পুলিশ যখন ডাকিতেই হইবে, তখন তাহার প্রতীক্ষায় বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। শীঘ্র পুলিশে সংবাদ পাঠাইয়া দিন ম্যানেজার।"

হ্যানকক অগত্যা তাঁহার আদেশ পালন করিতে চলিল। সে একজন ভৃত্যকে বারান্দায় পাহারায় রাখিয়া গেল, উদ্দেশ্য, সেই রাত্রে পুনর্ব্বার কেহ মিসেস্ ফিল্ডিংকে বিরক্ত করিতে না আসে।

অন্যান্য মহিলা ও পুরুষেরা দৌড়দালানে দাঁড়াইয়া ছিলেন; মেরী তাঁহাদিগকে মিসেস্ ফিল্ডিংএর বিপদের বিবরণ জানাইয়া নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং তাড়াতাড়ি তাহার পরিচ্ছদাদি গুছাইতে লাগিল।

সেই সময় হ্যানকক তাহার এইরূপ আকস্মিক ব্যস্ততা দেখিতে পাইলে ইহার কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইত।

তৃতীয় চাল

চোরের ঘাড়ে বাটপাড়

হোটেলের সহকারী অধ্যক্ষ হ্যান্‌কক্ অধ্যাপক বটারফীল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ বহির্দ্বারে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; কিন্তু অধ্যাপক বিশেষ কোন কারণে সদর দরজার পরিবর্ত্তে পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বার দিয়া হোটেলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি কার্য্যানুরোধে সায়ংকালে হোটেল ত্যাগ করিলেও যে সময় মিসেস্ ফিল্‌ডিং চেতনা লাভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে হোটেলে ফিরিয়াছিলেন। তিনি পরদিন প্রভাতে সদলে ক্যাণ্টনে যাত্রা করিবেন স্থির করিয়া যানবাহনাদির সরবরাহকারকের সহিত চীনদেশ-যাত্রা-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা শেষ করিতে গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, লি-টুনের সহিত আলাপ করিয়া তিনি খুসী হইয়াছিলেন। লি-টুন তাঁহাদের চীনদেশে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ভার লইয়াছিল।

লি-টুন অধ্যাপক এনড্রু বটারফীল্ডের সহিত আলাপ করিয়া প্রীত হইয়াছিল; পরামর্শ শেষ হইলে অধ্যাপক সহর্ষচিত্তে তাহার নিকট বিদায় লইলেন। যাত্রীদলের সকলেই অধ্যাপকটিকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিতেন; কারণ দাড়ি গোঁফ ও চশমামণ্ডিত এই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষটি বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় প্রথম শ্রেণীর মাসিকসমূহে তাঁহার সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। কিন্তু এই মহাপণ্ডিত অধ্যাপকটি যে ছদ্মবেশী দস্যু ডাক্তার হক্সটন ব্লাইমার, ইহা কাহারও ধারণা করিবার শক্তি ছিল না। এরূপ মহাপণ্ডিত শিক্ষিত ব্যক্তি দস্যু—ইহা জড়বাদী প্রতীচ্যেই সম্ভব! প্রাচ্যের জ্ঞান মানুষকে অভাবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে শিখায়, প্রতীচ্যের বিজ্ঞান নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়া ভোগের পথ মুক্ত করে!

কিন্তু লি-টুন রাইমারকে চিনিত, কারণ হক্সটন রাইমারের সহিত সে পূর্ব্বে কারবার করিয়াছিল। এবারও সে রাইমারের সাহায্যে বিলক্ষণ লাভবান হইবার আশা করিয়াছিল। সকল দেশের চোরই পরস্পরের মাস্‌তুতো ভাই!

রাইমার লি-টুনের আড্ডায় উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে লি-টুন তাহাকে খাস-কামরায় লইয়া গিয়া চীনাম্যানের অভ্যস্ত ইংরাজীতে বলিল, "আপনার প্রস্তাবটী অতি 'সুন্দল' (you make a velly nice ploposal.) মাননীয় য়েন-উইকে আমি সংবাদ পাঠাইব।"

য়েন-উই চীন সাগরের উপকূলে 'জলের বাঘ' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সাংহাই ও সাইগনের মধ্যে অনেক চীনাদস্যু বোম্বেটেগিরি করিত, কিন্তু য়েন-উই অপেক্ষা দুর্দ্দান্ত, শোণিত-লোলুপ জলদস্যু আর একটিও ছিল না।

রাইমার মেঝের উপর বসিয়া বলিল, "সে কি এই কার্য্যে যোগদান করিবে?"

লি-টুন বলিল, "হাঁ, তাহার পোষাইলেই সে করিবে।"

রাইমার বলিল, "তুমি?"

লি-টুন বলিল, "আমারও ঐ কথা; দস্তুরমত টাকা পাইলে আমিও আপনাকে সাহায্য করিব। আমার ব্যবসায়ই ত ঐ।"

রাইমার বলিল, "য়েন-উই কত টাকার দাবি করে?"

লি-টুন বলিল, "কুড়ি হাজার ডলার।"

রাইমার বলিল, "এত টাকা?"

লি-টুন বলিল, "হাঁ, তা নয় ত কি? ঝুঁকিটা কি কম?"

রাইমার বলিল, "তোমার দাবি কত?"

লি-টুন বলিল, "আমাকেও কি অল্প ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে হইবে? য়েন-উই-এর সঙ্গে যোগ দিয়া কোন কায করা এখন ভয়ানক বিপজ্জনক। বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাহাকে ভালচোখে দেখে না।"

রাইমার বলিল, "তা জানি। তোমার দাবি কত বল শুনি। দেখ,

লি-টুন তুমি বেশী চাপ দিও না, দোকানদারী করিলে পোষাইবে না। কত টাকা পাইলে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে তাহাই জানিতে চাই।"

লি-টুন বলিল, "দশহাজার ডলার!"

রাইমার বলিল, "ইহাই তোমার শেষ কথা?"

লি-টুন মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "হাঁ, খাঁটি কথা।"

হক্সটন রাইমার কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ ভাবে ধূমপান করিল, লি-টুন দুই একবার আড় চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিল।

অবশেষে রাইমার বলিল, "যদি য়েন-উইকে কুড়ি হাজার ও তোমাকে দশ হাজার ডলার পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোন রকম গণ্ডগোল বা বিবাদবিসম্বাদ হইবে না ত?"

লি-টুন বলিল, "আমাদের দুই জনেরই অঙ্গীকারে আপনি নির্ভর করিতে পারেন বন্ধু 'লাইমাল'!"

রাইমার বলিল, "য়েন-উই ঠিক সময়ে কাযে হাত দিবে ত?"

লি-টুন বলিল, "আলবৎ, টাকাগুলা কি তাহাকে অকারণ দিবেন? সে আমার ইঙ্গিত মাত্র আসিয়া পড়িবে।"

রাইমার বলিল, "তাহা হইলে আমি আমার দলবল লইয়া কাল নদীপথে ক্যাণ্টনে যাত্রা করিতে পারি? য়েনউইয়ের জঙ্কগুলি ঠিক সময়ে আসিয়া জাহাজ ঘিরিয়া ফেলিবে?"

লি-টুন বলিল, "আলবৎ।"

রাইমার বলিল, "তাহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিবে, তার পর আমি তাহাদের মুক্তিদানের ব্যবস্থা করিব; মুক্তিপণের মূল্য স্বরূপ তাঁহারা হয় চেক দিবে, না হয় অনুরোধ-পত্র দিবে—সেই অনুরোধ পত্র দেখাইলেই টাকা আদায় হইবে।"

লি-টুন বলিল, "বেশ, তাহাই হইবে।"

রাইমার বলিল, "তাহাদের আর কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই ত?"

লি-টুন বলিল, "না, সে ভয় নাই।"

রাইমার বলিল, "বেশ, আমি চলিয়া যাইলে য়েন-উই তাহাদিগকে একখান জঙ্কে তুলিয়া লইয়া অসহায় ভাবে নদীতে ছাড়িয়া দিবে ত?"

লি-টুন বলিল, "হাঁ, ঐ কাষ সে নিশ্চিতই করিবে।"

রাইমার বলিল, "যদি কোন বৃটীশ মানোয়ারী জাহাজ তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে সে কি আত্মরক্ষা করিতে পারিবে?"

লি-টুন বলিল, "সে এরকম গ্রামের সন্ধান জানে যেখানে ইংরাজ সৈন্য তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না।"

রাইমার বলিল, "তাহা হইলে আমরা আজ-রাত্রেই কায আরম্ভ করিব; তুমি য়েন-উইকে অবিলম্বে সংবাদ পাঠাও।"

এই সকল পরামর্শ শেষ করিয়া রাইমার যখন ওরিয়েণ্টাল হোটেলের খিড়কির বাগান পার হইয়া হোটেলে প্রবেশোদ্যত হইল তখন তাহার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ একথা বলাই বাহুল্য। তাহার মনে হইল এরূপ উৎকৃষ্ট দাঁও সে বহুদিন মারিতে পারে নাই। দেশ বিদেশের লোক তাহার অসাধারণ শক্তি সামর্থ্যের পরিচয়ে বিস্মিত হইয়াছিল।

রাইমার হোটেলের পশ্চাতে উপস্থিত হইবামাত্র একটি রমণীর ভীতি-বিহ্বল আর্ত্তনাদে নৈশ নিস্তব্ধতাভঙ্গ হইল। রাইমার সচকিত ভাবে অট্টালিকার বাতায়নশ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। বাতায়ন-পথে যে আলোক প্রতিফলিত হইতেছিল সেই আলোকের সাহায্যে সে হোটেলের বারান্দাটিও অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল। মুহূর্ত্ত পরে সে দ্বিতীয় বার চিৎকার শুনিতে পাইল। সঙ্গে সঙ্গে সে দোতালার একটি দ্বার উদ্ঘাটিত হইতে দেখিল এবং একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ সেই দ্বার দিয়া বাহিরে আসিল তাহাও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

রাইমার যে কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, তাহা বিহ্বল, বিকৃত; উহা কোনও ভয়ার্ত্তা নারীর কণ্ঠস্বর ইহা সে বুঝিতে পারিলেও, কে আর্ত্তনাদ

করিল তাহা ধারণা করিতে পারিল না; কিন্তু তৃতীয়বার শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল তাহা মিসেস্ ফিল্ডিংএর আর্তনাদ। বিশেষতঃ তাহার স্মরণ হইল ওরিয়েণ্টাল হোটেলের দোতালার সেই অংশে যাঁহারা বাসা লইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাহার দলের যাত্রী।

রাইমার সেই দিকে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একজন লোককে বারান্দা হইতে বাগানে লাফাইয়া পড়িতে দেখিল। সেই লোকটি বাগানের ভিতর পড়িয়া দ্রুতবেগে বাগানের দ্বারের দিকে ধাবিত হইল। পলাতকটা যে পথে চলিল, রাইমার সেই পথেই হোটেলের খিড়কিতে ফিরিতে-ছিল; সুতরাং রাইমারের ধারণা হইল পলাতককে তাহার পাশ দিয়াই যাইতে হইবে।

রাইমারের এই অনুমান মিথ্যা হইল না; কয়েক মিনিট পরে সে কঙ্করাবৃত পথে পদশব্দ শুনিতে পাইল। রাইমার তাহাকে ধরিবার চেষ্টায় সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই পলাতক দ্রুতবেগে তাহার দেহের উপর আসিয়া পড়িল। রাইমার তৎক্ষণাৎ তাহার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে মাটীতে চিৎ করিয়া ফেলিল।

পলাতক চীনাম্যানটা এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি হইল। তাহার পর সে রাইমারের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তাহার হাতে ছুরী ছিল; সেই ছুরী দিয়া সে রাইমারকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। রাইমার তাহার হাত হইতে ছুরী কাড়িয়া লইয়া তাহাকে উপুড় করিয়া ফেলিল, এবং তাহার পিঠে জানু চাপাইয়া তাহাকে মাটীতে চাপিয়া ধরিল।

উভয়ের মধ্যে এই ভাবে ধস্তাধস্তি চলিলেও কাহারও মুখ হইতে একটিও শব্দ নিঃসারিত হইল না, উভয়েই নির্ব্বাক। উভয়েই নির্ব্বাক থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিল। তাহাদের চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া অন্য লোক সেখানে আসিয়া পড়ে তাহাদের এরূপ ইচ্ছা ছিল না।

রাইমার চীনাম্যানটাকে বলিল, "তুমি জোর করিয়া পলায়নের

করিলে আমি তোমাকে যমের বাড়ী পাঠাইব। তুমি হংকং এর চীনাম্যান, ইংরাজীতে কথা বলিতে পার বোধ হয়।"

চীনাম্যানটা কথা বলিল না; সে চক্ষু বুঁজিয়া আড়ষ্টভাবে পড়িয়া রহিল। রাইমার তাহাকে কথা কহাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; তখন সে চীনাম্যানটাকে টানিয়া তুলিল, এবং তাহার হাত দু'খানি কাঁধের উপর দিয়া সজোরে পিঠের দিকে টানিতে লাগিল। তাহার পর ছোরাখানা তাহার পিঠে ঠেকাইয়া একটু জোরে খোঁচা দিল।

চীনাম্যানটা যন্ত্রণায় গোঁ-গোঁ শব্দ করিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না! তখন রাইমার তাহার ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বাগানের বাহিরে লইয়া গেল। চীনাম্যানটা কি উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে হং-কং এর প্রধান হোটেলে ইয়ুরোপীয় মহিলার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহা অনুমান করা রাইমারের অসাধ্য হইলেও সে বুঝিতে পারিল সাধারণ তস্করের মত কেবল চুরিই তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু চীনাম্যানটা পীড়ন সহ্য করিয়াও নির্ব্বাক রহিল। সে রাইমারের কোন প্রশ্নের উত্তর দিল না।

রাইমার ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে বাগানের বাহিরে একটা প্রাচীরের গায়ে খুঁসিয়া ধরিল, এবং ছোরাখানা তাহার পাঁজরে ঠেকাইয়া হাতলে এরূপ জোর দিল যে, ছুরীর ডগা তাহার দেহে বিদ্ধ হইল। (pressed on the handle of the knife until the point of the blade punctured the flesh.)

চীনাম্যানটা যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিলে রাইমার বলিল, "ওরে বেটা হলদে-বামন! তুই হোটেলের স্ত্রীলোকের কামরায় এই রাত্রিকালে কেন প্রবেশ করিয়াছিলি ঠিক বল; সত্য কথা বলিলে আমি তোকে ছাড়িয়া দিতেও পারি।" (perhaps I let you go.)

চীনাম্যানটা এবার কথা কহিল, বলিল, "মান্যিমান হুজুর! আমি সত্যি কথা কইচি, আমাকে ছেড়ে দাও সাহেব! আমি ভালি বদমায়েস। (I velly bad man) আমি সেই মেম সা'বের ঘরে ঢুকেছিলাম-এ-এ-

এজ্ঞে-চু-চুরি কোরতে। আমি কি জানি যে মেম সা'ব তখন ঘরে ছিল? মেম সা'বকে চিল্লাতে শুনে আমি দৌড়িয়ে পালিয়ে এলাম। কিছু নিতে পারি নি। আমাকে ছেড়ে দাও সা'ব; আর খুঁচিয়ে মেরো না। তুমি ভালী জবর সায়েব আছ, আমাকে ছাড়ো হুজুর!"

রাইমার গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ওরে ব্যাটা মিথ্যাবাদী তেলাপোকা-খেকো! তুই শুধুই চুরির মতলবে মেম সাহেবের কামরায় ঢুকেছিলি—বলতে চাস্? সত্যি কথা না বল্লে আমি তোকে ছাড়বো না, তোর গলায় ছুরী দেব।"

চীনাম্যান বলিল, "আমি খাঁটি কথা বলেচি সাদা হুজুর!"

রাইমার বলিল, "সহজে তুই সত্যি কথা বল্‌বি নে, কেমন? বেশ, চল আমার সঙ্গে, দেখি তুই সত্যি কথা বলিস্ কি না। চল্, কিন্তু পালাবার চেষ্টা করলেই এই ছুরীর ছয় ইঞ্চি ফলাখানা তোর পাঁজরায় ঢুকিয়ে দেব। (I'll stick six inches of steel between your ribs.)

চীনাম্যানটা রাইমারের অবাধ্য হইতে সাহস করিল না, সে রাইমারের সঙ্গে চলিল। রাইমার বুঝিতে পারিয়াছিল সে চীনাম্যানটার মুখ হইতে সত্য কথা বাহির করিতে না পারিলেও লি-টুনের চেষ্টা বিফল হইবে না। লি-টুনের মুষ্টিযোগ অব্যর্থ, ইহাও তাহার সুবিদিত ছিল।

রাইমার গলির মোড়ে উপস্থিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র হোটেলের সম্মুখে একখানি তান্‌জাম্ দেখিতে পাইল। তান্‌জাম্ চেয়ারের আকারবিশিষ্ট পাল্‌কী; চারিজন বেহারায় তাহা স্কন্ধে বহন করে। রাইমার চীনাম্যানটাকে ঘাড় ধরিয়া সেই হোটেলের সম্মুখে আনিল। হোটেলের দ্বারপ্রান্তে সে একজন বেহারাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। যে সকল বেহারা রাইমারকে তান্‌জামে তুলিয়া লইয়া লি-টুনের বাড়ী হইতে ঐস্থানে আসিয়া নামাইয়া দিয়াছিল, সেই বেহারাটি তাহাদেরই দলের লোক। তাহারা লি-টুনকে যমের মত ভয় করিত, এবং তাহার সকল আদেশই পালন করিত। বেহারাটাকে দেখিয়া রাইমারের আশা হইল, সে অল্প চেষ্টাতেই লি-টুনের গৃহে প্রত্যাগমন

করিতে পারিবে, বেহারাগুলা তাহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিবে না।

রাইমার বেহারাটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এদিকে আয়! আমার কথা শোন্।"

বেহারা রাইমারকে চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখে আসিল। বিদেশী হইলেও এই সাদা আদমি লি-টুনের দোস্ত, ইহা সে জানিত; সুতরাং সে রাইমারের আদেশ পালনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল।

রাইমার ক্যাণ্টনাঞ্চল প্রচলিত চীনা-ভাষায় বলিল, "তোর দলের অন্য বেহারাগুলা কোথায়?"

বেহারা মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "ঐদিকে নল টানছে হুজুর!"

রাইমার বলিল, "ডাক্ তাদের, আমাকে এখনই লি-টুন সাহেবের কুঠীতে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।"

বেহারা বলিল, "যো হুকুম, ঐ ত আমাদের পেশা হুজুর!"

বেহারা আড্ডায় প্রবেশ করিয়া অন্য তিনজন সহযোগীকে ডাকিয়া আনিল। তাহারা রাইমারের মুখের দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারিল।

সর্দ্দার-বেহারা বলিল, "হুজুর কি একা যাবেন? আপনার সঙ্গে ঐ যে এ-দেশী লোকটিকেও দেখছি—"

রাইমার বলিল, "ও আমার পায়ের কাছে ব'সে যাবে। আমরা দুজনে যাবো; দুজনের ভাড়া পাবি, আপত্তি করলে চল্‌বে না। আপত্তি করলে—জানিস্ ত লি-টুন কি চিজ! জল্‌দি চল! আর দেখিস, এ বেটা যেন তানজাম থেকে লাফিয়ে পালাতে না পারে, হুসিয়ার থাক্‌বি।"

বেহারারা আরও দুইজন নূতন বেহারার সাহায্যে আরোহীদ্বয়সহ তান্‌জাম ঘাড়ে তুলিল, 'হুম্ হুম্' শব্দে তাহারা নিভৃত সঙ্কীর্ণ পথ প্রতিধ্বনিত করিয়া লি-টুনের বাড়ীর দিকে চলিল। চীনাম্যানটা গড়ুর পক্ষীর মত রাইমারের পায়ের কাছে বসিয়া রহিল। পথিমধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিতে তাহার সাহস হইল না।

রাইমার সেই পথেই লি-টুনের বাড়ী হইতে হোটেলে ফিরিতেছিল। বেহারারা তান্‌জাম লইয়া অবশেষে পার্ব্বত্য পথে প্রবেশ করিল। একটি অনুচ্চ শৈলের সানুদেশ দিয়া সেই পথটি প্রসারিত।

রাইমারের তান্‌জাম কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যখন ম্যাক্‌ডোনাল্ড রোডে প্রবেশ করিল সেই সময় রাইমার কয়েকখানি রিক্-স ও তান্‌জাম সেই পথ দিয়া চলিতে দেখিল। একখানি তান্‌জাম রাইমারের তান্‌জামের ঠিক পাশ দিয়া চলিয়া গেল। রাইমার তখন অন্যমনস্ক ছিল, এজন্য সেই তান্‌জামের আরোহীর মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল না; কিন্তু যদি সে সেই মুখ দেখিত, তাহা হইলে সে তাহার কয়েদীটাকে তান্‌জাম হইতে পথে নিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে হোটেলে প্রত্যাগমন করিত। সে সেই মুহূর্ত্তেই বেহারাগুলাকে ফিরিতে আদেশ করিত।

চতুর্থ চাল

চীনের মুষ্টিযোগ

লি-টুন তাহার বন্ধু রাইমারের কয়েদীর মুখ হইতে সত্য কথা বাহির করিবার জন্য যে দাওয়াই ব্যবহার করিল—তাহা তাহার স্বদেশী দাওয়াই, পূর্ণমাত্রায় আদি ও অকৃত্রিম! যে সকল বিলাতী মুষ্টিযোগ সম্বন্ধে রাইমারের অভিজ্ঞতা ছিল তাহা এই সকল চৈন মুষ্টিযোগের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, অকর্ম্মণ্য।

লি-টুন অর্থসম্পদে যেরূপ অসাধারণ ছিল, শারীরিক সামর্থ্যেও সেইরূপই ছিল; দেহেও তাহার বিপুল শক্তি ছিল। একটি প্রসিদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী ইয়ুরোপীয় কারবারে মুৎসুদ্দিগিরি করিয়া সে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। আমাদের দেশের ভাগ্যবান্ লোকেরা সেকালে বড় বড় বিদেশী কোম্পানীর মুৎসুদ্দির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অগণ্য অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, রাজা খেতাবও পাইতেন; সমাজে তাঁহাদের অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। হংকঙে লি-টুনের ঐশ্বর্য্য ও মান সম্ভ্রম সেইরূপই ছিল।

লি-টুনের যে বয়স হইয়াছিল—সেই বয়সে সে অনায়াসে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সুখে ও শান্তিতে তাহার স্বোপার্জ্জিত বিপুল অর্থ ভোগ করিতে পারিত, জীবনের অবশিষ্ট কাল দুই হাতে উড়াইয়াও সে টাকা ফুরাইতে পারিত না; কিন্তু তথাপি চাকরী ছাড়িয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। উপার্জ্জনের প্রতি তাহার বিপুল লোভ ছিল। অগণ্য অর্থ সঞ্চয় করিয়াও তাহার অর্থপিপাসা অপরিতৃপ্ত ছিল। (had an insatiable greed for riches) বিশেষতঃ নানাপ্রকার অপরাধজনক ষড়যন্ত্রের সাহায্যে অর্থোপার্জ্জনের প্রতি তাহার যে দুর্জ্জয় লোভ ছিল সে কোন দিন তাহা সংযত করিতে পারে নাই। সে জীবন-মধ্যাহ্নে লোভাকৃষ্ট

হইয়া যে পাপপঙ্কিল পথে পদার্পণ করিয়াছিল এবং যাহাদের সাহায্যে কলুষিত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল, জীবনাপরাহ্ণেও সে অর্থোপার্জ্জনের জন্য সেই পথ বা তাহাদের সাহচর্য্য ত্যাগ করিতে পারে নাই।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সে জীবনের সুদীর্ঘ কাল বহু অপকর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও এবং নানাভাবে অপরাধী হইলেও তাহার অনুষ্ঠিত কোন অপরাধের কথা কেহ কোন দিন জানিতে পারে নাই। এমন কি, কোন দিন তাহাকে পুলিশের সন্দেহভাজন হইতে হয় নাই। হংকংএর যে সকল পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত চীনাম্যান দায়িত্বজ্ঞানের ও শিষ্টাচারের আদর্শ বলিয়া সম্মানিত হইত, সে তাহাদের অন্যতম ছিল। কিন্তু সে চাতুর্য্যবলে ও বুদ্ধিকৌশলে সকলকেই প্রতারিত করিতে পারিয়াছিল—একথা সত্য নহে। যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি তাহার স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছিল—তাহাদের মধ্যে ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট সনিয়াটির নাম উল্লেখযোগ্য। লি-টুন যতই চতুর হউক, সে কোন দিন সনিয়াটির চক্ষুতে ধূলা দিতে পারে নাই। তাহার স্ত্রী টুইলাইট ফেদার নর্ত্তকী ছিল। নৃত্য উপলক্ষে সম্ভ্রান্ত চীনাম্যান্দরিনের সমাজে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল; এমন কি, হংকং-প্রবাসী ইয়ুরোপীয় সমাজেও তাহার অসাধারণ সমাদর ছিল, এবং অনেকের অনেক গুপ্ত রহস্য তাহার সুবিদিত ছিল। চীনের নারী সমাজে তাহার ন্যায় বুদ্ধিমতী নারী দ্বিতীয় কেহ ছিল কি না সন্দেহের বিষয়।

লি-টুন রাইমারের প্রলোভনপূর্ণ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল, ইহার কারণ সে কিছুদিন পূর্ব্বে রাইমারের সাহায্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী লি-পিংকে পরাজিত ও অপদস্থ করিয়াছিল। রাইমারের সাহচর্য্যে সে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। সে জানিত রাইমার পাপে অকুণ্ঠিত, অর্থলোভে সে সকল দুষ্কর্ম্মই করিতে পারিত; সুতরাং এবার যখন সে লি-টুনকে অর্থোপার্জ্জনের পন্থা দেখাইয়া দিল, তখন লি-টুন বিনাপ্রতিবাদে সেই পন্থা অবলম্বন করিতে সম্মত হইল। সে জানিত রাইমারের কৌশল অব্যর্থ, এবং তাহার ষড়যন্ত্রজাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা অন্যের অসাধ্য। যুক্তিতর্কে তাহাকে পরাজিত করা তাহার সাধ্যাতীত, এ অবস্থায় কেনই বা সে লাভের আশা ত্যাগ করিবে?

বিশেষতঃ লি-টুন জানিত তাহাকে কোন কার্য্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে না, সে রাইমার ও য়েন-উইএর মধ্যস্থতা করিবে, দূরে থাকিয়া তাহাদের ষড়যন্ত্র-সিদ্ধির সহায়তা করিবে। অবশেষে তাহাদের কার্য্যোদ্ধারের পর লাভের অংশ আত্মসাৎ করিবে! এরূপ বখরাদারিতে তাহার আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না।

কিন্তু সেই রাত্রে কিরূপ বিস্ময়কর সংবাদ আসিয়া তাহাদের উভয়কে স্তম্ভিত করিবে তাহা লি-টুন বা রাইমারের ধারণা করিবারও শক্তি হয় নাই। রাইমার যখন পলাতক চীনাম্যানটাকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতীয় বার লি-টুনের গৃহে উপস্থিত হইল, তখন লি-টুন তাহার বৈঠকখানার গদীর উপর বসিয়া রাইমরের সহিত তাহার যে পরামর্শ হইয়াছিল, মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতেছিল।

রাইমার লি-টুনের দ্বারপ্রান্তে তান্‌জাম হইতে নামিয়া চীনাম্যানটাকে ঘাড় ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেল। লি-টুন রাইমারকে তাহার গৃহে ফিরিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং চীনাম্যানটাকে দেখিয়া, প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে রাইমারের মুখের দিকে চাহিল।

রাইমার সংক্ষেপে সকল কথা জানাইয়া অবশেষে বলিল, "এই হতভাগা কি মতলবে এই রাত্রিকালে সেই ইংরাজ মহিলার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা আমি জানিতে পারি নাই; সেই রমণীটি আমার সঙ্গেই হংকংএ আসিয়াছে; এজন্য এই চীনাম্যানটার মতলবটা কি, তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে; কিন্তু আমি উহার মনের কথা বাহির করিতে পারি নাই। এ লোকটা কাহারও গোয়েন্দা বলিয়াই সন্দেহ হয়। উহার নিকট কতকগুলা মিথ্যা কথা শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ না হওয়ায় উহাকে তোমার নিকট লইয়া আসিলাম লি-টুন!"

লি-টুন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কাকের পিছনে ফিংয়ে! বেশ, বেশ! আপনি উহাকে আমার সম্মুখে লইয়া আসুন; আমি উহাকে কথা কহাইতে পারিব। হাঁ, যাহারা সহজে কথা বলে না, মুখ বুজিয়া থাকে—তাহাদিগকে

কথা কহাইবার জন্য আমি তিন রকম মুষ্টিযোগ ব্যবহার করি। আশা করি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ মুষ্টিযোগেই ফল পাওয়া যাইবে।"

চীনাম্যানটা লি-টুনের সম্মুখে নীত হইলে. লি-টুন্ এরূপ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার আপদমস্তক নিরীক্ষণ করিল যে, সেই বেচারা ভীতকাভিভূত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু লি-টুন তাহা লক্ষ্য না করিয়া ক্যাণ্টনী ভাষায় তাহাকে এরূপ তাড়াতাড়ি কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিল যে, রাইমার তাহার একটি কথাও বুঝিতে পারিল না! (he could not follow bits of what was being said) কিন্তু সেই চোরটা যে লি-টুনকে যমের মত ভয় করিত তাহা রাইমার তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেও সে কি উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে গোপনে মিসেস্ ফিল্ডিংএর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা লি-টুনের নিকট প্রকাশ না করায় রাইমার বুঝিতে পারিল তাহার তাহা প্রকাশ না করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল; সম্ভবতঃ সে তাহার মনিবকে অধিকতর ভয় করিত।

লি-টুন চোর চীনাম্যানটাকে প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইল; কিন্তু কেহই তাহার ক্রোধ বুঝিতে পারিল না। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, 'বাপু বাছা' বলিয়া তাহার মনের কথা বাহির করা কঠিন; এজন্য একটু ঝাঁঝাল মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতে হইবে। লি-টুন মুহূর্ত্তকাল চীনাম্যানটার মুখের দিকে চাহিয়া হুঙ্কার দিল, সঙ্গে সঙ্গে করতালি; তাহাকে যেন মেঘের গর্জ্জন ধ্বনিত হইল! মুহূর্ত্তপরে একটি ভৃত্য সেই কক্ষে আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। লি-টুন তাহাকে দুই একটি কথায় যে আদেশ করিল তাহা শুনিয়াই রাইমার বুঝিতে পারিল—চোরটার মুখ হইতে কথা বাহির করিবার কৌশলটি যথেষ্ট কঠোর হইবে।

ভৃত্য প্রস্থান করিবার কয়েক মিনিট পরে সে আর দুইজন ভৃত্যসহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহারা একজোড়া কাঠের জাঁতা আনিল; তাহার গঠন-প্রণালী চিঠি কাপি করিবার জন্য ব্যবহৃত লৌহনির্ম্মিত সেকেলে প্রেসের (old fashioned iron letter copying presses) অনুরূপ।

সেই জাঁতা তাহারা সেই কক্ষের মেঝের উপর বসাইলে, একজন ভৃত্য জাঁতার প্রান্তস্থিত কাঠের হাতল ঘুরাইতে লাগিল; অন্য দুইজন তাড়াতাড়ি সেই কক্ষের দ্বার ও জানালাগুলি বন্ধ করিয়া তাহাদের সম্মুখস্থ পর্দ্দা টানিয়া দিল।

এই সকল উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া রাইমার বুঝিতে পারিল—মুষ্টিযোগ প্রয়োগে আড়ম্বরের ত্রুটি হইবে না।

ভৃত্যদ্বয় জানালা বন্ধ করিয়া লি-টুনের ইঙ্গিতে চীনাম্যানটার কাছে আসিল এবং তাহার হাত পা ধরিয়া চিৎ করিয়া মাটিতে ফেলিল, তাহার পর তাহাকে সেই জাঁতার নিকট লইয়া গিয়া তাহার মাথাটা জাঁতার উভয় চাক্তির মধ্যস্থলে কাত করিয়া চাপিয়া ধরিল। ঐরূপ করায় চীনাম্যানটার এক কান জাঁতার নীচের চাক্তির উপর, এবং অন্য কান উপরের চাক্তির ঠিক নীচে থাকিল। দুইজন ভৃত্য তাহাকে সেই অবস্থায় ধরিয়া রাখিলে তৃতীয় ভৃত্য জাঁতার হাতলটি ঘুরাইতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে জাঁতার উপরের চাক্তিখানা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া তাহার কানের উপর চাপিয়া বসিল!

জাঁতার উপরের চাক্তির চাপ এই ভাবে তাহার মাথায় পড়ায় ও ক্রমশঃ তাহা তাহার কানের উপর চাপিয়া বসায় যন্ত্রণায় সে আর্ত্তনাদ করিল; কিন্তু যে ভৃত্য জাঁতার দণ্ডটি পরিচালিত করিতেছিল সে তাহার আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিল না। অন্য দুইজন ভৃত্য যে ভাবে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, সেই ভাবেই ধরিয়া রহিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ লি-টুনের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু লি-টুন নির্ব্বিকার চিত্তে চীনাম্যানটার নির্যাতন দেখিতে লাগিল! রাইমারের আশঙ্কা হইল জাঁতার উপরের চাক্তি যদি আর একটু নীচে নামে, তাহা হইলে চীনাম্যানটার মাথা ফাটিয়া যাইবে। এজন্য সে লি-টুনের মুখের দিকে চাহিয়া চোখ টিপিল, তাহা দেখিয়া লি-টুন তাহার হাতের পাখাখানি ঈষৎ আন্দোলিত করিল। সেই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে পারিয়া ভৃত্য জাঁতার পরিচালন-দণ্ড হইতে হাত সরাইয়া লইল। অতঃপর লি-টুন গদী হইতে উঠিয়া জাঁতার নিকটে আসিল, এবং

তাহার হাতের পাখা দিয়া চীনাম্যানটার মাথায় ধীরে ধীরে বাতাশ করিতে লাগিল! সেই সময় সে মৃদুস্বরে বলিল, "ওরে শুয়োরের বাচ্চা, এখন তুই মুখ খুল্‌বি কি না? তুই হোটেলে সেই মেম্‌সাহেবটির কামরায় কি মতলবে ঢুকেছিলি তা শীঘ্র বল।"

চীনাম্যানটা লি-টুনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল। তাহার পর পূর্ব্ববৎ মুখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। লি-টুন তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া হাতের পাখা খানি ঊর্দ্ধে তুলিল এবং সবেগে দুই তিনবার আন্দোলিত করিল। ভৃত্য তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া জাঁতার হাতলটি পুনর্ব্বার ঘুরাইতে লাগিল। ইহাতে জাঁতার ডালা চীনাম্যানটার মাথায় এরূপ জোরে চাপিয়া বসিল যে, সে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া নিষ্ঠুর রাইমার পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল; তাহার দেহের রক্ত হিম হইয়া গেল। (felt his blood chill.)

লি-টুন তৎক্ষণাৎ পাখার আন্দোলন বন্ধ করিল; তাহা দেখিয়া ভৃত্য জাঁতার হাতল পরিচালনে বিরত হইল। লি-টুন চীনাম্যানটাকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "ওরে কুকুর, যদি প্রাণের মায়া থাকে ত এখনও আমার প্রশ্নের জবাব দে। যদি কথা না বলিস্ তাহ'লে তোর মাথায় এমন চাপ পড়বে যে, তোকে সটান যমের বাড়ী যেতে হবে।"

নিগৃহীত চীনাম্যান এই পৈশাচিক নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিতে না পারিয়া যন্ত্রণায় এভাবে চিৎকার করিতে লাগিল যে, তাহা শুনিয়া কেহই নির্ব্বিকার থাকিতে পারিত না; কিন্তু তখনও তাহার মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইল না!

লি-টুন সরোষে তাহার বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার পাখা ঘুরাইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া ভৃত্য তৃতীয় বার জাঁতার হাতল ঘুরাইয়া উপরের ঢাকা-খানা আরও একটু নামাইয়া দিল; সেই চাপে চীনাম্যানটার মাথা নিষ্পেষিত হইবার উপক্রম হইল। রাইমার বুঝিতে পারিল জাঁতার চাপ আর বিন্দুমাত্র বর্দ্ধিত হইলেই লোকটার মাথা গুঁড়া হইয়া যাইবে! মতখানি

চাপ পড়িয়াছিল সেই চাপে যে তখনও তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যা নাই, ইহাই সে বিস্ময়ের বিষয় মনে করিতেছিল। সে মনে মনে বলি "এই চীনাম্যানগুলারি মাথার খুলি কি লোহার, না পাথরের? এই রক চাপেও উহা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইল না!"

কিন্তু চীনাম্যানটার যন্ত্রণা কিরূপ অসহ্য হইয়াছিল, তাহা তাহার ভাবভ দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল। চোরটার মুখবিবর হইতে বুক-ফাটা ক্রন্দনধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল। তাহার কণ্ঠস্বর আড়ষ্ট হইয়া আসিল; তাহার কণ্ঠনিঃসৃত অস্ফুট প্রলাপের অর্থ কেহই বুঝিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দুইটি কপাল হইতে ঠেলিয়া বাহির হইল। তাহার জিহ্বা উন্মুক্ত মুখবিবর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বিবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডল মেহগ্নি কাঠের বর্ণ ধারণ করিল।

লি-টুন তাহার এইরূপ পৈশাচিক নির্য্যাতন লক্ষ্য করিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, বরং ইহাতে সে যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করিল! সে ঈষৎ হাসিয়া তাহার ভৃত্যকে জাঁতার দণ্ড ঘুরাইবার নিষেধসূচক ইঙ্গিত করিল; সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া সে হাতখানিকে বিশ্রাম দান করিল।

অতঃপর লি-টুন বিজয়ী বীরের ন্যায় তাহার গদীতে ফিরিয়া আসিল, এবং পূর্ব্বস্থানে বসিয়া চীনাম্যানটার দিকে দুই এক মিনিট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; অবশেষে সে তাহার ভৃত্যদ্বয়কে তাহার মাথাটা জাঁতার ভিতর হইতে বাহির করিতে আদেশ করিল।

ভৃত্যদ্বয় নিঃশব্দে তাহার আদেশ পালন করিল। চীনাম্যানটা তখন ভয়ানক হাঁপাইতেছিল, যেন তাহার নাভিশ্বাস উপস্থিত! তাহার অবসন্ন দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার নড়িবারও শক্তি ছিল না; কিন্তু তাহার মস্তিষ্কে প্রদাহ আরম্ভ হইলেও তখন পর্য্যন্ত জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কয়েক মিনিট পরে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক হইলে ভৃত্যদ্বয় লি টুনের ইঙ্গিতে তাহাকে ধরাধরি করিয়া গদীর সম্মুখে লইয়া গেল। সেখানে তাহারা তাহাকে ফেলিয়া রাখিলে লি-টুন তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলে

অবজ্ঞা ভরে বলিল, "ওরে বেটা শূয়োরের বাচ্চা ! এখন তুই আমার জেরায় জবাব দিবি কি না বল।"

চীনাম্যানটা মাথা কাত করিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "হাঁ।"

লি-টুন বলিল, "তোফা! তুই সেই 'ফান্-কাই-লো' (বিদেশী) স্ত্রীলোকটার কামরায় কি জন্ত ঢুকেছিলি বল।"

চীনাম্যানটা তখনও মাথার যন্ত্রণায় অস্থির; সে অতিকষ্টে দুই একবার মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি সেই সাদা মেম্ বেটীর কামরায় গিয়েছিলাম সত্য। আমি—আমি—"কথাটা শেষ না করিয়াই সে নীরব হইল।

লি-টুন সরোষে বলিল, "কেন গিয়েছিলি—তা' জান্তে চাই; যদি শীঘ্র সে কথা না বলিস্—তা হ'লে—" সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জাঁতার দিকে চাহিল।

চীনাম্যান বলিল, "হাঁ, আমি তার কামরা থেকে একটা জিনিস আন্‌তে গিয়েছিলাম; সেই জিনিসটা শিঙ্গাপুর থেকে তার মারফৎ হংকংএ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

লি-টুন বলিল, "সেই জিনিসটা কি? জিনিসটার নাম আছে ত? শীঘ্র বল, নৈলে আবার তোকে ঐ জাঁতায় ফেলে—"

চীনাম্যান সভয়ে বলিল, "না সর্দ্দার! আর আমাকে জাঁতার মধ্যে ফেলো না। বল্‌চি আমি। সেই জিনিসটার নাম 'ভগবান বুদ্ধ'।"

লি-টুন সবিস্ময়ে বলিল, "সত্য কথা?"

এই কথা বলিয়াই সে বক্র দৃষ্টিতে রাইমারের মুখের দিকে চাহিল; রাইমার কি কথাটা শুনিতে পাইয়াছে? তাহার মনে হইল সে সময় রাইমার সেখানে না থাকিলেই ভাল হইত।

কিন্তু রাইমার তাহা শুনিতে পাইয়াছিল, লি-টুন রাইমারের কৌতূহল-প্রদীপ্ত চক্ষুর দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল—সে সেই চীনা তস্করটার কথা শুনিতে পাইয়াছে এবং সেই কথার অর্থও বুঝিতে পারিয়াছে।

রাইমার চীন ও ব্রহ্মদেশে বহুদিন বাস করিয়াছিল; চীন সমুদ্রের উপকূলে

যে সকল দুর্দ্দান্ত চীনাম্যান বোম্বেটেগিরি করিত, তাহাদের অনেকের সহিত তাহার পরিচয় ছিল, এবং 'ভগবান বুদ্ধ' কিরূপ লোভনীয় সামগ্রী, বহুমূল্য ও দুর্লভ হীরকরত্নাদির-প্রসঙ্গে সে কথাও জানিতে পারিয়াছিল। সে জানিত সুদূর ব্রহ্মদেশের মান্দালয় নগরে ভগবান বুদ্ধের যে মঠ আছে, সেই মঠে সংরক্ষিত 'ভগবান বুদ্ধ' নামক জহরতখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ মহামূল্য জহরতের সংখ্যা পৃথিবীতে একান্ত বিরল। চীনে ও ব্রহ্মে ইহা ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিভূতি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত।

রাইমার বহুদিন হইতে প্রাচ্য ভূখণ্ডে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত থাকিলেও পূর্ব্বে কোন দিন জানিতে পারে নাই যে, মান্দালয়ের সর্ব্ব প্রধান বৌদ্ধমঠ হইতে এই মহামূল্য রত্ন স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

'ভগবান বুদ্ধ' নামক জহরতের মূল্য যে, সাতরাজার ধন মাণিকের সমান; উহা মাণিকই বটে।

রাইমার বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া একবার সেই চীনাম্যানটার মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্ত পরে লি-টুনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। লি-টুনও রাইমারের মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল তাহার নিকট ঐ সংবাদ গোপন করিবার চেষ্টা নিষ্ফল; তাহা হস্তগত করিবার জন্য উভয়েরই সমান আগ্রহ হইবে—ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। লি-টুন আক্ষেপ করিয়া মনে মনে বলিল, "এই চোর চীনাম্যানকে নির্য্যাতন করিবার সময় রাইমারের মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে এই কামরা হইতে তফাতে সরাইয়া না দিয়া কি বোকামীই করিয়াছি! পূর্ব্বে কি মুহূর্ত্তের জন্যও এই রহস্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম?"

কিন্তু তখন রাইমারকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলে তাহার চেষ্টা সফল হইবে কি? চীনাম্যানটার কথা অবিশ্বাস ভরে উড়াইয়া দেওয়ার জন্য লি-টুন বলিল, "ওরে কুকুর! এই বুঝি তোর সত্যি কথা বলা? যে কথা তুই বল্লি—সে কথা কি রকম অসম্ভব, বিশ্বাসের অযোগ্য, তা কি তোর ধারণা করবার শক্তি আছে? তুই সেই দুর্লভ জহরতের কথা কি জানিস্? আর এমন শক্তিশালী লোকই বা এই চীন দেশে কে আছে যে, সেই মহামূল্য সামগ্রী বাগিয়ে নিয়ে

তা সামাল দিতে পারবে ?—কার হুকুমে তুই ঐ কায করতে গিয়েছিলি রে বেটা চোর! কে তোর মনিব শীঘ্র বল ?"

এই সকল প্রশ্নে সে রাইমারকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল—চীনাম্যানটা প্রকাণ্ড মিথ্যাবাদী, তাহার কোনও কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া সে যাহা বলিয়াছে তাহা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র!

চীনাম্যানটা লি-টুনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কার হুকুমে আমি সেই মেম বেটীর কামরায় ঢুকে সেই জিনিসটা আনতে গিয়েছিলাম, আমার মনিব কে—সে সকল কথা আমি বলতে পারব না সর্দ্দার!—ও সকল কথা আমার মুখ থেকে না বেরোয়—এজন্য আমার মনিব আমার মুখ শিলাই ক'রে দিয়েছেন। তিনি আমাকে দিয়ে যে দিব্যি করিয়ে নিয়েছেন—তা কি আমি ভাঙ্গতে পারি ? (an oath which can not be broken) আমি গুঁতো সাম্‌লাইতে না পেরে যে কথা আপনাকে বলে ফেলেচি—সে জন্য আমার মাথা কাটা যাবে সর্দ্দার!"

লি-টুন তাহার কথা শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও আর বেশী কথা কি ? সকলকেই ত এক দিন মরতে হবে। কিন্তু যদি তুই আমার কথার ঠিক উত্তর না দিস্—তা হলে তোর মনিবের হুকুমে মরবার আগেই আমার হাতে তোকে মরতে হবে। তোর যে জিভ সত্য কথা বলতে আড়ষ্ট হচ্চে, মিথ্যা কথায় আমাকে ভুলোবার চেষ্টা করচে, তোর সেই জিব আমি সাঁড়াশী দিয়ে টেনে ছিঁড়বো ত. কি জানিস্-নে রে শূয়োর! তোর গলার মধ্যে আমি সীসে গলিয়ে ঢেলে দেব। শীঘ্র বল তার নাম কি ?"

লি-টুনের প্রশ্ন শুনিয়া রাইমার তাহাকে ইংরাজীতে বলিল, "এক মিনিট বিলম্ব কর লি-টুন! যদি এই চীনাম্যানটা সত্য কথাই বলিয়া থাকে, তাহা হইলে সে মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর নিকট সেই মহামূল্য দুর্লভ জহরৎটি কিরূপে পাইবার আশা করিয়াছিল ? এই জহরত কি কৌশলে মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর হাতে আসিয়াছে ?"

লি-টুন অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে খবর কি আপনি

জানেন না মিঃ রাইমার! আপনি দেশ বিদেশের এত খবর জানেন, আর আপনি এত দিনেও জানিতে পারেন নাই যে, এই অমূল্য জহরত কিছুদিন পূর্ব্বে চুরি হইয়া গিয়াছে?"

রাইমার বলিল, "না, ঐ সংবাদ আমার জানা ছিল না; সংবাদটা কি সত্য লি-টুন?"

লি—টুন বলিল, "আপনি ত জানেন ব্রহ্মের মান্দালয় নগরে ভগবান বুদ্ধের নামে একটি প্যাগোডা আছে। তাহার নাম 'ভগবান প্যাগোডা।' সেই প্যাগোডার ভিতর একটি সুদৃশ্য আধারে 'ভগবান বুদ্ধ' নামক জহরতখানি সঞ্চিত ছিল। সেই আধার হইতে তাহা রহস্যজনক ভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে; এই সংবাদটি আমি পূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছিলাম। সেই মহামূল্য রত্ন কিরূপে অদৃশ্য হইয়াছিল—এসম্বন্ধে অনেকের নিকট অনেক জনরবই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। এখন এই কুকুরটা কি বলে তাহাও শ্রবণ করা উচিত। আমি উহাকে আরও কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

অতঃপর লি-টুন সেই উৎপীড়িত চীনাম্যানটাকে অধিকতর নির্য্যাতনের ভয় দেখাইয়া, ও নানাপ্রকার চাতুর্য্যপূর্ণ জেরার সহায়তায়, তাহার মুখ হইতে ধীরে ধীরে অনেক কথাই বাহির করিয়া লইল। সে অনিচ্ছার সহিত আতঙ্কবিহ্বল কণ্ঠে যে সকল কথা বলিল লি-টুন ও রাইমার গভীর বিস্ময়ে সেই সকল কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিল—তস্করেরা যে জহরতখানি অদ্ভুত উপায়ে মান্দালয় হইতে অপহরণ করিয়া নানা কৌশলে বহুদূরবর্ত্তী সিঙ্গাপুরে পাঠাইয়াছিল—প্রকৃতি দেবীর বিচিত্র খেয়ালে তাহা ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের আকার লাভ করিয়াছিল!

রাইমার ইহাও জানিতে পারিল যে, সেই মহার্ঘ্য জহরতের প্রতি কাহারও লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ লাক্ষাদ্বারা তাহা নিখুঁত ভাবে বার্ণিস করিয়াছিল। এই অপহৃত জহরত কাছে রাখিলে অচিরে তাহাদিগকে ধরা পড়িতে হইবে এই আশঙ্কায় তাহারা তাহা হস্তান্তরিত করিয়াছিল; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহারা এরূপ কৌশল অবলম্বন

করিয়াছিল যে, যে তাহা দেখিবে তাহারই ধারণা হইবে উহা অল্প মূল্যের লাক্ষারঞ্জিত ক্ষুদ্র পুতুল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। (nothing more than a little lacquered doll of no particular value) রাইমার ইহাও অনুমান করিল যে, দস্যুরা তাহা শিঙ্গাপুরে প্রেরণ করিবার পর শিঙ্গাপুর হইতে তাহা হং কংএ পাঠাইবার অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারায় অবশেষে মিসেস্ ফিল্ডিংএর ঘাড়ে চাপাইয়া হংকংএ পাঠাইয়াছিল মিসেস্ ফিল্ডিং তাহাদের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া তাহা লইয়া আসিয়াছেন, অবশেষে তস্করদলের অধিনায়ক তাহা মিসেস্ ফিল্ডিংএর নিকট হইতে উদ্ধারের জন্য চীনাম্যানটাকে তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রেরণ করিয়াছিল। ইয়ুরোপীয় পর্য্যটকগণের মধ্যে কাহারও নিকট সেই পুতুলটি থাকিলে তাহা নিরাপদে দেশান্তরে প্রেরিত হইবে—তস্করদলের অধিনায়কের এরূপ ধারণা তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক এবিষয়ে রাইমার নিঃসন্দেহ হইল। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কৌশলটি কাহার মস্তিষ্ক-প্রসূত ইহা জানিবার জন্য রাইমারেরও প্রবল আগ্রহ হইল।

কিন্তু চীনাম্যানটা সে কথা প্রকাশ করিতে সম্মত হইল না। কে তাহার মনিব, ও তাহাকে ঐ হোটেলে পাঠাইয়াছিল তাহা সে অধিকতর নির্য্যাতনের সম্ভাবনা সত্ত্বেও বলিতে চাহিল না। কারণ ঐ প্রকার নির্য্যাতনের আশঙ্কা অপেক্ষাও তাহার গুরুতর আশঙ্কার কারণ ছিল।

কিন্তু অবশেষে তাহাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইল। লি-টুন যখন কোন প্রকারেই তাহার মুখ হইতে কথাটা বাহির করিতে পারিল না, তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার ভৃত্যগণকে ইঙ্গিত করিল। প্রভুর আদেশ পাইয়া তাহারা পুনর্ব্বার তাহাকে জাঁতার নিকট লইয়া গিয়া চিত করিয়া ফেলিল এবং তাহার মস্তকটি জাঁতার উভয় চাকার ভিতর সংস্থাপিত করিল। তাহার পর তাহার কপালে পূর্ব্ববৎ চাপ পড়িতেই সে হতাশ ভাবে চিৎকার করিয়া বলিল, "আমাকে ছাড়, আমি আমার মনিবের নাম বলিতেছি।— আমার মনিব চীনের মুকুটহীন সম্রাট প্রিন্স আউ-লিং।"

পঞ্চম চাল

দেখা সাক্ষাৎ

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক হংকংএ আসিয়াছিলেন। স্বদেশ হইতে বহুদূরে প্রাচ্যের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে তাঁহার উপস্থিতি আকস্মিক ঘটনা নহে; সার গর্ডন স্যাডলার নামক একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ বহুদিন হইতে চীন দেশে বাস করিতেছিলেন। তিনি সুইপ-সি নাম গ্রহণ করিয়া আচার ব্যবহারেও চীনাম্যান হইয়া উঠিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি চীনাম্যানের পরিচ্ছদেরই পক্ষপাতী ছিলেন। হংকংএই তিনি গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দীর্ঘকাল হইতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ কার্য্যই রহস্যাবৃত ছিল; তথাপি তিনি সর্ব্বসাধারণের সম্মানের পাত্র ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা প্রতিপত্তিও অসাধারণ ছিল। কোন একটি কার্য্য সাধনের জন্য বৃদ্ধ সার গর্ডন স্যাডলার মিঃ ব্লেকের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে হংকংএ আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে মিঃ ব্লেক লণ্ডনে বৃটীশ ঔপনিবেশিক সচিবের সহিত পরামর্শ করিয়া হংকংএ উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং হংকংএর গভর্ণরকে তাঁহার উপস্থিতির কারণ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেককে যে কারণে হংকংএ আসিতে হইয়াছিল তাহার সহিত রাজনীতির প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না; কিন্তু চীনের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজের সম্বন্ধ থাক বা না থাক এই ব্যাপারের সহিত প্রাচ্যে ইংরাজের স্বার্থ বিজড়িত ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সার গর্ডন স্যাডলার চীনাম্যানদের নিকট সুইফ-সি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বহুকাল হং কংএ বাস করিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কার্য্যোপলক্ষে গোপনে লণ্ডনে গমন করিয়াছিলেন; লণ্ডন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সকল কার্য্যভার ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি জীবনের

অবশিষ্ট কাল বিশ্রাম-সুখ উপভোগের সঙ্কল্প করিলেও চীনের সহিত ইংরাজ সরকারের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকবার তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। মিঃ ব্লেককে কার্য্যোপলক্ষে বহুবার চীন দেশে আসিতে হইয়াছিল; সেই উপলক্ষে সার স্যাডলারের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, এবং ক্রমশঃ তাহা বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল।—কিন্তু তাঁহাদের সেই আত্মীয়তাকে বন্ধুত্ব বলিলে বোধ হয় সঙ্গত হইবে না; কারণ মিঃ ব্লেকের পিতা জীবিত থাকিলে সার স্যাডলারের সমবয়স্ক হইতেন! স্যাডলার বয়সে মিঃ ব্লেক অপেক্ষা প্রায় চল্লিশ বৎসরের বড় ছিলেন। একালে চল্লিশ বৎসর বয়সে অনেকে পৌত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং সার স্যাডলার ব্লেককে 'নাতি' বলিয়া সম্বোধন করিলে অসঙ্গত হইত না; বস্তুতঃ, তিনি ব্লেককে আন্তরিক স্নেহ করিতেন; তাঁহার অসাধারণ গুণের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানও করিতেন।

এই সময় মাঞ্চুরাজবংশের বংশধর এবং চীনের সর্ব্বজন সম্মানিত জননায়ক প্রিন্স আউলিং চীনপ্রবাসী পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গজাতি সমূহকে চীনসাম্রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায়, তাঁহার সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্যই ব্লেক সার স্যাড্‌লারের নিমন্ত্রণে হংকংএ আসিয়া হংকংএর শাসনকর্ত্তা সার হেনরী ম্যান্‌সফীল্ডের সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছিলেন। সার হেনরীর উপদেশ ভিন্ন মিঃ ব্লেক কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। মিঃ ব্লেক সার হেনরী ম্যান্‌সফীল্ডকে সকল কথা বলিলে সার হেনরী তাঁহাকে হংকং পুলিশের অধ্যক্ষ ক্লিলমকে সকল বিবরণ জানাইয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ক্লিলমের সহিত ব্লেকের ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় এক দিন তাঁহারা উভয়ে একত্র হংকং-ক্লাবে নৈশ-ভোজন শেষ করিয়া ক্লিলমের বাঙ্গলায় উপস্থিত হইলেন এবং সেই বাঙ্গলার বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

সেই সুপ্রশস্ত বারান্দায় বসিয়া তাঁহারা অদূরবর্ত্তী বন্দরের নৈশ দীপালোক সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছিলেন। তাঁহারা তখন প্রিন্স আউলিংএর

অনুষ্ঠিত কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। সেই সময় টেলিফোনের ঝনঝনি শুনিয়া জিলম হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মিঃ ব্লেককে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া টেলিফোনের সংবাদ শুনিতে চলিলেন।

অদূরবর্ত্তী একটি কামরায় উপস্থিত হইয়া জিলম যখন টেলিফোনে আলাপ করিতেছিলেন তখন মিঃ ব্লেক বারান্দায় বসিয়া তাঁহার কোন কোন কথা শুনিতে পাইলেও সকল কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, কারণ তিনি তখন বন্দরের দিকে চাহিয়া একখানি সুবৃহৎ জাহাজের আলোকরাশি দেখিতেছিলেন। সেই জাহাজখানি তখন ভিক্টোরিয়া-হেড্‌স্ অতিক্রম করিয়া বন্দরে আসিয়াছিল।

দুই তিন মিনিট পরে জিলম মিঃ ব্লেককে টেলিফোনের নিকট আহ্বান করিলে মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন টেলিফোনে কেহ তাঁহারই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। তিনি বিস্মিত ভাবে জিলমের নিকট উপস্থিত হইলে জিলম বলিলেন, "আপনার পরিচিত একটি লোক টেলিফোন আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার পরিচিত! কাহার কথা বলিতেছেন?"

জিলম বলিলেন, "ডিটেক্‌টিভ সার্জেন্ট সনিয়াটি।"

সনিয়াটি চীনাম্যান, ডিটেক্‌টিভ; বুদ্ধিমান, চতুর, বহুদর্শী ও কার্য্যদক্ষ। মিঃ ব্লেক পূর্ব্বে এদেশে আসিয়া সনিয়াটির সাহায্যে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন; সনিয়াটিও তাঁহাকে ওস্তাদ বলিয়া স্বীকার করিত। সনিয়াটি চীনাম্যান হইলেও ব্লেক তাহার পক্ষপাতী ছিলেন; বর্ণের বিভিন্নতা বশতঃ কোন দিন তাহাকে অবজ্ঞা করেন নাই। প্রকৃত গুণীর আদর সর্ব্বত্র; নতুবা আজ ভারতবাসী বৃটীশভারতের উচ্চতম বিচারালয়ের শ্রেষ্ঠতম বিচারকের পদে বা সরকারের প্রধান ব্যবস্থাপকের পদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। যাঁহারা কেবল বৈতলেরই জয় ঘোষণা করেন, তাঁহারা মনুষ্যের গুণগ্রাহিতার অসম্মান করেন।

সনিয়াটি মিঃ ব্লেকের সাহায্যেই ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্টের পদে উন্নীত হইয়া-

ছিল। তাহার নববিবাহিতা পত্নী টুইলাইট ফিদার নর্ত্তকী হইলেও সে স্বামীর যোগ্যপত্নী ছিল, মিঃ ব্লেক একবার তাহাকে একটি ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এজন্ত সে মিঃ ব্লেককে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত।

জিলম মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আপনি এখানে আছেন—এ সংবাদ সনিয়াটিকে জানাইয়াছি। আপনি তাহাকে কোন কথা বলিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আনন্দের সঙ্গে।"

মিঃ ব্লেক রিসিভারটি হাতে লইয়া বলিলেন, "হালো সনিয়াটি! তুমি ভাল আছ?"

সনিয়াটি হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "মাননীয় জিলমের কাছে জানিতে পারিলাম আমার মহানুভব অন্নদাতা কোন জরুরি কার্য্যে হংকংএ আসিয়াছেন। এ সময় হঠাৎ হুজুরের এখানে আসা হইবে—ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এই অধম ভৃত্য হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্মানিত হইবার প্রত্যাশা করিতে পারে কি?"

সনিয়াটির কথায় অনাবশ্যক বিনয়ের উচ্ছ্বাস দেখিয়া পাঠক পাঠিকা-গণের ধারণা হইতে পারে লোকটা অধম চাটুকার; কিন্তু এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। চীনাম্যানদের ভাষায় এইরূপ বিনয়ের বাহুল্য সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ বাগাড়ম্বরপূর্ণ পুষ্পিত ভাষা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে প্রচলিত আছে কি না তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

মিঃ ব্লেক সনিয়াটিকে বলিলেন, "হাঁ, তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত আমারও আগ্রহ আছে। কয়েক মিনিট পরেই আমি বাহিরে যাইব। তুমি এখন কোথায় আছ?"

সনিয়াটি বলিল, "আমি আফিস হইতে কথা বলিতেছি, কর্ত্তা! আমাকে এখন কোথায় যাইবার আদেশ হইয়াছে তাহা আপনি মাননীয় জিলমের নিকট বোধ হয় শুনিতে পাইয়াছেন। যদি হুজুর এখানে আসিয়া এই অধম ভৃত্যকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ করেন—তাহা হইলে দাসানুদাস কৃতার্থ হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর; আমি ইন্‌স্পেক্টর জিলমকে কথাটা জিজ্ঞাসা করি।"

ইন্‌স্পেক্টর জিলম মিঃ ব্লেকের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "সনিয়াটি আমাকে সংবাদ দিয়াছে যে, ওরিয়েণ্টাল হোটেলের অধ্যক্ষ একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে সেখানে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন; শুনিলাম সেখানে একজন চীনাম্যান চুরি করিবার উদ্দেশ্যে একটি ইয়ুরোপীয় মহিলা যাত্রীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উৎপীড়িত করিয়াছিল। আমি সনিয়াটিকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তদন্ত আরম্ভ করিতে আদেশ করিয়াছি। যদি প্রয়োজন হয়—তাহা হইলে কিছুকাল পরে আমিও যাইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সনিয়াটি আমাকে তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে; ইহাতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

জিলম বলিলেন, "না, কোন আপত্তি নাই; প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য আপনার কৌতূহল হইয়া থাকিলে আপনি অসঙ্কোচে তাহার সঙ্গে যাইতে পারেন"।

মিঃ ব্লেক টেলিফোনে বলিলেন, "শোন সনিয়াটি, ইন্‌স্পেক্টর জিলম আমাকে অনুমতি দিয়াছেন, আমি যাইতেছি। কোথায় তোমার দেখা পাইব বল।"

সনিয়াটি বলিল, "আপনি তান্‌জামে উঠিয়া হং-কং ক্লাবের নিকট নামিবেন, সেই স্থানে আমি হুজুরের প্রতীক্ষা করিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম, আমি দশ মিনিটের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হইব।"

মিঃ ব্লেক জিলমের নিকট বিদায় লইয়া তানজামে উঠিলেন। তিনি সেই তান্‌জামে যখন মাক্‌ডোনাল্ড রোড দিয়া হংকং-ক্লাবের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন—সেই সময় রাইমার চোর চীনাম্যানটাকে সঙ্গে লইয়া লি-টুনের বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। রাইমার তখন অন্যমনস্ক থাকায় মিঃ ব্লেককে দেখিতে পায় নাই; মিঃ ব্লেকও রাইমার বা চীনাদস্যুটাকে লক্ষ্য করেন নাই।

রাইমার মিঃ ব্লেককে মহাশত্রু মনে করিত। সে মিঃ ব্লেকের কাছে বহুবার অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল। সে যখন নূতন ষড়যন্ত্রের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহের দুরভিসন্ধিতে হংকংএ আসিয়াছিল সেই সময় মিঃ ব্লেককেও হংকংএ উপস্থিত দেখিলে তাহার আতঙ্কের সীমা থাকিত না; হয় ত সে ব্লেকের ভয়ে তাহার আরব্ধ কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়াই দেশান্তরে পলায়ন করিত।

মিঃ ব্লেক হং-কং ক্লাবের নিকট উপস্থিত হইয়া তানজাম হইতে নামিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই সনিয়াটি ব্যগ্রভাবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "আমি কাল তোমার সঙ্গে দেখা করিব—এইরূপই আমার ইচ্ছা ছিল। আমি কাল হং-কংএ আসিয়া নানা কার্য্যে ব্যস্ত আছি। কিন্তু ব্যাপার কি বল ত? ওরিয়েণ্টাল হোটেলে একটি ইয়ুরোপীয় মহিলা রাত্রিকালে একটা চীনাম্যান দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা! হংকংএ এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে কোনও দিন ঘটিয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না।"

সনিয়াটি বলিল, "হাঁ, হুজুর, ইহা অসাধারণ ঘটনাই বটে! আমি সরকারের চাকরী গ্রহণ করিবার পর এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড আর কখন ঘটিয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। ঐ যে আমার ট্যাক্সি আসিয়া পড়িয়াছে, আপনি দয়া করিয়া উহাতে উঠিয়া বসুন। আমরা শীঘ্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলে সনিয়াটি চালকের আসনের পাশে বসিয়া তাহাকে ওরিয়েণ্টাল হোটেলে যাইতে আদেশ করিল।

কয়েক মিনিট পরে তাঁহারা ওরিয়েণ্টাল হোটেলের বহির্দ্বারে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া হোটেলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা হোটেলের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সেই কক্ষটি তখন নির্জ্জন, একটা আলো মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। বারান্দার দীপগুলি নির্ব্বাপিত। মিঃ ব্লেক কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি অল্পবয়স্কা রমণীকে একখানি বেতের চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিলেন। তিনি চলিতে চলিতে একবার সেই যুবতীর মুখের দিকে

চাহিলেন ; কিন্তু আলোকের অল্পতাবশতঃ তাহার মুখ সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইলেন না।

তাঁহারা সেই কক্ষ হইতে আর একটি কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেন দ্বারের বাহিরে 'প্রাইভেট' শব্দটি কাষ্ঠফলকে খোদিত ছিল।

মিঃ ব্লেক রুদ্ধদ্বারে অঙ্গুলির আঘাত করিলে ভিতর হইতে একজন তাঁহাকে সেই কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দিল। তখন ব্লেক হাতল ঘুরাইয়া দ্বার ঠেলিলেন, এবং সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া যাহাকে দেখিলেন, সেই ব্যক্তি হোটেলের সহকারী অধ্যক্ষ হ্যান্‌কক্।

হ্যান্‌কক্ মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে পূর্ব্বে কখন ব্লেককে দেখে নাই, এবং হংকং পুলিশে তাহার অপরিচিত কোন ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারী ছিল কি না ইহাও সে জানিত না। সে মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে সনিয়াটিকে দেখিয়া বলিল, "সার্জেণ্ট, তুমি আসিয়াছ দেখিয়া খুসী হইলাম কিন্তু এই ভদ্রলোকটি কি তোমাদের—"

সনিয়াটি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "উনি ? উনি আমার মুরুব্বি বিখ্যাত লোক! উঁহাকে চেনেন না বুঝি ? উনি সর্ব্ব প্রধান ইংরাজ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক। মাননীয় জিলমের উনি পরম বন্ধু, তাঁহার অনুরোধেই উনি এখানে আসিয়াছেন।"

হ্যানকক্ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি সুবিখ্যাত বৃটীশ ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেক ! হাঁ, অনেক মাসিক কাগজে আপনার ফটো দেখিয়াছি ; সেই চেহারাই বটে ! এবার আপনাকে চিনিয়াছি। আজ রাত্রে এই হোটেলে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে—তাহারই তদন্ত উপলক্ষে কি আপনার এখানে আগমন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ডিটেক্‌টিভ সার্জেণ্ট সনিয়াটি যে সময় এখানকার দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টর জিলমকে টেলিফোন করিতেছিল—সেই সময় আমি ইন্‌স্পেক্টরের বাঙ্গলাতে উপস্থিত ছিলাম। তাহার পর আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন আমি সনিয়াটির

সহিত এখানে আসিলে তিনি সুখী হইবেন, এই জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি।"

হ্যান্‌কক্ বলিল, "এখানে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে—তাহার বিবরণ শুনিয়াছেন কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি টেলিফোনে সার্জেণ্ট সনিয়াটিকে যে সকল কথা জানাইয়াছেন তাহা সমস্তই শুনিয়াছি।"

হ্যানকক্ বলিল, "দুর্ঘটনার সংবাদ আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা সমস্তই আপনাকে বলিতেছি শুনুন।"

হ্যানকক্ মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর নিকট যাহা শুনিতে পাইয়াছিল, তাহা সমস্তই মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। মিঃ ব্লেক স্তব্ধভাবে সকল কথাই শুনিলেন; সনিয়াটিও তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। হ্যান্‌কক্ তাড়াতাড়ি সকল কথা শেষ করিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ রাত্রেই মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর সহিত সাক্ষাতের সুযোগ হইবে কি ? তিনি হয় ত এখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই।"

হ্যান্‌কক্ বলিল, "যদি তিনি না ঘুমাইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনার সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহারই অনুরোধে আমি পুলিশে টেলিফোন করিয়াছিলাম। হোটেলে এরকম কাণ্ড ঘটিলে হোটেলের সুনাম নষ্ট হয়, পসারও কমিয়া যায়; এইজন্য এই দুর্ঘটনার কথা লইয়া বাহিরে আন্দোলন আলোচনা না হওয়াই আমি প্রার্থনীয় মনে করিয়াছিলাম। সুতরাং আমাকে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই পুলিশে সংবাদ দিতে হইয়াছিল, ইহা আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। একটা বাটপাড় চীনাম্যান এরকম উচ্চশ্রেণীর হোটেলের কামরায় প্রবেশ করিয়া একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার অঙ্গস্পর্শ করিতে সাহস করিল! এরূপ লোমহর্ষণ ঘটনার কথা আর কখন শুনি নাই—মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন; লোমহর্ষণ কাণ্ডই

বটে, তবে ঘটনাটা আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না। এসকল আলোচনা পরে করিলেও ক্ষতি নাই। সার্জেণ্ট সনিয়াটির মত থাকিলে আমরা মিসেস ফিল্ডিংএর সঙ্গে এখনই দেখা করিতে যাইতে পারি।”

হ্যান্‌কক্ বলিল, “আমার বিশ্বাস, মিস্ বটারফীল্ড এখনও বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে মিসেস্ ফিল্ডিংএর কামরায় গিয়া আপনাদের আগমনের সংবাদ জানাইতে অনুরোধ করিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মিস বটারফিল্ড! সেই মেয়েটি কে? আপনি তাহার পরিচয় জানেন কি?”

হ্যান্‌কক্ বলিল, “তিনি অধ্যাপক বটারফীল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী; অধ্যাপক বটারফীল্ড এই যাত্রীদলের অধিনায়ক বা পরিচালক। তিনিই সকলকে জুটাইয়া লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।”

মিঃ ব্লেক হ্যান্‌ককের কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন, সনিয়াটি তাঁহার চোখ মুখের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিল তাঁহার মন কৌতূহলে পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু হ্যান্‌কক্ তাঁহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না (noticed no change of his demeanour.)

মিঃ ব্লেক মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিয়া সহজ স্বরে বলিলেন, “অধ্যাপক বটারফীল্ড! এনড্রু বটারফীল্ড কি?”

হ্যান্‌কক্ বলিল, “আমার বিশ্বাস—ইহাই তাঁহার নাম। আপনি তাঁহাকে জানেন কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, আমি তাঁহাকে জানি না; তবে নামটা আমার অপরিচিত নহে। কিন্তু আপনি যে যাত্রীদলের কথা বলিলেন—ঐ দলে কতগুলি লোক আছে? তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে? তাহাদের সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?”

হ্যান্‌কক্ বলিল, “আজই তাঁহারা শিঙ্গাপুর হইতে আসিয়াছেন। এই দলের মহিলা ও পুরুষেরা সংখ্যায় দশ বারজন। শুনিয়াছি উঁহারা পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, অধ্যাপক বটারফীল্ডের তত্ত্বাবধানে ?"

হ্যান্‌কক্ বলিল, "এইরূপই আমার বিশ্বাস।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই দলের যে লোকগুলি ভূ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছে তাহাদের নামের তালিকাটি দেখিবার জন্ত আমার আগ্রহ হইয়াছে; আশা করি তাহা দেখাইতে আপনার আপত্তি হইবে না। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর সঙ্গে দেখা করাই কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। আপনি মিস্ কি নাম বলিলেন—বটারফীল্ড ?—মিস্ বটারফীল্ডকে আপনি মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন কি ?"

মিঃ ব্লেক হ্যান্‌ককের সহিত হোটেলের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া সেখানে মিস্ বটারফীল্ড ভিন্ন দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; সে তখনও সেখানে একাকী বসিয়া ছিল। এই যুবতীর নাম মেরী ট্রেন্ট, কিন্তু দলের সকলের নিকট সে মিস্ বটারফীল্ড নামেই পরিচিত ছিল। সেই কক্ষের এক প্রান্তে একটা বাতি মিট্‌-মিট্‌ করিতেছিল; সেই মৃদু আলোকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিল।

মিঃ ব্লেক যে সময় হ্যান্‌ককের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, রাইমার সেই সময় হোটেলে প্রত্যাগমন করিলে মিস্ বটারফীল্ডের দুশ্চিন্তার লাঘব হইত। সে সেই কক্ষে একাকিনী বসিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে রাইমারেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল; কিন্তু রাইমার তখন পর্য্যন্ত হোটেলে প্রত্যাগমন না করায় সে ছট্‌-ফট্‌ করিতেছিল। রাইমার যাহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল তাহার নাম সে জানিত বটে, কিন্তু তাহার ঠিকানা জানিত না; তাহার ঠিকানা জানা থাকিলে মিস্ বটারফীল্ড স্বয়ং সেখানে যাইত, এবং রাইমারের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে সতর্ক করিত; কিন্তু তাহার সেরূপ সুযোগ হইল না। সে বুঝিল মিঃ ব্লেক তাহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন—তাহাকে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। রাইমার না আসা পর্য্যন্ত মিঃ ব্লেককে বাজে কথায় ভুলাইয়া রাখিবার জন্ত সে প্রস্তুত হইল। কথার ছলে মিঃ ব্লেককে প্রতারিত করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা সে

জানিত। অধ্যাপক বটারফীল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী সাজিয়া তাহাকে বিপন্ন হইতে হইবে—ইহা সে পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারে নাই।

মিঃ ব্লেক সঙ্গীদ্বয় সহ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে সে মাথা তুলিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

হ্যানকক তাহাকে নীরব দেখিয়া বিনীত স্বরে বলিল, "মিস্ বটারফীল্ড, আপনাকে এখানে উপস্থিত দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। এই চীনাম্যানটি স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারী এবং এই ভদ্রলোকটির সহিত আপনার পরিচয় না থাকিলেও দেশে থাকিতে উঁহার নাম, আশা করি, আপনি শুনিয়াছেন। উনি লণ্ডনের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক। উঁহার নাম শুনেন নাই—এরূপ নরনারী ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজে অতি অল্পই আছেন। উনি কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন। এই হোটেলের দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া উনি আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন—এরূপ আশা দিয়াছেন। উনি সকল কথাই শুনিয়াছেন। এ সংবাদ শুনিয়া আশা করি আপনি আনন্দ লাভ করিবেন।"

আনন্দ লাভ?—কিন্তু তাহার মানসিক দুশ্চিন্তা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। সেই কক্ষের মৃদু আলোকে সে মিঃ ব্লেকের চক্ষুর দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার চক্ষুতে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রতিফলিত হইল না। মিঃ ব্লেক তাহাকে অভিবাদনের ভঙ্গিতে বাতাসে মাথা ঠুকিলেন।

মিস্ বটারফীল্ড ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মিসেস্ ফিল্‌ডিং জাগিয়া আছেন কি না দেখিতেছি।"

মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া তাহাকে মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "আশা করি আপনার কাকা অধ্যাপক বটারফীল্ড শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে যোগদান করিবেন।"

মেরী ট্রেণ্ট বলিল, "হাঁ, তিনি আসিবামাত্র আপনাদের সঙ্গে দেখা করিবেন, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কোন জরুরি কাযে সন্ধ্যার পর বাহিরে গিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত ফিরিতে পারিলেন না! তবে

আমার বিশ্বাস, তিনি হোটেলে ফিরিয়া আপনাকে দেখিতে পাইলে ভয়ঙ্কর আনন্দ লাভ করিবেন।"

আনন্দটা ভয়ঙ্করই বটে!

মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন; এক এক সময় তাঁহার মুখে এরূপ হাসি ফুটিত, যে হাসি দেখিলে খড়্গের ধারের কথা মনে পড়িত! এ হাসিও সেইরূপ। মেরী আর সেখানে না দাঁড়াইয়া ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় বেগে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। মিঃ ব্লেক তাহার দিকে না চাহিয়া অধ্যাপক এনড্রু বটারফীল্ডের কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।—এই অধ্যাপকই যে ছদ্মবেশী ও ছদ্মনামধারী রাইমার, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। কারণ রাইমার এই নামে বিদেশে অনেকবার নিজের পরিচয় দিয়াছিল; কিন্তু সে কোন দিন সন্দেহ করে নাই যে, মিঃ ব্লেক হঠাৎ হংকংএ আসিয়া তাহার নাম রহস্য জানিতে পারিবেন।

মিঃ ব্লেক ভাবিতে লাগিলেন, "রাইমার বটারফীল্ডের ছদ্মনামে নানা উপলক্ষে নানা দেশে ভ্রমণ করে,কিন্তু এবার সে কি উপলক্ষে হংকংএ আসিয়াছে, তাহা জানিতে না পারিলে আমার মন স্থির হইবে না। কোন সামান্য কারণে সে তাহার মূল্যবান সময় এভাবে নষ্ট করিবে না। সম্ভবতঃ সে অন্যান্য বারের মত এবারও দাঁও মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। হাঁ, বোধ হয় খুব বড় দাঁওই মারিবে। কিন্তু কয়েক জন ভ্রমণকারীর 'পাণ্ডা' হইয়া সে কিরূপ দাঁও জুটাইতে পারিবে? মিসেস্ ফিল্ডিংকে যে চীনাম্যান বাটপাড়টা আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে রাইমারের কোন ষড়যন্ত্র ছিল কি না ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; এ কি ব্যাপার তাহা শুনিবার পূর্ব্বে ইহা অনুমান করা অসাধ্য।—যাত্রীগুলির নাম পরীক্ষা করিতেই হইবে; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মিসেস্ ফিল্ডিংএর কথাগুলি শুনিয়া আসি।"

মেরী ট্রেন্ট দোতালার প্রকাণ্ড সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইল। মিঃ ব্লেক তখন হোটেলের সহকারী অধ্যক্ষকে বলিলেন, "চোরটা কিছু হস্তগত করিতে পারিয়াছে কি মিঃ হ্যান্‌কক?"

হ্যান্‌কক্‌ বলিল, "শুনিয়াছি সে কিছুই লইতে পারে নাই। মিসেস্‌ ফিল্‌ডিং শয়নের পূর্ব্বে প্রসাধনের টেবিলে তাঁহার কয়েকখানি হীরকালঙ্কার খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। মিস্‌ ফিল্‌ডিং চোর পলাইলে টেবিল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন একখানি অলঙ্কারও অপহৃত হয় নাই! কিন্তু আমি মিসেস্‌ ফিল্‌ডিংকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার নিকট কোন কথা জানিতে পারি নাই; তিনি তখন আড়ষ্ট, যেন কতকটা মোহাচ্ছন্ন; বিড়-বিড় করিয়া কি যে বলিলেন—বুঝিতে পারিলাম না! আমি তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া পুলিশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি ভালই করিয়াছিলেন; বুদ্ধির স্থিরতা না থাকিলে স্ত্রীলোকের নিকট সদুত্তরের আশা করা যায় না।"

কয়েক মিনিট পরে মেরী ট্রেণ্ট মিসেস ফিল্‌ডিংএর শয়ন-কক্ষের বাহিরে আসিল। সে মিস্‌ ডোরথি ফিল্‌ডিংকে সঙ্গে লইয়া আসিল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন মেরী ট্রেণ্ট মিঃ ব্লেকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভয়েই তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছিল; ভাবিয়াছিল,যাহা বলিতে হয়—ডোরথিই বলিবে। মেরী কি ভাবে রাইমারকে সাহায্য করিতেছিল তাহাও তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। তবে রাইমার কোন কৌশলে কার্য্যসিদ্ধির জন্য মেরীর 'কাকা' সাজিয়া বসিয়াছিল ও তাহাকে সঙ্গে রাখিয়াছিল এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না।

ডোরথি মিঃ ব্লেককে জানাইল তাহার মা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত আছেন। মিঃ ব্লেক তদন্ত-ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন শুনিয়া মিসেস্‌ ফিল্‌ডিং আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কারণ তিনি লণ্ডনে থাকিতে মিঃ ব্লেকের শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা ডোরথির সম্মতিক্রমে মিসেস্‌ ফিল্‌ডিংএর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেককে দেখিয়া মিসেস্‌ ফিল্‌ডিং তাঁহার সঙ্গীদের আমোল দিলেন না, এমন কি, হোটেলের কর্ত্তাটির দিকেও তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না। সার্জেণ্ট সনিয়াটির মুখের দিকে তিনি একবার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সনিয়াটি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একটু দূরে

সরিয়া গেল।—একটা চীনাম্যান তাঁহাকে খুন করিতে আসিয়াছিল, আবার আর একটা চীনাম্যান তাঁহার সম্মুখে?—অসহ্য ধৃষ্টতা!

মিঃ ব্লেক মিসেস্ ফিল্ডিংএর বক্তব্য বিষয়গুলি শুনিয়া লইলেন। তিনি তখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি যতক্ষণ কথা বলিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত মিঃ ব্লেক একটি শব্দও উচ্চারণ করিলেন না। তিনি নিস্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিয়া, মিসেস্ ফিল্ডিং নীরব হইলে তাঁহাকে বলিলেন, "চোরটা কিছু লইয়া যাইতে পারিয়াছে কি মিসেস্ ফিল্ডিং? মিস্ ফিল্ডিং আপনার টেবিল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কোন অলঙ্কার খোয়া যায় নাই এই রূপই শুনিতে পাইলাম। আপনার লগেজগুলি হইতে কোন জিনিস খোয়া যায় নাই ত?"

ডোরথি বলিল, "হাঁ, সে লগেজগুলাও খুলিয়া দেখিয়াছিল; কিন্তু কিছুই লইয়া যায় নাই। যে অলঙ্কারগুলাই স্পর্শ করে নাই, সে লগেজ হইতে আর কি চুরি করিবে? তবে কেন যে সে লগেজগুলা খুলিয়া হাতড়াইয়াছিল-তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

মিসেস্ ফিল্ডিং বলিলেন, "কিন্তু আমি তাহা জানি ডোরথি! আমি শিঙ্গাপুরে যে গালার বার্নিশ-করা পুতুলটি কিনিয়াছিলাম, সেইটিই সে চুরি করিতে আসিয়াছিল।"

ডোরথি তাহার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "সেই তুচ্ছ গালার পুতুলটা? কৈ, তুমি ত পূর্ব্বে আমাকে এ কথা বল নাই! তুমি এখনও ভুল করিতেছ মা! সে সামান্য একটা পুতুল চুরি করিতে তোমার ঘরে ঢুকিয়াছিল? কি যে বল!"

মিসেস্ ফিল্ডিং বলিলেন, "না, ও কথা পূর্ব্বে তোমাকে বলি নাই; বলিবার সুযোগ পাই নাই। উঃ, গলাটা এখনও টন্-টন্ করিতেছে। সেই চোরটা আমার ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিল, আর কোন্ জিনিসে তাহার লোভ—তাহা আমি জানিতে পারি নাই? সে আমার গলা টিপিয়া ধরিয়া সেই পুতুলটা খুঁজিতে লাগিল; আমাকে বলিল, তাহা তাহাকে না দিলে সে গলা টিপিয়া

আমাকে মারিয়া ফেলিবে। হীরা জহরতের দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না, অন্য কোন জিনিসেও সে লোভ করিল না; তাহার লক্ষ্য—কালো গালা দিয়া বার্ণিশকরা সেই তুচ্ছ পুতুলটা!"

মিঃ ব্লেক নির্ব্বাক ভাবে মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর কথা শুনিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন মায়ের সঙ্গে মেয়ের যে সকল কথা চলিতেছিল—তাহা শুনিয়াই বিষয়টা তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন; তিনি মিসেস্ ফিল্‌ডিংকে জেরা করিয়া তাহা অপেক্ষা সন্তোষজনক উত্তর পাইবেন না। কিন্তু কালো গালা দিয়া বার্ণিস করা পুতুলটা কোথা হইতে আসিল, এবং হীরা জহরত উপেক্ষা করিয়া চোরটা তাহাই হস্তগত করিবার জন্য কেন ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; এই রহস্য-ভেদের জন্যই তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইল। চোরটা যে জিনিস হস্তগত করিবার জন্য মিসেস্ ফিল্‌ডিংকে আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, ডোরথি তাহা তুচ্ছ জিনিস বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিল, ইহারই বা কারণ কি?

ডোরথি তাহার মাকে বলিল, "সেই পুতুলটা হাতে পাইলেই সেই চোরটা যখন তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত, তখন তাহা তাহাকে দেওয়াই উচিত ছিল মা!"

ডোরথির কথা শুনিয়া মেরী ট্রেণ্টও যে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল, এবং সে তাহার কোনও কথা বুঝিতে পারে নাই—ইহাও মিঃ ব্লেক মেরীর মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন।

মিসেস্ ফিল্‌ডিং কন্যার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি যে পাগলের মত কথা বলিতেছ ডোরথি! আমি ইচ্ছা করিলেই কি পুতুলটা তাহাকে দিতে পারিতাম? পুতুলটা যে তুমিই লইয়া গিয়াছিলে, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই। আমি তাহাকে বলিতে পারিতাম বটে যে, পুতুলটা তোমার কাছে আছে; কিন্তু সে কথা বলিতে আমার সাহস হয় নাই। তুমি বলিতে পার আমার সাহস অল্প; কিন্তু সে কথা মিথ্যা নয়। পুতুলটা তোমার কাছে আছে শুনিলে সে আমাকে ছাড়িয়া তোমার ঘরে গিয়া তোমাকেই আক্রমণ করিত,

হয় ত গলা টিপিয়া তোমাকে মারিয়া ফেলিত। এ অবস্থায় আমি কি করিয়া বলি, পুতুলটা তোমার কাছে আছে? কিন্তু আমাকে বেশী কথা বলিতে হয় নাই; সেই চোরটা কি একটা জিনিস দিয়া আমার নাক ও মুখ চাপিয়া ধরিল, তাহার পর কি হইল—আমার স্মরণ নাই।"

ডোরথি মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমার মা যে পুতুলটার কথা বলিলেন তাহা তিনি শিঙ্গাপুর হইতে কিনিয়া আনিয়াছিলেন। সেই চোরটা এত মূল্যবান অলঙ্কার থাকিতে সেই তুচ্ছ জিনিসটা লইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিল কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না! সেই পুতুলটার মূল্য অতি অল্প; নিতান্ত অকেজো জিনিস। তাহা দেখিলে ছোট ছেলে মেয়েদের লোভ হইতে পারিত; কিন্তু চোরের লোভ হইবার কোন কারণ নাই। মায়ের প্রসাধনের টেবিলে যে সকল অলঙ্কার ছিল, তাহাদের যে কোন খানের মূল্য সেই পুতুল-টার মূল্যের শতগুণ অপেক্ষাও অধিক! মায়ের খাটের ছত্রীতে যে হ্যাণ্ড-ব্যাগটা ঝুলিতেছে, উহার ভিতর টাকা আছে; তাহারও পরিমাণ অল্প নহে। চোর ঐ ব্যাগটাও লইয়া যায় নাই, বোধ হয় উহা স্পর্শও করে নাই।"

মিসেস্ ফিল্‌ডিং বলিলেন, "না। সেই পুতুল ভিন্ন অন্য কোন সামগ্রীর জন্য সে লোভ প্রকাশ করে নাই। আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

মিঃ ব্লেক ডোরথিকে বলিলেন, "তোমার মা বলিলেন—সেই পুতুলটি তুমিই লইয়া গিয়াছ। তাহা কোথায় রাখিয়াছ?"

ডোরথি বলিল, "পুতুলটা আমার কাছেই আছে।—না, আমার সঙ্গে নাই, আমার শয়ন-কক্ষে আছে। মা সেই পুতুলটা এক গাছা সরু সোনার তারে বাঁধিয়া কবচের মত গলায় পরিয়াছিলেন। পুতুলটা গলায় পরিলে সৌভাগ্য লাভ হইবে—এইরূপ উঁহার ধারণা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা গলায় ঝুলাইয়া উনি বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। হাতীর গলার ঘণ্টার মত একটা পুতুল দিবারাত্রি গলায় ঝুলিলে কি স্বস্তি পাওয়া যায়?—আমি বলিলাম 'তোমার আর সৌভাগ্যের দরকার নাই—ওটা তুমি খুলিয়া ফেল মা!' অনেক কষ্টে মাকে রাজি করাইলাম; উনি সেই তার সমেত পুতুলটা গলা হইতে খুলিয়া

আমার হাতে দিলেন।—শিঙ্গাপুরের যে চীনাম্যান দোকানদারটা মায়ের কুসংস্কারের বহর বুঝিয়া সেই পুতুলটা উঁহাকে গতাইয়াছিল, সে উঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল পুতুলটা কবচের মত কণ্ঠে ধারণ করিলে সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না! ভাগ্যে চোরটা উঁহার গলা খুঁজিয়া তাহা হাতে পায় নাই! যদি পাইত, তাহা হইলে মা-আমার সৌভাগ্যের তোড়ে এতক্ষণ স্বর্গে পৌঁছিতে পারিতেন! এ কি সামান্য সৌভাগ্যের বিষয়? যাহা হউক, আমি কার সমেত সেই পুতুলটা আমার কামরায় লইয়া গিয়া হাত-ব্যাগের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক আগ্রহ ভরে বলিলেন, "পুতুলটা এখানে আনিয়া আমাকে দেখাইতে পার? চোর মহামূল্য হীরা জহরত ফেলিয়া যে পুতুল চুরির জন্য ব্যাকুল হয়—সে কিরূপ পুতুল দেখিতে ইচ্ছা হয়।"

ডোরথি বলিল, "আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে আমার কোন আপত্তি নাই; আমি উহা এখনই এখানে আনিয়া আপনাকে দেখাইতেছি।"

ডোরথি তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল; সুদৃশ্য হাত-ব্যাগ লইয়া মুহূর্ত্ত পরেই সে সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন, তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু বিস্ফারিত!

মিঃ ব্লেক তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু ডোরথিকে বলিলেন, "আনিয়াছ?"

ডোরথি গালে হাত দিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আর আনিয়াছি! ব্যাগ খুলিয়া দেখি—পুতুলটা ব্যাগের ভিতর নাই! আমার কামরা হইতে কে তাহা চুরি করিয়াছে? অদ্ভুত ব্যাপার!"

ষষ্ঠ চাল

শাঁখের করাত

রাইমার আর বিলম্ব না করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরিয়া আসিল। চোরটা তখন তাহার হাতছাড়া হইয়াছিল, সে আর তাহাকে হাতে পাইল না; পথে আসিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এক জোড়া পাখী ঝোপে থাকার চেয়ে একটা পাখী হাতে থাকায় লাভ আছে।" (a bird in the hand is worth two in the bush.)

সে মুক্তিপণ আদায় করিয়া যে ভাবে অর্থোপার্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিল সেই সঙ্কল্প সে ত্যাগ করিল না; তবে অন্য দিক দিয়া যে বিপুল অর্থলাভের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল—তাহাতে তাহাকে বঞ্চিত হইতে না হয়—সে দিকেও লক্ষ্য রাখিবার জন্য তাহার আগ্রহ প্রবল হইল। 'গাছেরও পাড়িব, তলারও কুড়াইব'—এইরূপ স্থির করিয়া হোটেলে ফিরিতে সে বিলম্ব করিল না।

রাইমার অসাধারণ চতুর, তাহার মত চালবাজ খেলোয়াড় পৃথিবীর সকল দেশেই বিরল। সে যাহাদিগকে জোঁকের মত শোষণের সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহাদিগকে চীনের সমুদ্রকূলে ভুলাইয়া আনিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় ও সময় নষ্ট করিয়াছিল; কিন্তু সে জন্য তাহার আক্ষেপের কারণ ছিল না। সে স্থির করিয়াছিল সি-টুন ও বোম্বেটে দলপতি য়েন-উইএর সাহায্যে তাহার সঙ্গীদের যে জালে আবদ্ধ করিবে—সেই জাল হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাহাদিগকে বহুগুণ অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। মুক্তিপণ না দিয়া তাহারা উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে না—এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল।

কিন্তু 'ভগবান বুদ্ধ' নামক জহরতখানি তাহার মুঠার ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইবে—ইহাতে সে বাধা দান করিবেই। তাহার মূল্য যে লক্ষাধিক

পাউণ্ড এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই অর্থ তাহার সঙ্গীদের মুক্তিপণ অপেক্ষা অনেক অধিক—ইহাও সে বুঝিতে পারিয়াছিল। রাইমার সেই মহামূল্য হীরকের ইতিহাস জানিত; দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসনের ন্যায় তাহা ভারত হইতেই বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল—এ সংবাদও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। সে শুনিয়াছিল সেই হীরক মান্দালয় নগরে ভগবান বুদ্ধের প্যাগোডার অভ্যন্তরে সযত্নে সংরক্ষিত আছে—সুতরাং তাহার প্রতি লোভ করিয়া কোন ফল নাই; কিন্তু তাহা দস্যু কর্তৃক অপসারিত হইয়াছে এবং ঘটনাক্রমে হংকংএর ওরিয়েণ্টাল হোটেলে আনীত হইয়াছে, এই সংবাদ জানিতে পারায় তাহার আশা হইয়াছিল—যে উপায়েই হউক তাহা তাহার হাতে আসিবেই। চোরটা যখন উহা হস্তগত করিতে পারে নাই—তখন তাহা সেই হোটেলেই আছে; সুতরাং তাহা সংগ্রহ করা তাহার অসাধ্য হইবে না।

ব্রহ্মের মান্দালয় নগরস্থ প্যাগোডা হইতে কিরূপে তাহা চুরি হইয়াছিল তাহা সে জানিতে পারে নাই; কিন্তু চীনের সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রীয় সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোন কৌশলে তাহা মান্দালয় হইতে শিঙ্গাপুরে আনাইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই কোন গুপ্তচর তাহা চীন দেশে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু উপযুক্ত সুযোগের অভাবে তাহা শিঙ্গাপুর হইতে চীন দেশে প্রেরিত হয় নাই। অবশেষে কি কৌশলে তাহা শিঙ্গাপুর হইতে হংকংএ প্রেরিত হইয়াছিল—তাহা রাইমার পূর্ব্বে জানিতে না পারিলেও চোরের জবাব শুনিয়া সকল ঘটনাই তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল।

এ অবস্থায় আউ-লিং কি করিবেন তাহাও জানিবার উপায় ছিল না। তাঁহার দূত রাইমারের হাতে ধরা পড়িয়া লি-টুনের গৃহে নির্য্যাতন ভোগ করিতেছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার অগণ্য ভৃত্যের মধ্যে একজনের জীবন বিপন্ন হইয়াছে, বা তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, বা সেই মহামূল্য হীরক বিদেশিনীর কবল হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন না—রাইমার ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। লি-টুন স্থির করিয়াছিল

আউ-লিংএর ভৃত্য সেই চোর চীনাম্যানটা তাহার ব্যর্থ চেষ্টার সংবাদ পাঠাইয়া তাহার মনিবকে সতর্ক করিতে না পারে তাহার যথাযোগ্য উপায় সে অবলম্বন করিবে।

কিন্তু রাইমার আউ-লিংএর কথা শুনিয়া ভীত বা নিরুৎসাহ হয় নাই। আউ-লিংএর কোন অনুচর পুতুলটা হস্তগত করিবার পূর্ব্বে যদি সে তাহা মিসেস্ ফিল্‌ডিং নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারে তাহা হইলে আউ-লিং কোন উপায়েই তাহা আত্মসাৎ করিতে পারিবেন না—ইহা বুঝিতে পারিয়া সে মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর নিকট হইতে তাহা হস্তগত করিবার জন্য তাড়াতাড়ি হোটেলে প্রত্যাগমন করিতেছিল। সে বুঝিয়াছিল, যদি সে আর এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করে, তাহা হইলে তাহার পর তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। সে হোটেলে প্রবেশ করিয়াই মিস্ ডোরথি ফিল্‌ডিংকে তাহার হাত-ব্যাগটা লইয়া তাহার মায়ের কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিল। সে যখন হোটেলে অনুপস্থিত ছিল, সেই সময় কোন একটা গোলমাল ঘটিয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারিল। চীনাম্যানটা পলায়নের পর মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর আর্ত্তনাদে কিরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহাও সে কতকটা অনুমান করিতে পারিল।

রাইমার জানিত, তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার প্রতিনিধিস্থানীয় মেরী ট্রেণ্ট যথাসম্ভব ধীর ভাবে সকল দিক সামলাইয়া লইতে পারিবে। সে কোন না কোন কৌশলে ইঙ্গিতে তাহাকে সকল কথা জানাইবে এই আশায় রাইমার প্রথমে তাহার সহায়তা লাভের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করাই কর্ত্তব্য মনে করিল।

রাইমার নিঃশব্দে ডোরথির অনুসরণ করিয়া মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর কামরার বাহিরে দাঁড়াইল। সেই সময় সে বারান্দা হইতে মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর শয়ন-কক্ষের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই কক্ষে তখন কে কে ছিল তাহা দেখিয়া লইল। কিন্তু বারন্দায় কোন আলো না থাকায় সেই কক্ষের কোন লোক তাহাকে দেখিতে পাইল না। সেই কক্ষে মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর শয্যার অদূরে

মিঃ ব্লেককে দণ্ডায়মান দেখিয়া রাইমার স্তম্ভিত হইল। নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

তাহার মহাশত্রু রবার্ট ব্লেক লণ্ডনের বহুদূরবর্ত্তী হংকংএর ওরিয়েণ্টাল হোটেলে মিসেস্ ফিল্ডিংএর শয়ন-কক্ষে দণ্ডায়মান! প্রথমে ইহা অসম্ভব বলিয়াই তাহার ধারণা হইল; কিন্তু মিঃ ব্লেকের চিরপরিচিত মূর্ত্তি সে কি চিনিতে পারে নাই? সে কি তবে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে?

রাইমার মনে মনে বলিল, "গোয়েন্দা ব্লেক হংকংএর ওরেয়েণ্টাল হোটেলে!—কিন্তু ইহা ত স্বপ্ন নহে, দৃষ্টিবিভ্রমও নহে। যে সময় তাহার লণ্ডনে বেকার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকিবার কথা, সেই সময় সে হংকংএর ওরিয়েণ্টাল হোটেলে উপস্থিত!—ইহার কি কারণ থাকিতে পারে?"—সে কতকগুলি নর নারীকে সঙ্গে আনিয়া, চীন ভ্রমণোপলক্ষে তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়া একটা প্রকাণ্ড দাঁও মারিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। রাইমার ভাবিল, সে তাহার সঙ্গীদের নিকট হইতে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য যে ফন্দী করিয়াছিল, মিঃ ব্লেক কি কোন উপায় তাহা জানিতে পারিয়া তাহার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে হংকংএ আসিয়াছে?—কিন্তু তাহার গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সংবাদ মিঃ ব্লেক কিরূপে জানিতে পারিবে?—সে তাহার সঙ্কল্পের কথা মেরী ট্রেণ্ট ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই; তবে কি মেরী ট্রেণ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া—না, তাহা অসম্ভব বলিয়াই রাইমারের ধারণা হইল।

যাহা হউক, রাইমারকে যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিতে হইল। যখন চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সতর্ক ভাবে তাহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, যখন আর একটা নূতন লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া সেদিকেও চেষ্টা করিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে, ঠিক সেই সময়ে তাহার প্রধান শত্রুকে সহসা সেখানে উপস্থিত দেখিয়া তাহার মন এতই দমিয়া গেল যে, সে কিরূপে সকল দিক সামলাইবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। ইহার উপর আর একটি বিষয় সম্বন্ধে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াও সে সেই দুর্ব্বোধ্য সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিল না। মিঃ ব্লেক জানিতে পারিয়াছিলেন

চীনাম্যান চোরটা একটা কালো বার্ণিশ-করা পুতুল চুরি করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সেই পুতুলটি যে একখানি মহার্ঘ হীরা, ইহা কি তিনি জানিতে পারিয়াছেন?—মিঃ ব্লেকের মনের ভাব বুঝিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ হইল। সে ছদ্মবেশে হংকংএ আসিয়াছিল, মিঃ ব্লেক তাহার সেই নিখুঁত ছদ্মবেশে তাহাকে চিনিতে পারিবেন না বলিয়াই তাহার ধারণা হইল; আর চিনিতে পারিলেই বা ক্ষতি কি? সে ত ফৌজদারীর আসামী নহে।—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখীন হওয়ায় তাহার বিপদের কোন সম্ভাবনা আছে—এ আশঙ্কা তাহার মনে স্থান পাইল না। সে সাহসে ভর করিয়া মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন করিলেন। মহা সম্ভ্রান্ত অধ্যাপক এনর্ড বটারফীল্ডকে সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইবে ইংরাজদের মধ্যে এরূপ লোক কে আছে? তাহার আশা হইল মিঃ তাহাকে চিনিতে পারেন নাই; তথাপি পাছে কোন কারণে মিঃ ব্লেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে এই ভয়ে সে অত্যন্ত অসচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিল; কিন্তু মিসেস্ ফিল্‌ডিং তাহাকে যে ভাবে সম্ভাষণ করিলেন তাহা শুনিয়া তাহার সঙ্কোচ দূর হইল।

মিসেস্ ফিল্‌ডিং তাহাকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "অধ্যাপক, প্রিয় অধ্যাপক মহাশয়! আপনাকে ফিরিতে দেখিয়া আমি কতদূর সুখী হইয়াছি তাহা মুখের কথায় প্রকাশ করিতে পারিব না। আজ রাত্রে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আপনি আমার কাছে সরিয়া আসুন, কথাগুলি আপনাকে না বলিলে আমার মন স্থির হইবে না।"

রাইমার মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে হাসিয়া মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইল। মিসেস্ ফিল্‌ডিং ধীরে ধীরে তাঁহার বিপদের কাহিনী তাহার গোচর করিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার গল্প বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। রাইমারের মত ছদ্মবেশী দুর্দান্ত

দস্যুর সততায় মিসেস. ফিল্ডিংকে সরল প্রাণে নির্ভর করিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন। রাইমার মিসেস্ ফিল্ডিংএর আত্মকাহিনী শুনিতে শুনিতে এক একবার মেরী ট্রেণ্টের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল মেরী তাহাকে গোপনে মনের কথা বলিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু মিঃ ব্লেক তখনও কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি সেই লাক্ষারঞ্জিত পুত্তলিকাটির প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন; অথচ ঐরূপ একটি তুচ্ছ পুতুলের জন্য মিসেস্ ফিল্ডিংএর ন্যায় সম্ভ্রান্ত মহিলাকে উৎপীড়িত করা হইল, ইহারও কারণ তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি চীনাম্যানদের সহিত অনেক বার অনেক কারণে মিশামিশি করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রকৃতিগত বিশেষত্বও তাঁহার সুবিদিত ছিল; তিনি জানিতেন যথেষ্ট লাভের আশা না থাকিলে তাহারা অকারণে কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করে না; কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুতুলটি অপহরণে কাহার কি স্বার্থসিদ্ধি হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

অন্য দিকে তিনি রাইমারকে চিনিতে পারিলেও তাহার বিরুদ্ধাচরণের কোন কারণ পাইলেন না; দস্যু তস্করের অপরাধের প্রমাণ না পাইলে কেহই তাহাদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াইতে পারে না। মিঃ ব্লেক মিসেস্ ফিল্ডিংএর সহিত রাইমারের যে সকল কথা শুনিতে পাইলেন, তাহাতে কিছুমাত্র জটিলতা ছিল না, সেই সকল কথা শুনিয়া তিনি রাইমারের দুরভিসন্ধিরও সন্ধান পাইলেন না; অথচ তাঁহার ধারণা ছিল—রাইমার বিনাস্বার্থে একদল নরনারীকে সঙ্গে লইয়া পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হয় নাই; সে নিশ্চিতই কোন না কোন দুরভিসন্ধিতে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে বহু অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কোন গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু সেই কৌশলটি কি তাহা অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইল।

মিঃ ব্লেক স্থির করিলেন, তিনি হোটেল ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে রাইমারের গুপ্ত অভিসন্ধির মর্ম্ম অবগত হইবেন।

মিসেস্ ফিলডিংএর কাহিনী শেষ হইলে রাইমার তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিল, যে চীনাম্যানটা তাঁহাকে ঐ ভাবে উৎপীড়িত করিয়াছে, তাহার জীবন বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা হইবে, এবং এই বিষয়ে স্থানীয় পুলিশেরও সাহায্য পাওয়া যাইবে। অতঃপর সকলে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্লেক রাইমারের ঠিক পশ্চাতে ছিলেন; তিনি রাইমারের কানে কানে ফিস-ফিস্ করিয়া বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার দুই একটা কথা আছে।"

রাইমার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে আপনার কথা আছে? বেশ, তাহা শুনিতে আমার কোন আপত্তি নাই। আপনি আমার কামরায় আসিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশ, চলুন।"

তিনি সনিয়াটিকে হোটেলের বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া রাইমারের অনুসরণ করিলেন। দোতালার এক প্রান্তে একটি সুসজ্জিত কক্ষ রাইমারের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রাইমার মিঃ ব্লেকের সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে রাইমার দ্বার জানালা সমস্তই বন্ধ করিল, তাহার পর বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ খুলিয়া দিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিল। সে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি আমাকে কি বলিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন?"

রাইমার হাসিয়া বলিল, "আমাকে জেরা করিবার এক বিন্দুও অধিকার আপনার নাই, কারণ আমি ফৌজদারীর আসামী নহি। তবে আপনি ভদ্রলোক, আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব; আমি সরল ভাবেই বলিতেছি দেশভ্রমণে আমার কোন দুরভিসন্ধি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভদ্র লোকের কথা বিশ্বাস করাই উচিত; কিন্তু এই সকল যাত্রীকে সঙ্গে লইয়া দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি?"

রাইমার সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে বাক্সটি

রাখিয়া দিল ; মিঃ ব্লেক তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে সে স্বয়ং একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনার ব্যবহার লক্ষ্য করিয় আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয় ; আমি যেখানে যাই, সেই স্থানেই আপনাকে দেখিতে পাই ! আপনি বহু দিন হইতে আমাকে বলিয়া আসিতেছেন আমার কায কর্ম্মের ধারা পরিবর্তিত করিয়া শান্ত ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই উচিত। আমি আপনার সেই উপদেশ পালন করাই সঙ্গত মনে করিয়াছি। আমি সকল রকম উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে—তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।"

রাইমার বলিল, "আমাকেও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করিতে না পারিলে আমার তাহা পরম দুর্ভাগ্য ; কিন্তু সে জন্য দুশ্চিন্তায় আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারিব না—এরূপ আশঙ্কা নাই। আমার সম্বন্ধে আপনার যদি খুব খারাপ ধারণা থাকে, তাহা হইলে সেই ধারণা ত্যাগ করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিব না ; কারণ আপনার মন্দ ধারণায় আমার কোন ক্ষতি হইবে না। আর আপনাকে খুসী করিবার জন্য এই বুড়া বয়সে আপনার নিকট ভাল ছেলে বলিয়া 'সার্টিফিকেট' লইবার আগ্রহও আমার নাই। আপনি যখন তখন যেখানে সেখানে আমার গায়ে পড়িয়া অনধিকারচর্চ্চা না করিলেই খুসী হইব। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করিলেন না ; কিন্তু আপনি কি এরকম একজন লোকেরও নাম বলিতে পারেন পৃথিবী পর্য্যটনের ভার গ্রহণে অধ্যাপক এনড্রু বটারফীল্ড অপেক্ষা যাহার যোগ্যতা অধিক ?" (who is better qualified to conduct a world-tour than Professor Andrew Butterfield ?)

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার যোগ্যতা আমার আলোচনার বিষয় নহে, তোমার গুপ্ত অভিসন্ধি কি, তাহাই জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

রাইমার বলিল, "সাধারণ ভাবে আলোচনা করিলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে লোকে যে উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণে বাহির হয় আমার উদ্দেশ্য তাহা হইতে

ভয় নহে। অন্য সকলের মত আমিও অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই দেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এই কার্য্য উপার্জ্জনের কিরূপ অনুকূল তাহা আমি পূর্ব্বে কোন দিন ধারণা করিতে পারি নাই। আমি যাঁহাদিগকে পৃথিবী দেখাইবার ভার লইয়া সঙ্গে আনিয়াছি তাঁহাদের নিকট যে কমিশন পাইব তাহার পরিমাণ অল্প নহে; এতদ্ভিন্ন যে সকল কোম্পানীর নিকট টিকিট সংগ্রহ করিতেছি—তাহারাও আমাকে যথেষ্ট কমিশন দিতেছে; সুতরাং আমি যখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইব, তখন আমার পকেটে বিলক্ষণ কিছু আসিবে। তাহার কিছু দিন পরে আর একদল ভ্রমণকারী জুটাইয়া লইয়া পুনর্ব্বার ভ্রমণে বাহির হইব; আমি কোন গোয়েন্দার প্রতিকূল সমালোচনায় বা কঠোর মন্তব্যে বিচলিত হইয়া সঙ্কল্প ত্যাগ করিব—এরূপ আপনি আশা করিবেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে তুমি বেশ সরল ভাবেই ঐ সকল কথা বলিলে, তোমার মনে কোন গোল নাই; কিন্তু আমি জানি সৎপথে থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করা তোমার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার! তুমি কি আমাকে এতই নির্ব্বোধ মনে কর যে, তোমার ঐ সকল বাজে কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব? তুমি যাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছ তাহাদের নিকট হইতে, ও যে সকল কোম্পানীর নিকট দেশভ্রমণের টিকিট কিনিবে তাহাদের নিকট হইতে কত কমিশন পাইবে তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; মুরগীর দানা কিনিতে যে টাকা খরচ হয় তাহা অপেক্ষা তুমি অধিক কিছুই পাইবে না। সুতরাং তোমার অর্থলালসা পরিতৃপ্ত করিতে হইলে তোমাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সম্ভবতঃ তুমি সেইরূপই চেষ্টা করিতেছ। আমার ইচ্ছা হং-কংএর গবর্ণর সার হেনরী ম্যান্‌সফীল্ডকে তোমার শুভাগমনের সংবাদটি জানাইয়া রাখি। তদ্ভিন্ন তুমি যে সকল সম্ভ্রান্তবংশীয় পুরুষ ও মহিলাকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছ তাঁহারা যদি জানিতে পারেন হক্সটন রাইমার নামক নামজাদা ভদ্রলোকটিই তাঁহাদের দেশভ্রমণের পাণ্ডা তাহা হইলে তাঁহারা তোমার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য অবিলম্বে সরিয়া পড়িবেন।"

অন্য সময় হইলে রাইমার মিঃ ব্লেকের এই সকল কথা শুনিয়া উগ্র
ধারণ করিত, তাঁহার সহিত বিরোধ করিতে উদ্যত হইত; কিন্তু নি
ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়া সে সতর্ক হওয়াই বাঞ্ছনীয়
করিল। সে বুঝিতে পারিল যে, যদি মিঃ ব্লেক তাহার দুরভিসন্ধি মুহূ
মধ্যে বুঝিতে পারেন, সে তাহার সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের প্রতি বিশ্বাসঘাত
করিয়া কি ভাবে অর্থোপার্জ্জনের ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহা হঠাৎ জানি
পারেন তাহা হইলে সে হংকং ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই রজ্জুবদ্ধ হইয়া তা
সঙ্গীদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে; কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

রাইমার ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "আপনার যাহা সঙ্গত মনে হ
তাহা করিতে পারেন; কিন্তু আমি আপনাকে যে কথা বলিলাম—তা
একবর্ণও মিথ্যা নহে। আমি মেরীর পরামর্শেই অর্থোপার্জ্জনের এই
অবলম্বন করিয়াছি; এবিষয়ে মেরীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাও অল্প ন
আপনি কি জানেন-না যে, খেয়ালী বড় লোকদের সঙ্গে লইয়া দেশ-ভ্রম
বাহির হইলে তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপা
করিতে পারা যায়? আমি সাধু উদ্দেশ্যেই এই পথ অবলম্বন করিয়া
কিন্তু আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করিয়া আমার সকল চেষ্টা পণ্ড করি
উদ্যত হইয়াছেন! আমি স্বীকার করি আপনি চেষ্টা করিলে আমার ক্ষ
করিতে পারেন, কিন্তু তাহা কি ভদ্রলোকের কায?"—উদ্ধত দস্যু রাইমা
সুর অত্যন্ত মলায়েম।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিত
তোমার সততা সম্বন্ধে যদি আমার সন্দেহ না থাকিত, তাহা হইলে আ
তোমার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতাম না; তোমার আরব্ধ কার্যে
বাধাদানের চেষ্টা করিতাম না। এখনও তোমাকে বলিতেছি, যদি তুমি সৎ
ত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবার আশ
নাই। আমি তোমার কার্য্যে আদৌ বাধা দান করিব না। কিন্তু আ
তোমাকে সত্যই বলিতেছি—তোমার স্বভাব চরিত্র ত আমার অজ্ঞাত ন

মার নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় আমার জানা আছে ; এই জন্য তোমার কোন
থা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না; এমন কি, তুমি সত্য কথা বলিলেও
মার সন্দেহ হয়, তুমি কোন দুরভিসন্ধিতে আমাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইবার
ষ্টা করিতেছ ! তুমি ত উচ্চ কণ্ঠে তোমার সরলতা ও সাধুতা ঘোষণা
রিতেছ, কিন্তু আজ রাত্রে এই যে মিসেস্ ফিল্ডিংএর প্রতি অত্যাচার হইল,
কটা চীনাম্যান তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিয়া
াঁর চেতনা হরণ করিল—এ কি ব্যাপার তাহা আমাকে বুঝাইতে পার ?
ই চোরটা কি চুরি করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ
রিয়াছিল ? আমি ভালই জানি এবং আমার মত তুমিও জান যে, হংকংএর
ই ওরিয়েণ্টাল হোটেলের মত সম্ভ্রান্ত হোটেলে কোন ইয়ুরোপীয় মহিলার
মরায় রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করা কোন চীনাম্যানের
ক্ষে অত্যন্ত অসাধারণ ব্যাপার !—এই অপকার্য্যের মূলে কোন একটা
াধা দুরভিসন্ধি আছে, এবং কোন ব্যক্তি স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া বিশ্বাসী
ুচরকে এই দুষ্কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিল।—ইহাতে কাহার কি স্বার্থ
াছে—তাহা আমি জানিবার সুযোগ পাই নাই ; তবে এই মাত্র জানিতে
রিয়াছি যে, চোর মিসেস্ ফিল্ডিংএর নিকট যে সামগ্রী চুরি করিতে
াসিয়াছিল—তাহা কালো লাক্ষারঞ্জিত একটি পুতুল।—এসম্বন্ধে তুমি কি
নিতে পারিয়াছ, তাহা আমাকে বলিবে কি ? সরল ভাবে সত্য কথা
লও ; আমি কোন মিথ্যা কৈফিয়ৎ শুনিতে চাহি না ; আর যদি অজ্ঞতার
ন কর তাহাও আমি বিশ্বাস করিব না।"

রাইনার বলিল, "আমি এই হোটেলে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে চুরি সম্বন্ধে
োন কথা জানিতে পারি নাই।"—দুইবার সে হোটেলে আসিয়াছিল,
া গোপন করিয়া সে বলিল, "মিসেস্ ফিল্ডিংএর প্রতি এই আক্রমণ
ত্যন্ত কাপুরুষোচিত—বর্ব্বরোচিত হইয়াছিল—এ বিষয়ে আপনার সহিত
মার মত ভেদ নাই। পুলিশ সেই চোরটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে
রিলে আমি যে আপনার অপেক্ষা অল্প আনন্দিত হইব—এরূপ আপনি

এই সংবাদ আমার নিকট নূতন। এই সকল ব্যাপারের অন্তরালে নিশ্চয়ই কোন চতুর লোক প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার অনুচরগুলাকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতেছে! সেই লোকটি কে, অনুমান করিতে পার? সে অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ সন্দেহ নাই। তাহার দক্ষতা, দূরদৃষ্টি ও কার্য্যপরিচালনের কৌশল প্রশংসনীয়, তাহার সাহসও অসাধারণ।"

সনিয়াটি বলিল, "আপনার অনুমান অসঙ্গত নহে কর্ত্তা! আপনি যাহা ধারণা করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণ সত্য। ঐরূপ লোক এদেশে আউ-লিং ভিন্ন অন্য কেহ আছে বলিয়া আমার ত মনে হয় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে এই ব্যাপারের সহিত আমার এদেশে আসিবার কারণ বিজড়িত আছে। আমি যে কার্য্যের ভার লইয়া আসিয়াছি, সেই কার্য্যের সহিত আউ-লিং ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত; আবার এই ব্যাপারের সহিত আউ-লিং এক আছে। সুতরাং তাহার সহিত আমার বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। যদি আউ-লিং এই মহামূল্য রত্নখানি কোন কৌশলে হস্তগত করিতে পারে তাহা হইলে তাহার প্রভাবে সে লক্ষ লক্ষ চীনাম্যানকে বশীভূত করিয়া তাহাদের সাহায্যে একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী দল গঠন করিতে পারিবে। সুইফ-সি আশঙ্কা করিতেছিলেন আউ-লিং শীঘ্রই বিপ্লবী বাহিনী গঠন করিয়া তাহাদিগকে শ্বেতাঙ্গ সমাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবে। তাঁহার এইরূপ মন্তব্যের কারণ কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি।—'ভগবান বুদ্ধ' তাহার হস্তগত হইয়াছে; সে ভগবান বুদ্ধের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছে—এই সংবাদ জানিতে পারিলে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অসংখ্য চীনাম্যান আউ-লিংএর জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।"

সনিয়াটি সুইফ-সির নাম শুনিয়া উৎসাহ ভরে বলিল, "যদি তিনি এই সঙ্কট কালে চীন দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার প্রভাবে চীন দেশে বিদেশীদের অবস্থা একটু ভাল হইতেও পারে। তিনি চীনদেশ হইতে চলিয়া যাইবার পর সেখানে দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার সঙ্গে এসকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া ফল নাই সনিয়াটি! তবে 'ভগবান বুদ্ধ' নামক হীরাখানি হস্তগত করিবার জন্য আউ-লিং ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছে, এবং এখনও সে সেই চেষ্টায় নানা রকম কৌশল খাটাইতেছে—তোমার এই অনুমান কি সত্য?"

সনিয়াটি বলিল, "আমার অনুমান মিথ্যা হইবার ত কোন কারণ দেখি না হুজুর! মাননীয়া মেম সাহেব তাহা শিঙ্গাপুর হইতে কিনিয়া আনিয়াছিলেন; তাহা তাঁহারই কাছে ছিল। কিন্তু তাহা চুরি করিবার জন্য ওরিয়েণ্টালে দূত পাঠাইতে সাহস করিবে—এরকম সাহসী ও চতুর লোক আউ-লিং ভিন্ন আর কে আছে? তবে একটা কথা আমি বুঝিতে পারি নাই, রাইমার ও তাহার সঙ্গিনীটা মিস্ সাহেব ও তাঁহার মা বিবি ফিল্‌ডিংএর মুরুব্বি হইয়াছে—ইহার কারণ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি উহাদের দুইজনকেই চিনিতে পারিয়াছ?"

সনিয়াটি বলিল, "গোয়েন্দাগিরি কি ভুলিয়া গিয়াছি কর্ত্তা! আজ সকালে উহারা যখন জাহাজ হইতে নামিতেছিল—সেই সময় উহাদিগকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলাম। ছদ্মবেশে উহারা আমার চক্ষুতে ধূলা দিতে পারে নাই। আমার বিশ্বাস রাইমার 'ভগবান বুদ্ধ' হীরাখানি হস্তগত করিবার চেষ্টায় বহুদিন হইতে এই অঞ্চলে ঘুরিতেছে। একদিকে আউ-লিং তাহা ছোঁ মারিয়া লইবার জন্য থাবা তুলিয়াছে, অন্যদিকে রাইমার তাহা গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া ঘুরিতেছে—এই রকমই আমার ধারণা কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার ধারণা সত্য হইতেও পারে সনিয়াটি! তবে আমাদিগকে এই রহস্য ভেদের চেষ্টা করিতে হইবে। রাইমার আমাকে বলিতেছিল চীনাম্যানটা মিসেস্ ফিলডিংএর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, এ সংবাদ সে পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই; চীনাম্যানটা কে, তাহাও তাহার জানা নাই, সে হোটেলে ফিরিয়া এই সকল সংবাদ জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু তাহার একথা বিশ্বাস করা কঠিন! আমার চোখে ধূলা দেওয়ার এ একটা ফন্দী হইতেও পারে।"

সনিয়াটি বলিল, "কিন্তু আমার চোখে সে ধুলা দিলেও আমি তাহা ধুইয়া ফেলিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক ও সনিয়াটি যদি সেই সময় হক্সটন রাইমারের গতিবিধি ও কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহার দুরভিসন্ধির কতকটা পরিচয় পাইতেন। রাইমার যখন জানিতে পারিল মিঃ ব্লেক হোটেল হইতে চলিয়া গিয়াছেন, আর সেখানে ফিরিবেন না, এবং সে যে পর্য্যটকদল সঙ্গে লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিল—সেই দলের কোন লোক সেই রাত্রে আর তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিবে না, তখন সে নিশ্চিন্ত মনে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা টিপিয়া দ্বারপ্রান্তে কাহারও প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ডোরথি ফিল্‌ডিং তাহার হাত-ব্যাগটি হাতে লইয়া তাহার মায়ের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল এবং মিঃ ব্লেককে সবিস্ময়ে বলিয়াছিল—কালো পুতুলটা সে ব্যাগের ভিতর রাখিয়াছিল—কিন্তু তাহা অপহৃত হইয়াছে!—সেই কথা রাইমারও শুনিতে পাইয়াছিল, এবং কাযটা কাহার তাহাও অনুমান করিতে পারিয়াছিল! কয়েক মিনিট পরে ডোরথি কথায় কথায় বলিয়াছিল—সে নীচে ভোজন-কক্ষে ভোজন করিতে যাইবার সময় তাহার হাতব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে কোন একটা দরকারী জিনিস বাহির করিয়া লইয়াছিল,—তখনও সেই পুতুলটি তাহার ব্যাগের ভিতর ছিল। সুতরাং মিসেস্ ফিল্‌ডিং চীনাম্যানটা দ্বারা আক্রান্ত হইবার পর অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা অপহৃত হইয়াছিল। সেই চীনাম্যানটা মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর শয়ন-কক্ষে তাহা না পাইয়া ধরা পড়িবার ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল; তাহার পলায়নের অল্পকাল পরে তাহা অপহৃত হওয়ায় সহজেই মনে হয় এরূপ কোন লোক তাহা অপহরণ করিয়াছিল, যে, অতি সহজে মিস্ ফিল্‌ডিংএর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত, অথচ তাহাকে সেখানে ঘুরিতে দেখিলে তাহার প্রতি কাহারও সন্দেহ হইত না।

মিঃ ব্লেক যে সময় মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর শয়ন-কক্ষে উপস্থিত থাকিয়া

অন্যান্য কথা শুনিয়াছিলেন সেই সময় যদি তিনি এই সংবাদটি শুনিতে পাইতেন, যদি তিনি জানিতে পারিতেন ভোরথি যখন ভোজন-কক্ষে ভোজন করিতে গিয়াছিল সেই সময়েও পুতুলটি তাহার হাত-ব্যাগের ভিতর হইতে অপহৃত হয় নাই, তাহা হইলে তিনিও ঐরূপই সিদ্ধান্ত করিতেন।

কিন্তু মিঃ ব্লেক যখন সনিয়াটির নিকট সেই পুতুলটির প্রকৃত বিবরণ শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি ওরিয়েণ্টাল হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইত, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি সেই চেষ্টায় নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু রাইমার তখনও হোটেলে ছিল; এজন্য সে তৎক্ষণাৎ তদন্ত আরম্ভ করিবার সুযোগ পাইল। সে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা টিপিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল; মুহূর্ত্ত পরেই দ্বারে মৃদু করশব্দ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া সে আগন্তুককে ভিতরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিল।—রাইমার লি-টুনের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল হোটেলের কোন ভৃত্য আউ-লিংএর ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া থাকিলে তাহা অসঙ্গত মনে করিবার কারণ ছিল না। কিন্তু তাহার ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া যে ভৃত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে—সে প্রকৃত অপরাধী কি না তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। রাইমার সময় নষ্ট না করিয়া যাহাকে হাতে পাইবে তাহাকেই পরীক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল।

একটি চীনা আরদালি—যে পূর্ব্বে মিসেস ফিল্ডিংএর কক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচনা শুনিয়াছিল—সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাইমারের অদূরে উপস্থিত হইল। রাইমার ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে দ্বারটি বন্ধ করিয়া তাহার সম্মুখে আসিতে আদেশ করিল। আরদালি তাহার সেই হাসির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহার আদেশ পালন করিল। সে দরজাটি ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া রাইমারের সম্মুখে দাঁড়াইল।

কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে রাইমারের হাসি অদৃশ্য হইল এবং তাহার বিস্ফারিত চক্ষু যেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল! তাহা দেখিয়া ভৃত্যটা সভয়ে দূরে সরিয়া

যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রাইমার ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। সে দুই হাতে সেই ভৃত্যটার গলা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া পেটে হাঁটু চাপাইয়া এরূপ জোরে গুঁতা দিল যে, তাহার পেটের চামড়া পিঠে ঠেকিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের চাপে তাহার কণ্ঠরোধের উপক্রম হইল।

দুই এক মিনিটের মধ্যেই আরদালিটার দুই চক্ষু কপালে উঠিয়া ঠেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। তাহার উন্মুক্ত মুখ-বিবর হইতে জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল; তাহার মুখের বর্ণ নীলাভ হইল, এবং তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাহার গলা হইতে অস্ফুট ঘড়-ঘড় শব্দ নিঃসারিত হইতে লাগিল। রাইমার বুঝিতে পারিল সে অবিলম্বে ঐ প্রকার উৎপীড়নে বিরত না হইলে আরদালিটার মৃত্যু অনিবার্য্য!

অতঃপর রাইমার আরদালির গলা হইতে হাত সরাইয়া লইয়া তাহার পরিচ্ছদ পানাতল্লাস করিতে লাগিল; তাহার দেহের কোন অংশ পরীক্ষা করিতে ত্রুটি হইল না। অবশেষে রাইমারের চেষ্টা সফল হইল। সে আরদালিটার বাম বগলের ভিতর একটি ক্ষুদ্র বাটুয়া দেখিতে পাইল। বাটুয়াটি রজ্জুদ্বারা তাহার বাহুমূলে আবদ্ধ ছিল। সে সেই রজ্জু অপসারিত করিয়া বাটুয়াটি বাহির করিয়া লইল, এবং তাহার মুখ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে যে জিনিসটি বাহির করিয়া লইল তাহাই সেই অপহৃত পুত্তলিকা—কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে খোদিত ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি!

রাইমার সেই কক্ষের আলোকে পুত্তলিকাটি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিতে পারিল সে যাহা খুঁজিতেছিল তাহাই পাইয়াছে, তখন মহানন্দে তাহা তাহার কোটের একটি ভিতরের পকেটে লুকাইয়া রাখিল। তখন সেই আরদালিটার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। রাইমার বুঝিতে পারিল সেই অবস্থায় তাহাকে সেই কক্ষের বাহিরে নিক্ষেপ করিলে তাহারও বিপদের আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। রাইমার মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করিল যে, সেই পুতুলটা কিরূপ মূল্যবান পদার্থ

তাহা সেই আরদালি জানিত না, এবং ঐরূপ একটি সাধারণ পুতুল তাহার আত্মসাৎ করিবার জন্ত প্রলুব্ধ হইবারও কোন কারণ ছিল না; এ অবস্থায় সে কাহারও ইঙ্গিতে অথবা আদেশে এই কার্য্য করিয়াছিল। চোর চীনাম্যানটা তাহার প্রভু আউ-লিংএর আদেশে রাত্রিকালে গোপনে মিসেস্ ফিল্ডিংএর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু সে অকৃতকার্য্য হইতে পারে—এই সন্দেহে আউ-লিং কার্য্যোদ্ধারের জন্ত অন্ত কোন পন্থা অবলম্বন করিবে তাহাও নিশ্চিতই স্থির করিয়াছিল। এ অবস্থায় এই আরদালিটা তাহার দূত—এরূপ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া রাইমার মনে করিতে পারিল না। সুতরাং সেই ভৃত্যটাকে কিরূপে সরাইয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে তাহা স্থির করিবার জন্ত সে মেরী ট্রেণ্টের সহিত পরামর্শ করিবার জন্ত উৎসুক হইল। মেরী ট্রেণ্টের পরামর্শেই সে পরিচালিত হইত।

যাহা হউক, রাইমার অবিলম্বে কর্ত্তব্য স্থির করিল। সে আরদালিটার হাত পা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহার মুখও বাঁধিয়া ফেলিল। মুখ বাঁধিবার পূর্ব্বে সে কতকগুলি কাগজের টুকরা পাকাইয়া তাহার মুখে পুরিল। তাহার পর তাহাকে ধাক্কা দিয়া খাটিয়ার নীচে ঠেলিয়া ফেলিল,—হঠাৎ কেহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিতে না পায়।—এই সকল কায শেষ হইলে রাইমার সেই কক্ষের আলোটা নিবাইয়া দিল। সে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিল এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন দালান দিয়া নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে রাইমার মেরী ট্রেণ্টের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—সে তখনও রাইমারের প্রতীক্ষায় করিয়া বসিয়া ছিল। রাইমার সংক্ষেপে সকল কথা তাঁহার গোচর করিল। তাহার পর তাহার উক্তির যথার্থ্য প্রমাণের জন্ত সেই মহামূল্য 'ভগবান বুদ্ধ' নামক হীরকখণ্ড তাহার হস্তে অর্পণ করিল। নিজের নিকট রাখা তেমন নিরাপদ নহে মনে করিয়াই সে উহা ঐ ভাবে হস্তান্তরিত করা সঙ্গত মনে করিল। সে বুঝিল যদি কেহ সন্দেহক্রমে তাহাকে ধরিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ খানাতল্লাস করে তাহা হইলেও তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা থাকিবে না।

সে মিঃ ব্লেককেই ভয় করিতেছিল, কিন্তু মিঃ ব্লেক অপেক্ষাও অধিক ভয়ের পাত্র আর একজন ছিল—তাহা সে ধারণা করিতে পারে নাই!

রাইমার মেরীর নিকট বিদায় লইবার সময় বলিল, "যত শীঘ্র সম্ভব আমি এখানে ফিরিয়া আসিব। রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই আমাদিগকে ভবিষ্যতের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে হইবে। রাত্রি অনেক হইয়াছে, তুমি এখন শয়ন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম কর। তুমি দ্বার খুলিয়া রাখিও, আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমার ঘুম ভাঙ্গাইব। দরজা বন্ধ করিলে তোমার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য এখানে আসিয়া ডাকাডাকি করিতে হইবে। তোমাকে জাগাইতে দরজায় ধাক্কা দিতে না হয়। আমি নিঃশব্দে আসিব, বুঝিয়াছ?"

মেরী ট্রেণ্ট প্রফুল্লভাবে বলিল, "বেশ তাহাই হইবে। তুমি যেখানেই যাও আর যাহাই কর—সতর্ক থাকিবে। রবার্ট ব্লেক নিকটেই আছে এবং তোমাকে বাগে পাইলে সহজে ছাড়িবে না, এ কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিও না। সে অনেকবার তোমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, আবার এখানে আসিয়া জুটিয়াছে! এবার সে কি চাল চালিবে তাহা অনুমান করা আমাদের অসাধ্য। তুমি এই পুতুল আমার কাছে রাখিয়া সুবেবেচনার কায করিলে; আমি ইহা যথাসাধ্য সাবধানে রাখিব। এই পুতুলের কি মূল্য তাহা আমাদের অজ্ঞাত নহে; এ অবস্থায় আমরা মুক্তিপণের অর্থ লাভের জন্য নূতন বিপদের সম্মুখীন না হইলে ক্ষতি কি? সেই পথে চলিলে যাহা উপার্জ্জন হইবে—তাহার তিন, চারিগুণ অধিক উপার্জ্জন ত এই রাত্রেই করিয়া ফেলিয়াছ; এখন সেই ফন্দিটা ত্যাগ করিলে দোষ কি?"

রাইমার বলিল, "সে সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিব। যদি এই সকল ব্যাপার আমাদের হাতে থাকিত—বাহিরের লোকের সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থা না করিতাম, তাহা হইলে ও সম্বন্ধে আর উচ্চ বাচ্য না করিলেও চলিত; কিন্তু আমরা যে সে পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। চা-টুনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছি, য়েন-উইএরও সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে; এমন কি, তাহাদের সঙ্গে বখরার টাকারও

পরিমাণ স্থির হইয়াছে। এখন আমরা পিছাইলে কি তাহারা আমাদের সহজে ছাড়িবে? যদি আমাদিগকে টাকাগুলি দিতেই হয়—তাহা হইলে কি তাহা বার হইতে দিব?—এ সকল বিষয় আলোচনার পর কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। যাহা হউক, আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।"

এই সকল কথা বলিয়া রাইমার তাহার শয়ন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিল। সে হোটেল ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার যোগাড়-যন্ত্র শেষ হইলে সে খাটিয়ার তলা হইতে চাকরটাকে টানিয়া বাহির করিল, তাহার পর তাহাকে ঘাড়ে তুলিয়া ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিল, এবং বারান্দার রেলিং এর উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া ভৃত্যের অচেতন দেহ দুই হাতে ঝুলাইয়া তাহাকে নীচে বাগানের ভিতর—ফুলগাছের চারি পাশের আল্‌গা মাটীতে নিক্ষেপ করিল, এবং স্বয়ং রেলিং ধরিয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িয়া হাত ছাড়িয়া দিল। সে ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল। সে একবার চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কোন দিকে জন প্রাণীর সাড়াশব্দ না পাইয়া অচেতন আরদালিটাকে পুনর্ব্বার কাঁধে তুলিয়া লইয়া বাগানের দেউড়ির দিকে চলিল।

সপ্তম চাল

ঝকমারীর মাশুল

[illegible] রাইমার চতুর তস্কর, তাহার বুদ্ধি প্রখর, দূরদৃষ্টিও তীক্ষ্ণ ; সে বুঝিয়াছিল যে চীনাম্যান চোরটা ওরিয়েণ্টাল হোটেলে মিসেস্ ফিল্ডিংএর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিল এবং পলায়ন করিবার সময় তাঁহার হাতে ধরা পড়িয়াছিল, সে নিজের ইচ্ছায় চুরি করিতে যায় নাই, এবং ঐরূপ দুঃসাহসের কায করিতে তাহার সাহসও হইত না। পরে সে স্বীকার করিয়াছিল—সে তাহার মনিব আউ-লিংএর আদেশে পুতুলটি চুরি করিতে গিয়াছিল। সে অকৃতকার্য্য হইলে অন্য কেহ সেই ভার গ্রহণ করে—এরূপ ব্যবস্থাও আউ-লিং পুর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিল, চতুর রাইমার ইহা বুঝিতে পারিয়াই পুর্ব্বোক্ত আরদালিটাকে আক্রমণ করিয়াছিল, এবং তাহার নিকট হইতে অপহৃত হীরক উদ্ধার করিয়াছিল। সেই মহামূল্য হীরক ওরিয়েণ্টাল হোটেল হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যিনি ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন তিনি ওরিয়েণ্টাল হোটেল-সমাগত বৈদেশিকগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, এরূপ বিবেচনা করা রাইমারের মত বুদ্ধের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। আউ-লিংএর একাধিক অনুচর বা গুপ্তচর সেই হোটেলে নিযুক্ত থাকিয়া তাহাদের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিতেছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই তাহার উচিত ছিল। এমন কি, তাহার গুপ্তচর হোটেলের বাহিরেও নানা উপলক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এইরূপ সন্দেহ করিয়া সে সতর্ক থাকিলে সহসা তাহার বিপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিত না।

রাইমার যখন চীনাম্যান চোরটাকে লইয়া লি-টুনের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিল, সেই সময় তাহার তান্‌জামবাহক কুলীরাই যে তাহাদিগকে

দৈখিয়াছিল, অন্য কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই, রাইমারের এরূপ অনুমান সঙ্গত হয় নাই। রাইমার যখন তান্‌জামে চাপিয়া চোর চীনাম্যান-এর লি-টুনের বাড়ীর দিকে যাইতেছিল, সেই সময় মিঃ ব্লেক পাহাড়ের পাদদেশে তাহার তান্‌জামের পাশ দিয়া অন্য তান্‌জামে সনিয়াটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হংকং ক্লাবের দিকে যাইতেছিলেন, ইহা সে লক্ষ্য করে নাই; এবং কেবল তাহাই নহে—সেই সময় একখানি সাম্পান বন্দর অতিক্রম করিয়া কৌলুন অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল—তাহাও তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

সেই ক্ষুদ্র সাম্পানখানি চারিজন দাঁড়ির সাহায্যে পরিচালিত হইতেছিল। ঐরূপ ক্ষুদ্র সাম্পানের পক্ষে চারিজন দাঁড়ি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ছিল। সে সাম্পানের ছৈ-এর ভিতর একজন আরোহী উপবিষ্ট ছিল। রাইমার যখন হোটেলের সম্মুখে আসিয়া বেহারা চারিজনকে ডাকিয়া তান্‌জামে উঠিতেছিল, সেই সময় অদূরবর্ত্তী নদীবক্ষ হইতে সেই সাম্পানের আরোহী রাইমারকে ও তাহার করকবলিত চীনাম্যানটাকে সুস্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইতেছিল।

মুহূর্ত্ত পরে সেই সাম্পানখানি কৌলুনের দুইটি ডকের মধ্যস্থ একটি নির্জ্জন স্থানে ভিড়িলে সাম্পানের আরোহী ছৈ-এর ভিতর হইতে বাহির হইল; সে সাম্পানের দাঁড়িদের নিম্নস্বরে কি আদেশ করিয়া তাড়াতাড়ি তীরে অবতরণ করিল, তাহার পর দ্রুতবেগে চলিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

হংকংএর যে অংশে দেশীয় অধিবাসীরা বাস করে, ইয়ুরোপীয়েরা সেই অংশটিকে কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; শিল ও নোড়া দেশীয়দের, এবং দাঁতের গোড়াও তাহাদেরই, কিন্তু তাহা ভাঙ্গিবার অধিকার অপরের। ছুঁচ হইয়া প্রবেশ করিয়া ফাল হইয়া বাহির হইবার যে একটা ... প্রবাদ বাক্য চলিয়া আসিতেছে তাহা পৃথিবীতে চিরকালই নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে। হংকংএর নেটিভগুলা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নেটিভপাড়ায় একটি বাজার বসাইয়াছিল; বাজারটি ক্ষুদ্র, ইয়ুরোপীয় অধিবাসিদের নিকট সেই বাজারটি 'নেটিভ বাজার' নামে পরিচিত। যে লোকটি সাম্পান হইতে নামিয়া অন্ধকারে দৌড়াইতেছিল—সে এই নেটিভ বাজারে প্রবেশ করিয়া

পুনর্ব্বার অদৃশ্য হইল। কিন্তু যদি কেহ অভিনিবেশ সহকারে তাহার গতি-বিধি লক্ষ্য করিত তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত লোকটি আপাদমস্তক বস্ত্রমণ্ডিত একজন দীর্ঘকায় চীনাম্যানের পশ্চাতে কিছুকাল ঘুরিয়া হঠাৎ দুনি-রীক্ষ্য... দুরিত পথের মধ্যস্থলে থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং চারি দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদুস্বরে তিনবার শিশ্ দিল।

অদূরে দুইখানি জীর্ণ দোকান ছিল, সেই দোকান দুইখানিকে দুই পাশে রাখিয়া একটি গলিপথ দূরস্থ পল্লী হইতে আঁকিয়া-বাঁকিয়া আসিয়া প্রশস্ত রাজপথের সহিত মিলিত হইয়াছিল। সেই গলির ভিতর আলোক না থাকায় গলিটি অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। আগন্তুক তিনবার শিশ্ দিতেই একখানি রিক্-স সেই গলির ভিতর হইতে বাহির হইয়া সেই লোকটির সম্মুখে উপস্থিত হইল। দীর্ঘদেহ চীনাম্যান তৎক্ষণাৎ সেই রিক্-সতে উঠিয়া বসিল। তাহার সঙ্গী রিক্-স-বাহক কুলীদের তাহার গন্তব্য স্থানের কথা বলিয়া দিল। কুলীরা চলিতে আরম্ভ করিলে দ্বিতীয় চীনাম্যান রিক্-সর কিনারা ধরিয়া বাহকদের সঙ্গে দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল।

কুলীরা রিক্-সখানি লইয়া ডকে উপস্থিত হইল। রিক্-সর আরোহী চীনাম্যানটি রিক্-স হইতে নামিয়া একটি জেটির কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একখানি সুদীর্ঘ ও বেগবান মোটর-বোট অপেক্ষা করিতেছিল। রিক্-সর আরোহী সেই বোটের নিকট উপস্থিত হইলে তাহার সঙ্গী তাহার নিকট আসিয়া একটা সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করিল। তাহা শ্রবণ মাত্র কয়েকজন কুলী সেই বোটের ক্যাম্বিস-নির্ম্মিত আবরণের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।

মুহূর্ত্তপরে সেই মোটর-বোটে একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল, এবং তাহার এক পাশে একটি লাল আলো লোহিত আভা বিকাশ করিল। তখন দীর্ঘদেহ চীনাম্যানটি সেই মোটর-বোটে উঠিয়া তাহার কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার সঙ্গী জেটিতে দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে কয়েকটি কথা বলিবামাত্র মোটর-বোট হইতে বংশীধ্বনি উত্থিত হইল। তাহার পর বোটখানা ঘস্-ঘস্ শব্দে চলিতে

আরম্ভ করিল; ক্রমশঃ তাহার গতিবেগ বর্দ্ধিত হওয়ায় তাহা বায়ুবেগে ধাবিত হইল।

মোটর বোট দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া তীরে উপস্থিত হইল; তাহার হুইস্‌ল শুনিয়া দুইখানি তান্‌জাম সেই স্থানে নীত হইল। মোটর-বোটের আরোহীরা বোট হইতে নামিয়া সেই তান্‌জামে আরোহণ করিলে তাহা দ্রুতবেগে পাহাড়ের পাদদেশে ধাবিত হইল। তাহা যেরূপ বেগে চলিল, সেরূপ বেগে কেবল ইয়ুরোপীয় আরোহীদের তান্‌জামই বাহিত হইতে দেখা যায়। তান্‌জামের আরোহীরা লি-টুনের বাড়ীর দিকে ধাবিত হইল। তানজামের আরোহী আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের অপরিচিত নহে।

লি-টুন তখন তাহার অন্দরের একটি কক্ষে খালি গায়ে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। কেবল মাত্র একখানি খাটো লুঙ্গি দ্বারা তাহার কটিদেশ পরিবেষ্টিত ছিল; তাহার বিপুল ভুঁড়িটি তখন পরিপূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত; তাহার বিশাল বক্ষঃস্থল নিবিড় কেশরাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন। (his gigantic chest was a mass of thick hair.) বৃষস্কন্ধের ন্যায় সুপ্রশস্ত স্কন্ধের দুই পাশে প্রসারিত কেশবহুল বাহুদ্বয়ের মাংসপেশী পরিস্ফুট।

রাইমার তাহার সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে সে তাহার বৈঠকখানা হইতে অন্দরের এই বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। বিশ্রামকালে সে দেহের আবরণবস্ত্রাদি অপসারিত করিয়া আরাম উপভোগ করিতেছিল। রাইমার যে চীনা চোরটাকে তাহার নিকট উপস্থিত করিয়াছিল, তাহার নিকট কৃষ্ণবর্ণ লাক্ষারঞ্জিত পুতুলটির প্রকৃত পরিচয় শুনিয়া তাহার মনে নানাপ্রকার নূতন চিন্তার উদয় হইয়াছিল। উহা কিরূপ মহামূল্য হারক তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না; তাহা রাইমারের একজন সঙ্গিনীর হস্তগত হইয়াছিল, এবং ওরিয়েণ্টাল হোটেল হইতে তখনও তাহা অপসারিত হয় নাই ইহা বুঝিতে পারিয়া, রাইমারের চক্ষুতে ধূলা দিয়া কি কৌশলে তাহা হস্তগত করিতে পারা যায় তাহাই সে তখন মুদিত নেত্রে চিন্তা করিতেছিল। সে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল, এবং অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির ন্যায় সে

নিঃসন্তান ছিল; তথাপি সে প্রাচীন বয়সেও অসাধু উপায়ে উপার্জ্জিত অনাবশ্যক অর্থের লোভ দমন করিতে পারিল না।

সে বুঝিয়াছিল রাইমার সেই হীরকখানি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু উহা সংগ্রহের জন্য রাইমারের সঙ্গে যোগদান করা সঙ্গত হইবে কি না তাহা সে বুঝিতে পারিল না; কারণ সে চোর চীনাম্যানটার নিকট জানিতে পারিয়াছিল তাহা হস্তগত করিবার জন্য আউ-লিং তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল, সে ধরা পড়িলেও আউ-লিং তাহা উদ্ধারের চেষ্টায় বিরত হইবে না। লি-টুন জানিত আউ-লিংএর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহার সর্ব্বনাশ অপরিহার্য্য। এ অবস্থায় সে কি করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

রাইমারও জানিতে পারিয়াছিল আউ-লিংএর চক্রান্তেই 'ভগবান বুদ্ধ' নামক হীরকখানি মিস্ ডোরথির হাতব্যাগ হইতে অপহৃত হইয়াছিল। সে তাহা আত্মসাৎ করিয়া আশা করিয়াছিল আউ-লিংএর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, তাহার কবল হইতে সেই হীরক উদ্ধার করা আউ-লিংএর অসাধ্য হইবে। কারণ সে হংকং ত্যাগ করিয়া বিশাল পৃথিবীর যে কোন স্থানে পলায়ন করিতে পারে, (he could slip out of Hong Kong and escape into the wide world) সেখানে আউ-লিং তাহাকে হাতে পাইবে—তাহার সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু লি-টুন হংকং ছাড়িয়া যাইবে তাহার উপায় ছিল না। লি-টুন নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে আহারের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

সে সেই কক্ষে একাকী ছিল, সে নত মস্তকে চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় কোথাও খট্ করিয়া একটা শব্দ হওয়ায় সে মাথা তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল; তাহার মনে হইল তাহার ভৃত্য তাহার খাদ্যসামগ্রীগুলি লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল; কিন্তু সে তাহার পরিচারকের পরিবর্ত্তে আউ-লিং-এর দীর্ঘ দেহ সম্মুখে দেখিতে পাইল! আউ-লিং মুখ ভাবসংস্পর্শহীন; তাঁহার ললাট কুঞ্চিত, দৃষ্টি সঙ্কুচিত।

আউ-লিং সেই রাত্রিকালে তাহারই গৃহে তাহার সম্মুখে উপস্থিত! সহসা

সেই কক্ষে বজ্রাঘাত হইলেও লি-টুন সেরূপ বিস্মিত হইত না; সে আউ-লিংকে দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইল, তাহার মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না। ক্ষুদ্র শশক অজগরের দৃষ্টিসম্পাতে যেরূপ মোহাচ্ছন্ন হইয়া চলৎশক্তিহীন হয়, লি-টুনের অবস্থাও সেইরূপ হইল। আউ-লিং তাহার সম্মুখে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান, তাঁহার উভয় হস্ত তাঁহার পরিহিত পীতবর্ণ পরিচ্ছদের ঢিলা আস্তিনের ভিতর সংরক্ষিত।

লি-টুন অতি কষ্টে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিস্তল অদূরবর্ত্তী টেবিলে তাহার পরিচ্ছদের উপর পড়িয়া ছিল। সে তাহা হাতে লইবার জন্য সেই দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই আউ-লিং ঈষৎ হাসিয়া তাহার বাঁ পকেট হইতে চক্ষুর নিমেষে যে জিনিসটি বাহির করিল—তাহা একটি ক্ষুদ্র নীলাভ অটোমেটিক। সেই কক্ষের দীপালোকে পিস্তলের নলটা ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল।

লি-টুন আউ-লিংএর হাতে টোটাভরা পিস্তল দেখিয়া কি করিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না, একবার তাহার ইচ্ছা হইল—সে সাহায্য প্রার্থনায় চিৎকার করিবে। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল ভৃত্যেরা তাহার সাহায্যের জন্য সেই কক্ষে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আউ-লিং তাহাকে গুলী করিবে; এজন্য সে আউ-লিংএর হাত হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে এক পা অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই আউ-লিংএর পিস্তল হইতে চক্ষুর নিমিষে উপর্য্যুপরি তিনবার গুলী বর্ষিত হইল। সেই সকল গুলী এত নিকট হইতে বর্ষিত হইল যে, মনে হইল বিদ্যুতের লোল জিহ্বা পিস্তলের নল হইতে তাহার দেহে প্রবেশ করিল!

লি-টুন দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া মেঝের উপর চিত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার বিশাল দেহের পতনের বেগে সেই কক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। আউ-লিং তাহাকে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া পুনর্ব্বার মৃদু হাসিলেন, তাহার পর পিস্তলটা পকেটে পুরিয়া চক্ষুর নিমেষে সেই কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইলেন।

ওদিকে রাইমার ওরিয়েন্টাল হোটেলের বাগান হইতে ছায়ার ন্যায় দূরে প্রস্থান করিল, তখনও চীনাম্যান আরদালিটার সংজ্ঞাহীন দেহ তাহার স্কন্ধ হইতে অপসারিত হয় নাই। রাইমার বলবান পুরুষ হইলেও এবং উৎসাহ উদ্যমে তাহার হৃদয় পূর্ণ থাকিলেও একটি পূর্ণবয়স্ক চীনাম্যানকে বহন করিয়া দূরে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। চীনাম্যানটাকে কয়েক বার মাটীতে নামাইয়া তাহাকে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। অবশেষে সে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া লি-টুনের গৃহের নিকট উপস্থিত হইল।

রাইমার সেই স্থানে আরদালিটাকে কাঁধ হইতে মাটীতে নামাইয়া পুনর্ব্বার বিশ্রাম করিতে বসিল। সেই সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের অন্য দিক হইতে কাহারও মৃদু পদশব্দ রাইমারের কর্ণগোচর হইল; কিন্তু সেই সময় সে এরূপ হাঁপাইতেছিল যে, শব্দটার দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিতেই সম্মুখে একটি সুদীর্ঘ মনুষ্য-দেহ দেখিতে পাইল।

রাইমার সেই মুহূর্ত্তেই পকেটে হাত দিয়া পিস্তল বাহির করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার হাত পকেট হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই আর এক জন লোক তাহার পশ্চাৎ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। রাইমার তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিবার জন্য দুই হাতে তাহাকে ঠেলিয়া দিল; ঠিক সেই সময় অন্ধকারের ভিতর হইতে আরও চারিজন লোক তাহার পাশে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে সবেগে মাটীতে নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে আর এক দল চীনাম্যান আসিয়া তাহার ভূপতিত দেহে কিল চড় লাথি ও ঘুসি মারিতে লাগিল। সেই আঘাতে রাইমার এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িল যে, তাহার আর নড়িবারও শক্তি রহিল না, সে স্থির ভাবে পড়িয়া রহিল। (he lay quite still.)

অষ্টম চাল

করুণা ভিক্ষা

পরদিন প্রভাতে সাতটার সময় হংকংবাসী চীনাম্যানদের প্রায় অর্দ্ধেক লোক শুনিতে পাইল হংকংএর মহা সম্ভ্রান্ত অধিবাসী প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য মুৎসুদ্দি ও বহু সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক লি-টুন পূর্ব্বরাত্রে নিহত হইয়াছেন।

প্রভাতে সাড়ে সাতটার সময় মিঃ ব্লেকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই ডিটেক্‌টিভ-সার্জেণ্ট সনিয়াটিকে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিলেন। তিনি অত সকালে সনিয়াটিকে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে প্রতীক্ষা করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাহাকে তাঁহার নিকট আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সনিয়াটি অতি অল্প কথায় লি-টুনের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ তাঁহার গোচর করিল, কিন্তু কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিল না। মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, এই সংবাদ ভিন্ন তাহার আরও কোন কোন কথা বলিবার ছিল, কিন্তু তাহা বলিতে সে কুণ্ঠিত হইতেছিল।

মিঃ ব্লেক লি-টুনের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, এই সংবাদ কি সত্য সনিয়াটি? তোমাদের দেশের অনেক লোক মজা দেখিবার জন্য অনেক মিথ্যা কথা সত্য বলিয়া প্রচারিত করে, অবশেষে অনুসন্ধান করিয়া তাহা অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, এবং কে কি উদ্দেশ্যে সেই মিথ্যা সংবাদ রটাইয়াছে তাহাও জানিতে পারা যায় না।"

সনিয়াটি বলিল, "না হুজুর, এ সেরূপ অমূলক জনরব নহে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য; আমি তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছি লি-টুন গত রাত্রে সত্যই বন্দুকের গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছে। বিশেষতঃ যখন ঐ দুর্ঘটনাটা

ঘটিয়াছিল, তখন আমি ঘটনাস্থলের অদূরে ছিলাম, এজন্য প্রকৃত ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমার অধিক বিলম্ব হয় নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন; “তুমি ঘটনাস্থলের অদূরে ছিলে ?”

সনিয়াটি বলিল, “হাঁ, হুজুর, আমি লি-টুনের বাড়ীর কাছেই ছিলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বটে! কিরূপে ?”

সনিয়াটি বলিল, “হাঁ হুজুর, কাল রাত্রে আপনার এই অযোগ্য ভৃত্য আপনার নিকট বিদায় লইয়া যখন পাহাড়ের তলা দিয়া ফিরিতেছিল, সেই সময় লি-টুন কি করিতেছিল তাহা জানিবার জন্য এই অধমের কৌতূহল হইল; এই জন্য আপনার অনুগত ভৃত্য লি-টুনের বাড়ীর দিকে যাইবার ইচ্ছা দমন করিতে পারে নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বটে? আমি যে সময় এখানে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলাম সেই সময় তুমি লি-টুনের বাড়ীর কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলে? যে সময় লি-টুন গুলী খাইয়া মরে, (when the killing took place) সেই সময় তুমি কি সেই স্থানে ছিলে ?”

সনিয়াটি বলিল, “হুজুর, সেই স্থানের নিকটেই ছিলাম। আমি আপনাকে সকল কথাই বলিতেছি। মাঞ্চু বংশের কলঙ্ক নিষ্ঠুর আউ-লিং লি-টুনকে স্বহস্তে গুলী করিয়া মারিয়াছে। গত রাত্রে লি-টুনের ঘরে অনেক কাণ্ড ঘটিয়াছিল হুজুর! হুজুর ও হুজুরের এই অধম ভৃত্য হোটেল হইতে চলিয়া আসিলে রাইমার পুনর্ব্বার লি-টুনের বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছিল। রাইমার গত রাত্রে হোটেলে আর ফিরিয়া যায় নাই কর্ত্তা! সে ... চীনাম্যান আর্দ্দালিটাকে হোটেল হইতে ঘাড়ে লইয়া লি-টুনের বাড়ীতে আসিতেছিল—সেই সময় আউ-লিং, লি-টুনের বাড়ীতে উপস্থিত ছিল। কিন্তু রাইমারকে লি-টুনের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে হয় নাই; রাইমার লি-টুনের বাড়ীর সম্মুখস্থ বাগানে প্রবেশ করিয়া, অচেতন আরদালিটাকে পাশে ফেলিয়া বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিল। সেই সময় আউ-লিং লি-টুনের ঘর হইতে বাহির হইয়া সেই বাগানে প্রবেশ করে। রাইমার তাহা দে

দেখিয়া আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু তাহার সাধ্য কি যে আউ-লিংএর অঙ্গ স্পর্শ করে ? দশটা রাইমার একসঙ্গে জুটিলেও আউ-লিংএর একগাছা কেশ স্পর্শ করিতে পারিত না। আউ-লিংএর এক দল অনুচর চক্ষুর নিমিষে কোথা হইতে আসিয়া রাইমারকে ঘিরিয়া ফেলিল, তাহার পর তাহারা কিল, চড়, লাথি মারিয়া তাহাকে মাটীতে শোয়াইয়া ফেলিল, রাইমারের আর আঙ্গুলটি নাড়িবারও শক্তি রহিল না !—সে মারের চোটে বেহুঁস হইয়া পড়িলে আউ-লিংএর কারপরদাজেরা তাহাকে টানিয়া তুলিয়া কোথায় লইয়া গেল !—আমার বিশ্বাস আউ-লিং তাহাকে কৌলুনে লইয়া গিয়াছে।"

কৌলুন হংকং সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, উহা চীনম্যানদের বাসস্থান, এবং আউ-লিংএর একটি আড্ডা।

কিন্তু আউ-লিং এই সময়ে হংকংএ কি করিতেছিলেন ? সার গর্ডন স্যাডলার মিঃ ব্লেককে তাহার সম্বন্ধে যে সংবাদ দিয়াছিলেন, সেই সংবাদে মিঃ ব্লেক জানিতে পারিয়াছিলেন আউ-লিং সে সময় ইয়াংসি নদীর উত্তরাংশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার হংকংএ আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি তিনি ইংরাজ সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তারের আশঙ্কা সত্ত্বেও যখন লুকাইয়া হংকংএ আসিয়াছিলেন, তখন নিশ্চিতই তাঁহার কোন গুপ্ত সঙ্কল্প ছিল—ইহাই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল। কিন্তু লি-টুনের সহিত তাঁহার সংঘর্ষণের কারণ তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেক লি-টুনকে চিনিতেন, তাঁহার পরিচয়ও জানিতেন। তিনি অনেক বার নানা কার্য্যোপলক্ষে হংকংএ আসিয়াছিলেন, এবং হংকংএর প্রতিষ্ঠাপন্ন ও ধনাঢ্য চীনাম্যানগুলির সহিত তাঁহার জানাশুনাও হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক সানিয়াটির কথা শুনিয়া আরও অনেক কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন সানিয়াটিকে সঙ্গে লইয়া তিনি ওরিয়েণ্টাল হোটেল ত্যাগ করিবার পর রাইমার কি উদ্দেশ্যে লি-টুনের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল ?—রাইমার দীর্ঘকাল বাহিরে কাটাইয়া যখন ওরিয়েণ্টাল হোটেলে ফিরিয়া গিয়াছিল তখন রাত্রি গভীর হইয়াছিল, তাহার পর এরূপ কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল

যে, সেই রাত্রেই তাহাকে পুনর্ব্বার হোটেল ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে হইয়াছিল ? সেই দিন সন্ধ্যাকালেও সে কি লি-টুনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল ? সে গভীর রাত্রে লি-টুনের গৃহে গমন করিয়াছিল, এই ঘটনার সহিত কি পূর্ব্বোক্ত অপহৃত হীরকের কোন সম্বন্ধ ছিল ?

মিঃ ব্লেক এ কথাও ভাবিলেন যে, তিনি মিসেস্ ফিল্ডিংএর ক্রীত কৃষ্ণবর্ণ লাক্ষারঞ্জিত পুতুলটির অপহরণ সংবাদ পাইয়াছিলেন, সেই তুচ্ছ পুতুলটি চুরি করিবার জন্য চীনাম্যান চোরটার ঐরূপ আগ্রহের কারণ কি তাহা জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক—ইহা বুঝিতে পারিয়াই কি রাইমার লি-টুনের সহিত এই বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে গিয়াছিল ? সে হোটেল হইতে লি-টুনের বাড়ী যাইবার সময় একটা চীনাম্যান আরদালির অচৈতন দেহ ঘাড়ে করিয়া লইয়া গিয়াছিল—ইহারই বা কারণ কি ? মিঃ ব্লেক এই জটিল রহস্য ভেদে অসমর্থ হইলেও তিনি বুঝিতে পারিলেন সকল রহস্যই সেই 'ভগবান বুদ্ধ' নামক মহামূল্য হীরকখানির সহিত বিজড়িত ; কিন্তু তিনি কোন দিকে বিন্দুমাত্র আলোক দেখিতে পাইলেন না।

তিনি সনিয়াটিকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সনিয়াটির নিকট জানিতে পারিলেন রাইমার পূর্ব্বদিন সায়ংকালে হোটেলে ছিল না, কারণ সে সেই সময় লি-টুনের বাড়ীতে আসিয়া দীর্ঘকাল সেখানে অতিবাহিত করিয়াছিল। কিন্তু রাইমার যে সেই একই রাত্রিতে তিনবার লি-টুনের বাড়ীতে গিয়াছিল, এবং দ্বিতীয় বার যাইবার সময় মিসেস্ ফিল্ডিংএর আততায়ীকে সেখানে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল—এ সংবাদ সনিয়াটি মিঃ ব্লেককে বলিতে পারিল না।

মিঃ ব্লেক এই সকল আলোচনায় সময় নষ্ট না করিয়া একটা কথাই পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সনিয়াটি তাঁহাকে বলিয়াছিল আউ-লিং তাঁহার অনুচরবর্গের সাহায্যে রাইমারকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছিল। কি উদ্দেশ্যে তাহাকে ঐ ভাবে কয়েদ করা হইয়াছিল ?

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিলেন—সেই সময় তাঁহার বাঙ্গলোর

আরদালি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল একজন ফান-কাই-লো (বিদেশিনী) যুবতী তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে, এবং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে !—মিঃ ব্লেক তখন পর্য্যন্ত শয়নের পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই ;—তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল মিস্ ফিল্ডিংএর কন্যা ডোরথি কোন কারণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল ; সম্ভবতঃ পুতুলটি সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানাইতে উৎসুক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আদেশে যে যুবতীটি আরদালির সঙ্গে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল—সে মিস্ ডোরথি ফিল্ডিং নহে, সে মেরী ট্রেণ্ট অর্থাৎ অধ্যাপক বটারফীল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী নামে পরিচিতা মিস্ বটারফীল্ড !

মেরী ট্রেণ্টকে সম্মুখে দেখিয়া মিঃ ব্লেক হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইলেন, কিন্তু শিষ্টাচার প্রদর্শনের ত্রুটি করিলেন না ; তিনি অস্ফুট স্বরে 'গুড মর্নিং' বলিয়া তাহাকে চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। এবং মেরী তাঁহাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি বোধ হয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ আমি রাইমা...কে ধরিয়া আনিয়া পকেটে পুরিয়া রাখিয়াছি কি না ?"

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইল মেরী কোন কারণে হৃদয়ে কঠিন আঘাত পাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে, এ অবস্থায় তাহাকে কঠোর বিদ্রূপ না করিলেই তাঁহার পক্ষে শোভন হইত। তিনি দেখিলেন মেরীর চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, সারারাত্রি ঘুমাইতে না পারায় তাহার চোখের কোণে কালী পড়িয়াছে, গভীর দুশ্চিন্তায় তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এবং যথাসাধ্য চেষ্টায় সে অশ্রুরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মেরীর অবস্থা দেখিয়া মিঃ ব্লেকের কোমল হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল ; সেই চতুরা নারী তাঁহার করুণা লাভের আশায় মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া অভিনয় করিতেছিল—এ সন্দেহ তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

মেরী তাঁহার নিষ্ঠুর প্রশ্নে (at his almost brutal question)

কিছু মাত্র অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তাঁহার জীবন যি ভাবে বিপন্ন হইয়াছে তাহা আমার অজ্ঞাত নহে, এবং আমার বিশ্বা আপনিও তাহা জানেন। এই জন্যই আমি আপনার সহায়তা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। আমাদের সম্বন্ধে আপনার ধারণা যতই মন্দ হউক বিপদের সময় আপনার ন্যায় সদাশয় স্বদেশীয় ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা কর আমার বোধ হয় অসঙ্গত নহে। এই বিদেশে স্বদেশের একটি বিপন্ন নারীকে সাহায্য করিতে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না—ইহা কি আশা করিতে পারি না? আমাদের দুর্দ্দিনে আপনি বিমুখ হইলে আমি আর কাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারি? আমাকে সাহায্য করিতে পারে এরূপ শক্তিই বা অন্য কাহার আছে?"

মেরীর কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি তাহার কথায় বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কি বলিলে? তুমি আমার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ?—তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে তুমি উপহাস করিতেছ! তুমি বোধ হয় জান না রাইমারের সহিত গোপনে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই সময় আমি তাহাকে সতর্ক করিয়াছিলাম; তাহাকে বলিয়াছিলাম যদি সে সৎপথ ত্যাগ করিয়া কুপথে চলিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারে, চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি সে সম্মুখে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিপজ্জালে জড়ীভূত হইতে হইবে, এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে। —আমার কথা শুনিয়া কাল রাত্রে সে আমাকে কি বলিয়াছিল জান? সে শপথ করিয়া আমাকে বলিয়াছিল সে ও তুমি—তোমরা উভয়েই অসৎ পথ ত্যাগ করিয়া এখন সৎ পথেই চলিতেছ! কোন কুমতলব আর তোমাদের মনে স্থান পায় না।—সে শপথ করিয়া একথাও বলিয়াছিল যে, যে যাত্রিদলের সহিত সে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছে তাহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য সাধু। আমি তাহার কথায় বিশ্বাস করিনাই, তাহাকে মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলাম সে

মিথ্যা কথায় আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি তাহার গতি বিধি লক্ষ্য করিব একথাও তাহাকে জানাইয়াছিলাম। সে কি খেলা খেলিতেছিল তাহা এখনও আমি জানিতে না পারিলেও একথা জানিতে পারিয়াছি যে, সে কোন দুরভিসন্ধিতে লি-টুনের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিল। আমি জানিতাম প্রচুর লাভের সম্ভাবনা থাকিলে লি-টুন কোন অপকার্য্যেই হস্তক্ষেপণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না।"

মেরী বলিল, "আপনি আগে আমার কথাগুলি শুনিলে ভাল হয়।"

মিঃ ব্লেক তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "না, আগে আমার কথাগুলি শেষ করি, তাহার পর তোমার কথা শুনিব। রাইমারের সহিত আমার কথাবার্ত্তা শেষ হইলে আমি মিসেস্ ফিল্‌ডিংএর আক্রমণঘটিত সকল কথা জানিতে পারি। যে রঙিন পুতুলটি তিনি শিঙ্গাপুর হইতে কিনিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত পরিচয় আমার কর্ণগোচর হইয়াছিল। সে পরিচয় তুমি অবগত আছ; রাইমারও তাহা জানে। তুমি কি জান না যে কাল রাত্রে লি-টুন আউলিংএর গুলীতে নিস্তার-মুক্তি লাভ করিয়াছে?"

মেরী স্তম্ভিত ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, হঠাৎ সে কোন কথা বলিতে পারিল না; অবশেষে বলিল, "তিনি সেই পুতুলটার বিশেষত্ব সম্বন্ধে কোন কথা প্রথমে জানিতে পারেন নাই। মিসেস্ ফিল্‌ডিং আক্রান্ত হইবার পর তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। তবে আপনি একথা বিশ্বাস না করিলে জোর করিয়া ত আপনাকে বিশ্বাস করাইতে পারিব না। আমি স্বীকার করিতেছি আমরা যে উদ্দেশ্যে যাত্রীদল সংগ্রহ করিয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্যটি একটু—কি বলি—বাঁকা রকমেরই ছিল, কিন্তু এখন আর সে মতলব নাই; সে সকল ফন্দি ঘুচিয়া গিয়াছে। (that is all over now) লি-টুন নিহত হইয়াছে—এ সংবাদ আপনি এত শীঘ্র কিরূপে জানিতে পারিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু সংবাদটি সত্য। আউ-লিংই রাইমারকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ঐ সংবাদটিও আমি জানিতে পারিয়াছি।"

রাইমার তাঁহাকে মিথ্যা কথায় প্রতারিত করিবার চেষ্টা করায় তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মেরীর কাতরতায় তাঁহার মন অনেকটা নরম হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক কোনও নারীর মনে কষ্ট দিতে পারিতেন না, এমন কি কোন দুঃশীলা রমণী তাঁহাকে প্রতারিত করিলেও তিনি অবস্থা বিবেচনায় তাহাকে প্রসন্ন মনে ক্ষমা করিতেন। মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্বার বলিলেন, "তুমি কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই।"

মেরী বলিল, "রাইমারের জীবন বিপন্ন হইয়াছে। আমি আউলিং-এর নিকট হইতে একখান পত্র পাইয়াছি। আপনি সেই পত্রখানি পাঠ করিবেন কি? যদি আমি বিপদে পড়িয়া নিরুপায় না হইতাম, তাহা হইলে আপনার কাছে কখন সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিতাম না। হাঁ, আমি অন্য সকলের কাছে যাইতে পারিতাম, কিন্তু আপনার মত মহাশক্রর নিকট আসিতাম না। আপনার নিকট আসিয়াছি কেবল প্রাণের দায়ে। আমি জানি এই দুঃসময়ে আমাকে সাহায্য করিতে পারে যদি এরূপ কেহ থাকে তবে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব আপনিই সেই লোক। আমি অন্য কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না; অন্য কেহ আমার কোন উপকার করিতে পারিত না, কেবল অনর্থক সময় নষ্ট হইত। আমি জানি অনুনয় বিনয়ে আপনাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিব না; কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য আপনার যে কোন অপমানজনক প্রস্তাবেও আমি সম্মত আছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হক্সটন রাইমারের প্রতি তোমার যে অগাধ বিশ্বাস!"

মেরী অসঙ্কোচে বলিল, "আমি তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আউ-লিং কি চিঠি লিখিয়াছে দেখি! তুমি একটা সিগারেট লইয়া ততক্ষণ ধূমপান করিতে পার। যদি ইচ্ছা হয়, বল, আমি তোমাকে এক পেয়ালা কাফি আনিয়া দিই। তোমাকে অত্যন্ত শ্রান্ত দেখিতেছি।"

মেরী বলিল, "না থাক, ধন্যবাদ; তবে একটা সিগারেট লইতে আমার আপত্তি নাই। পত্রখান আপনাকে দেখাইতেছি।"

মেরী তাহার হাত-ব্যাগ খুলিয়া একখানি পত্র বাহির করিল। পত্রখানি পাতলা কাগজে লেখা, এবং তাহা ভাঁজ করিয়া সেই ব্যাগে রাখা হইয়াছিল। মেরী সতর্ক ভাবে ভাঁজ খুলিয়া তাহা মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিল। পত্রখানির হস্তাক্ষর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহার ভাষার মধ্যেও বিন্দুমাত্র জটিলতা ছিল না।

পত্রখানি এইরূপ—

"লি-টুন আর জীবিত নাই। তুমি সন্ধান লইলে জানিতে পারিবে একথা সত্য। হ-রা এই পত্রলেখকের হস্তে বন্দী হইয়াছে। তাহাকে যে স্থানে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে কোন ইংরাজ সেই স্থানে গিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না, এবং কোন ইংরাজ কোন কারণে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার চেষ্টা সফল হইবে না। যদি আজ রাত্রি বারটা বাজিবার পূর্ব্বে লাক্ষারঞ্জিত পুতুলটি পত্রলেখকের হস্তগত না হয়, তাহা হইলে রাত্রি বারটার সময় হ-রার মৃত্যু অনিবার্য্য। পত্রলেখকের এই দাবী কোন কারণে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষিত করিবার চেষ্টা হইলে তাহার ও তোমার সর্ব্বনাশ হইবে—একথা বিশ্বাস করিতে পার। আজ বেলা বারটার সময় তুমি আর একখানি পত্র পাইবে; পূর্ব্বোক্ত পুতুলটি কোথায় এবং কাহার হস্তে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা তুমি সেই পত্রেই জানিতে পারিবে। যদি তুমি এই পত্র অন্য কাহাকেও দেখাইতে ইচ্ছা কর—তাহাতে এই পত্রলেখকের কোন আপত্তি নাই। আউ-লি।"

মিঃ ব্লেক পত্রখানি নিঃশব্দে পাঠ করিয়া তাহা ভাঁজ করিয়া মেরীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন, তাহার পর মৃদু স্বরে বলিলেন, "পত্রখানি কৌতূহলোদ্দীপক বটে। 'ভগবান বুদ্ধ' নামক হীরকখানি এখন কোথায় কাহার নিকট আছে, এসংবাদ তাহার সুবিদিত বলিয়াই মনে হইতেছে।"

মেরী মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে আড়চোখে চাহিয়া তাহার মনের ভাব

না হউক, আউ-লিংএর বিষ-দাঁত ভাঙ্গিবার জন্য আপনি আমাদের ন অপরাধ উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আউ-লিং আপনার ধান শত্রু, আপনার সেই মহাশত্রুকে আমি লক্ষ লক্ষ মুদ্রামূল্যের হীরক য়া তাহার বলবৃদ্ধি করিব—ইহা কখন আপনি প্রার্থনীয় মনে করিতে রেন? এই হীরকের মূল্যের তুলনায় রাইমারের জীবন আপনার নিকট নতান্তই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর।"

মিঃ ব্লেক স্তব্ধভাবে মেরীর সকল কথা শুনিলেন। তিনি পূর্ব্বেও এই ন্দরী চতুরা নারীর কূটবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে যে তাঁহার চন্তার ধারা এভাবে আয়ত্ত করিতে পারিবে—ইহা তিনি পূর্ব্বে কোনও দিন ধারণা করিতে পারেন নাই। তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন—যদি রাইমার তাহার বুদ্ধির শিকি অংশেরও অধিকারী হইত, তাহা হইলে রাইমারকে বুদ্ধির যুদ্ধে বহুবার পরাজিত করা তাঁহার সাধ্য হইত না। এই নারী যদি কোন দিন রাইমারের ভাগ্যের সহিত নিজের ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত করে (link her fate with that of Huxton Rymer) তাহা হইলে তাহারা উভয়ে একযোগে জগতের অজেয় দস্যু বলিয়া পরিগণিত হইবে, এবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন। রাইমার তাহার সহায়তায় বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। দীর্ঘকাল হইতে সে মেরীর সহায়তা লাভ করিতে পারিলে, মেরীর বুদ্ধিতে পরিচালিত হইলে এতদিন অর্থাভাবে হাহাকার করিয়া দেশে দেশে তাহাকে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া বেড়াইতে হইত না, ইহাও তিনি মনে মনে স্বীকার করিলেন।

মিঃ ব্লেক মেরী ট্রেণ্টকে অনায়াসেই বলিতে পারিতেন, লি-টুনের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত-ভার হংকংএর পুলিশই গ্রহণ করিবে; এই ব্যাপারে তাঁহার হস্তক্ষেপণ নিষ্প্রয়োজন, এবং তাহার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা। মিঃ ব্লেক সনিয়াটির নিকট লি-টুনের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর জিলমের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন; কারণ সনিয়াটির উক্তি সত্য হইলে, তিনি বুঝিয়াছিলেন, আউ-লিং স্বয়ং লি-টুনকে

গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছেন ; আর যদি তিনি স্বয়ং তাহাকে হত্যা করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন অনুচর তাঁহার আদেশে তাহাকে গুলী করিয়া মারিয়াছে। এঅবস্থায় আউ-লিংই এই নরহত্যার জন্য দায়ী। আউ-লিং যদি সত্যই হংকংএ বা হংকংএর এলাকাভুক্ত কোন স্থানে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে এই ভাবে নরহত্যা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিবেন,. মিঃ ব্লেক তাঁহাকে সেরূপ সুযোগ দিবেন না, এইরূপই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি আউ-লিংকে আয়ত্ত করিতে এবং তাঁহার দমনের উদ্দেশ্যেই হংকংএ আসিয়াছিলেন,--মেরী ট্রেণ্টের এই অনুমান মিথ্যা নহে ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না ; এ জন্য এসম্বন্ধে তিনি আর কোন কথা বলিলেন না।

'ভগবান বুদ্ধ' নামক হীরকখণ্ড লইয়া যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং রাইমার আউ-লিংএর হস্তে বন্দী হওয়ায় যে নূতন সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা মূল কর্ত্তব্যের একটা অংশ মাত্র (অর্থাৎ 'বোঝার উপর শাকের আটি') মনে করিয়া তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন না ; কিন্তু তাঁহার মনে হইল রাইমার যদি লোভাতিশয্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিপদকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিজের উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করা তাহারই কর্ত্তব্য। এজন্য অন্যের সহায়তা লাভের আশা করা তাহার পক্ষে সঙ্গত নহে।

কিন্তু রাইমারের জীবন বিপন্ন হইয়াছে—ইহা বুঝিতে পারিয়া মেরী তাঁহার নিকট যে ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিল—তাহার মর্ম্ম তিনি বুঝিতে পারিলেন। যদি তিনি রাইমারকে আউ-লিংএর কবল হইতে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে 'ভগবান বুদ্ধ' নামক হীরকখানি সে আউ-লিংকে না দিয়া তাহার হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে—এবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। সুতরাং রাইমারকে আউ-লিংএর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া সেই মহামূল্য হীরকখানি হস্তগত করিতে তিনি আপত্তির কোন কারণ দেখিলেন না, এবং মেরীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত আছেন, একথা তাহার নিকট স্বীকার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিলেন না।

কয়েক মিনিট চিন্তার পর মিঃ ব্লেক মেরীকে বলিলেন, "যদি আমি ামার প্রার্থনা পূর্ণ করি, তুমি যে সাহায্য চাহিতেছ—তোমাকে সেইরূপ হায্য করিতে সম্মত হই, তাহা হইলে তুমি আমার সহায়তা লাভের পর সেই রাখানি সরাইয়া ফেলিয়া আমাকে প্রতারিত করিবে না—ইহার যথাযোগ্য মিন দিতে প্রস্তুত আছ ?"

মেরী বলিল, "আমি স্বয়ং এবং রাইমারের পক্ষ হইতে আপনার নিকট অঙ্গীকার করিব, সেই অঙ্গীকার পালন করিব—আমার একথায় কি াপনি নির্ভর করিতে পারিবেন না ? আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না—ইহা াপনি বিশ্বাস করিতে পারেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভগবান বুদ্ধ নামক জহরতখানি সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় কি ?"

মেরী বলিল, "তাহা যাহাতে আপনার হস্তগত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "বেশ, আমার যাহা সাধ্য, তাহা করিব। (I'll do what I can.) তোমরা যে ধনাঢ্য যাত্রীদল লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছ, তাহাদের জন্য তোমাদের এত কষ্ট স্বীকারের উদ্দেশ্য কি তাহাই এখন বল।"

মেরী বলিল, "আপনাকে কিছুই আর লুকাইব না। ব্যাপারটা আদৌ জটিল নহে। কথা ছিল আজ আমরা ক্যান্টন নগরে যাত্রা করিব।—হঠাৎ বাধা বিঘ্ন না ঘটিলে আজই আমরা হংকং হইতে ক্যান্টনে যাত্রা করিতাম, কিন্তু আমরা ক্যান্টনে পৌঁছিতাম না; অর্থাৎ যাত্রী দলের কাহাকেও সেখানে পৌঁছিতে না হয়, সকলে দস্যুহস্তে পড়ে, তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। আপনি বোধ হয় য়েন-উই নামক বোম্বেটের নাম শুনিয়াছেন, সে চীনের উপকূলে 'নদীর বাঘ' নামে প্রসিদ্ধ। সে আমাদের ক্যান্টনগমনে বাধাদান করিত। আমাদের দলের সমস্ত লোককে বাঁধিয়া একটি দুর্গম গ্রামে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানে সকলেই আটক থাকিত; বাহিরের

কোন লোক সেই গ্রামে গিয়া যাত্রীদের উদ্ধার করিবে তাহার উপায় ছিল না। তাহার পর তাহাদের নিকট মুক্তিপণের দাবী করা হইত। যথাযোগ্য মুক্তিপণ দিলে তাহাদিগকে মুক্তিদান করা হইত। বোম্বেটেদের এই নিষ্ঠুরাচরণের সহিত আমাদের কোন সংস্রব ছিল, এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইত না; যাত্রীরা সকলেই বিশ্বাস করিত চীনা বোম্বেটে-গুলার অত্যাচারেই তাহাদিগকে ঐরূপ দণ্ডভোগ করিতে হইল। তাহারা মুক্তিলাভের জন্য হয় চেক সহি করিয়া দিত, না হয় বরাতি চিঠি দিত, আমি বা রাইমার তাহা লইয়া হংকংএ ফিরিয়া আসিতাম। টাকা লইয়া যাইবার পর তাহাদিগকে মুক্তিদান করা হইত। আমাদের দলে যে কয়েক জন যাত্রী আছে তাহাদের সকলেই লক্ষপতি, অথবা ঐরূপ ঐশ্বর্য্যশালী লোকের কোন পরমাত্মীয়; সুতরাং প্রত্যেকের মুক্তিপণ দশ বার হাজার পাউণ্ডে উঠিত, ইহা আপনি অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারেন? বোম্বেটেদের কিছু বখরা দিয়া বাকি টাকা আমরাই আত্মসাৎ করিতাম।"

মিঃ ব্লেক সকল কথা শুনিয়া রাইমারের ও মেরীর শয়তানীর বহর বুঝিতে পারিলেন; কি ভীষণ ষড়যন্ত্র, কি পৈশাচিক বিশ্বাসঘাতকতা! যাহারা আমাদের দেশকে 'মীরজাফরের দেশ' বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, তাহাদের দেশে যে সকল রাইমার ও মেরী বর্তমান, মিরজাফর কি (তাহাদেরই ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতে পারি)—তাহাদের জুতার ফিতা খুলিবারও যোগ্য? কিন্তু যে দেশে রাইমার ও মেরী আছে, সে দেশে ব্লেকের ন্যায় মহাপ্রাণ মানবহিতৈষীরও অভাব নাই; সে দেশে পরহিতে আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন এরূপ মহানুভব মহাত্মার সংখ্যা বিরল নহে। মিঃ ব্লেক মেরীর নিকট এই সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, তোমাদের এই ফান্দিটি অতি সহজ, কেহ যে তোমাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ ষড়যন্ত্রটা অতি সহজেই সফল হইত। কিন্তু তোমরা য়েন-উইএর সহায়তায় হীন স্বার্থসিদ্ধির সঙ্কল্প করিয়া আগুন লইয়া

না করিতে উদ্যত হইয়াছিলে! আমার বিশ্বাস, তোমাদের এই ষড়যন্ত্রে ট্রুন মধ্যস্থতার ভার গ্রহণ করিয়াছিল।"

মেরী অম্লানবদনে বলিল, "আপনার অনুমান সত্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি বলিলে না—যাত্রীরা সকলেই লক্ষপতি বা হাদের নিকটআত্মীয় ?"

মেরী বলিল, "হাঁ, আমরা বাছিয়া বাছিয়া ঐরূপ যাত্রীই সংগ্রহ করিয়া লাম। প্রয়োজন হইলে প্রত্যেকেই দশ বার হাজার পাউণ্ড মুক্তিপণ দিতে রিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রত্যেকের নিকট ন্যূনকল্পে কত টাকা মুক্তিপণ দায়ের সঙ্কল্প করিয়াছিলে ?"

মেরী হাসিয়া বলিল, "কাহারও সাধ্যের অতিরিক্ত দণ্ড না লাগে সে কে আমাদের লক্ষ্য ছিল। আমরা কাহারও নিকট দশ হাজার পাউণ্ডের দিক মুক্তিপণ আদায় করিতাম না। মুক্তিলাভের জন্য তাহাদের প্রত্যেকেই হাজার পাউণ্ড দরিয়ায় ঢালিতে পারিত। আটজন যাত্রীর নিকট তি সহজেই আশি হাজার পাউণ্ড মুক্তিপণ আদায় হইত; তন্মধ্যে য়েন-উইএর সঙ্গে রফা হইয়াছিল, সে কুড়িহাজার পাউণ্ড পাইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মধ্যস্থ লি-ট্রুনকে কত দিতে হইত ?"

মেরী বলিল, "উহার অর্দ্ধেক, দশ হাজার পাউণ্ড। অর্থাৎ দুইজনের ক্তিপণে য়েন-উইএর, এবং আর একজনের মুক্তিপণে লি-ট্রুনের দাবী রিশোধ হইত; অবশিষ্ট পাঁচ জনের মুক্তিপণ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড আমাদের রিশ্রমের পক্ষে নিতান্ত অল্প হইত না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অল্প ? কয়েকটা নির্বোধ স্বর্ণ-গর্দ্দভের বোঝা বহিয়া ই মাসে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন—অল্প ? তা তোমরা অতি মৎকার ফিকির করিয়াছিলে, কিন্তু কোথা হইতে 'ভগবান বুদ্ধ' হঠাৎ এই ্যাপারের মধ্যে আসিয়া-পড়িয়া তোমাদের ফন্দি ফিকির সমস্তই উল্টাইয়া দল! নামটারই দোষ। ভগবানের অনুগ্রহ হইলে সকল বিপদ কাটিয়া যায়।"

মেরী বলিল, "কিন্তু সেই হীরাখানা লক্ষ পাউণ্ডে ইয়ুরোপের যে কোনও রাজভাণ্ডারে বিক্রয় হইতে পারিত; তাহা উপেক্ষার যোগ্য নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এইজন্যই তাহার প্রতি তোমাদের এইরূপ দুর্দ্দমনীয় লোভ! আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব যে, এই মহামূল্য হীরক তুমি আমার হস্তে অর্পণ করিবে? কার্য্যোদ্ধারের পর তুমি যদি আমাকে বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া তোমার স্বাভাবিক চাতুর্য্যের পরিচয় দাও—তখন? তুমি তোমার অঙ্গীকারে আমাকে নির্ভর করিতে অনুরোধ করিতেছ; কিন্তু তোমার অঙ্গীকারের কোন মূল্য আছে—ইহা কোনও দিন সপ্রমাণ করিতে পারিয়াছ কি?"

মেরী বলিল, "আপনি আমার অঙ্গীকারে নির্ভর না করিলে আমি নিরুপায়। দেখুন মিঃ ব্লেক, আমি স্বীকার করিতেছি আমার মত চপল-মতি, চতুরা, প্রগল্‌ভা নারীর অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে কোন ভদ্রলোকের প্রবৃত্তি না হওয়াই স্বাভাবিক; আমার কথা বিশ্বাস না করিলে আমি আপনার দোষ দিতে পারিব না। কিন্তু আমার কাতর প্রার্থনা, আপনি অজ্ঞাতের সেই সকল ঘটনা বিস্মৃত হউন, সেই সকল অপ্রীতিকর কথা ভুলিয়া যাউন। যদি আউ-লিংএর দাবী উপেক্ষিত হয় তাহা হইলে রাইমারের ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা ত আপনি জানিতে পারিয়াছেন। রাইমার আউ-লিংএর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিলে আপনার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই; আপনার অনিষ্ট করিবে—সে সাধ্য তাহার নাই। আপনার প্রতি-দ্বন্দ্বিতারও সে যোগ্য নহে। এঅবস্থায় আপনি তাহাকে মুক্তিদান করিতে কেন কুণ্ঠা বোধ করিবেন? আপনি তাহাকে প্রাণভিক্ষা দিলে সে আপনার গোলাম হইয়া থাকিবে। আমি জানি সে কৃতঘ্ন নহে। আপনি তাহার প্রাণরক্ষা করিয়া এই অভাগীর মৃতপ্রায় দেহে জীবনসঞ্চার করুন, আমার জীবন ব্যর্থ করিবেন না; আমার জীবনের সকল আনন্দ, সুখ, শান্তি, কল্যাণ পদাঘাতে চূর্ণ করিবেন না মিঃ ব্লেক!"—মেরী হঠাৎ উঠিয়া

ডাইয়া দুই হাতে মিঃ ব্লেকের হাত দুইখানি ধরিয়া, অনর্গল অশ্রুপ্রবাহে াহার উভয় করতল প্লাবিত করিল।

মিঃ ব্লেক তাহার অশ্রুপ্লাবিত বেদনাভরা কাতর নেত্রের দিকে চাহিয়া াদ্র স্বরে বলিলেন, "তাহার অমঙ্গল আশঙ্কায় কেন তুমি এরকম বিহ্বল ইতেছ মেরী?"

মেরী গালের অশ্রুধারা মুছিয়া বলিল, "আমি তাহাকে ভালবাসি, আমি তাহার প্রণয়িণী। এই অভাগীকে দয়া করুন মিঃ ব্লেক! আমি আপনার এক বিন্দু করুণার ভিখারিণী।"

মিঃ ব্লেক রাইমারের পূর্ব্ব অপরাধ বিস্মৃত হইলেন; তাঁহার হৃদয় করুণা-ধারায় প্লাবিত হইল। তিনি মেরীর মস্তকে করতল রাখিয়া স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "আমি প্রেমের মর্য্যাদা ও গৌরব জানি; আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। তুমি হোটেলে ফিরিয়া যাও, তোমার সহযাত্রীদের জানাও—বিশেষ কোন কারণে আজ তোমরা ক্যান্টনে যাত্রা করিতে পারিবে না। আজ সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থাকিবে; একখানি অস্ত্রও সঙ্গে রাখিবে। আমি তোমাকে সংবাদ পাঠাইব; কিন্তু আমার নিকট হইতে কখন সংবাদ পাইবে—তাহা এখন বলিতে পারিব না। তুমি কোন কারণে হোটেলের বাহিরে যাইবে না, যদি আমার নিকট হইতে সংবাদ পাও, বাহিরে যাইবার অনুমতি পাও—তাহা হইলেই বাহিরে যাইবে; আমার অঙ্গীকারে তুমি নির্ভর করিতে পার।"

মেরী বলিল, "আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারিব না? আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ব্যাকুলতা দমন কর; আমার সঙ্গে তোমার যাইবার সুবিধা হইবে না। তুমি কোথায় যাইবে? নারী সকল স্থানে পুরুষের অনুসরণ করিতে পারে না, এবং তাহা কর্ত্তব্যও নহে। তুমি যাও, আমাকে এই মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত হইতে হইবে।"

মেরী ভাবিল, "হায়! পুরুষের দৃষ্টিতে নারী এতই ক্ষুদ্র?"

নবম চাল

দেনা পাওনা

সেই দিন সায়ংকালে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে দুইজন চীনাম্যান শ্রমজীবী হংকংএর বন্দরে আসিয়া একখানি ক্ষুদ্র সাম্পানে আরোহণ করিল; কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই সাম্পানখানি কৌলুন অভিমুখে ধাবিত হইল।

সেই সময় বন্দর হইতে সাম্পান যোগে সমুদ্রযাত্রা অসমসাহসের কার্য্য বলিয়াই মনে হইত, কারণ সেই দিন মধ্যাহ্ন হইতে আকাশ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; প্রকৃতি স্তব্ধ, স্তম্ভিত; বন্দরে ও ঘাটিতে ঘাটিতে আসন্ন ঝটিকার সম্ভাবনা-জ্ঞাপক পতাকাসমূহ উড্ডীন হইতেছিল। (the storm signals had been flying) বেতারে দিক্‌দিগন্তে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল—ফরমোজা দ্বীপ হইতে যে ভীষণ বাত্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা যে কোনও মুহূর্ত্তে হংকং আক্রমণ করিতে পারে।—এই জন্যই সতর্কতাবলম্বনের কোন ব্যবস্থার ত্রুটি হয় নাই।

প্রচণ্ড ঝটিকার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজগুলি (big liners) আশ্রয় গ্রহণের জন্য কৌলুনের অন্তর্ব্বর্ত্তী পোতাশ্রয়ে নঙ্গর করিয়াছিল। কোন কোন জঙ্ক ঝটিকার ভয়ে তাড়াতাড়ি বন্দরের দিকে ধাবিত হইতেছিল। তখনও 'ফেরী ষ্টীমারে' পারাপারের কায চলিতেছিল; কিন্তু রাত্রি আটটার সময় তাহা রহিত করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এরূপ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের আশঙ্কা সত্তেও একখানি ক্ষুদ্র সাম্পান বন্দর ত্যাগ করিল। সাম্পানের আরোহীদ্বয়ের এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইলে সকলেই তাহাদিগকে পাগল মনে করিত; কিন্তু অন্ধকারে কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিল না।

ক্রমশঃ আকাশ ও সমুদ্রের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল। বায়ুর বেগ বল হইল; কিন্তু সাম্পানের আরোহীদ্বয় আসন্ন দুর্য্যোগের আভাস খিয়াও ভীত হইল না। তাহাদের একজন মাঝির ও দ্বিতীয় ব্যক্তি দাঁড়ির াৰ্য করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে সাম্পানখানি ফেরি-ঘাট হইতে আর ষ্টিগোচর হইল না।

যাহা হউক, সেই সাম্পান নিরাপদেই কৌলুনে উপস্থিত হইয়া দুইটি জেটির ব্যবধানে তীরে ভিড়িতে পারিল। তখন অন্ধকার এরূপ গাঢ় ইয়াছিল যে, দুই হাত দূরের বস্তুও দেখিবার উপায় ছিল না; তথাপি াম্পানের চালকদ্বয় একখানি লগি পুঁতিয়া তাহাতে তাহা বাঁধিয়া রাখিল। াহারা বুঝিতে পারিল ঝটিকা-বেগ বর্দ্ধিত হইলে সাম্পানখানি সেই খুঁটা ইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে, তাহার চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া াইবে না; কিন্তু এই সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাহারা তাহা সেখানে সুরক্ষিত করিবার কোন ব্যবস্থা করিল না।

সাম্পানের আরোহীদ্বয় তীরে উঠিয়া কৌলুনের পথের দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু যে সকল প্রশস্ত পথ দীপালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহারা সে পথে না চলিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। সেই পথের দুইদিকে যে সকল গৃহ ছিল ঝটিকার আশঙ্কায় তাহাদের দ্বার জানালাগুলি পূর্ব্বেই রুদ্ধ হইয়াছিল; এই জন্য কোন গৃহবাসী শ্রমজীবিদ্বয়কে দেখিতে পাইল না। পথে তখন জনপ্রাণীরও সমাগম ছিল না।

তাহারা ধীরে ধীরে স্থানীয় বাজারের দিকে অগ্রসর হইল। বাজারের কোন কোন দোকান তখনও খোলা ছিল, এবং সেই সকল দোকানে যে সকল কেরোসিনের টিমি জ্বলিতেছিল, তাহা হইতে প্রচুর ধূম ও অল্প আলোক বিকীর্ণ হইতেছিল; তথাপি সেই আলোকে কোন দোকানের লোক যদি তাহাদের মুখ দেখিতে পায়—এই আশঙ্কায় তাহারা তাহাদের দেহের আবরণ-বস্ত্রে মুখের অধিকাংশ আচ্ছাদিত করিয়া সতর্ক ভাবে চলিতে লাগিল। তাহারা কোন কোন দোকানে দোকানদারকে তাহার

পণ্যদ্রব্য-সম্ভার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ দোকানই নির্জ্জন।

শ্রমজীবিদ্বয় অবশেষে একখানি দোকানের সম্মুখে আসিয়া দোকানের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দোকানদার একটি বৃদ্ধ চীনাম্যান। সে তাহার দোকানে পণ্যদ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিয়া খাটিয়ায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিল। আগন্তুকদ্বয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া সেই দোকানে প্রবেশ করিল; কিন্তু দোকানদার তাহাদিগকে দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইল না। সে নিবিষ্ট-চিত্তে ধূমপান করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু অর্দ্ধমুদিত, দেহ স্থির; কেবল তাহার মুখ-বিবর হইতে ধূমরাশি নিঃসারিত হইয়া প্রতিপন্ন করিতেছিল লোকটি সচেতন।

বৃদ্ধ দোকানদার নিস্তব্ধ ভাবে খাটিয়ায় উপবিষ্ট থাকিলেও আগন্তুকদ্বয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল; আগন্তুকদ্বয় দোকানে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে সে নড়িয়া-চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। তাহারা কি কিনিতে আসিয়াছে তাহা জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল। কিন্তু সে ধূমপানে বিরত হইয়া আগন্তুকদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিতেই শ্রমজীবিদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি খর্ব্বকায়—সে দোকানদারের দেহের উপর বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া, দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল! তাহার আক্রমণ এরূপ আকস্মিক যে, আক্রান্ত হইয়া দোকানদার কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিল না। সেই সুযোগে দ্বিতীয় শ্রমজীবী রেশমী সূতার একটি ছোট গুলী তুলিয়া লইয়া, চক্ষুর নিমেষে তাহা সেই দোকানদারের মুখে গুঁজিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল, তাহার পর সে দোকানের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই ম্লান দীপালোকে কিছু দূরে পাটের দড়ির একটি বেঁটে দেখিতে পাইল। সে সেই দড়ির কিয়দংশ খুলিয়া লইয়া তাহার সঙ্গীর সাহায্যে তাহার তিন চারি তার শক্ত করিয়া পাকাইয়া লইল, এবং তদ্দ্বারা দোকানদারের পদদ্বয়ের সহিত তাহার দুই হাত একত্র বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর তাহারা তাহাকে টানিয়া তুলিয়া, ধরাধরি করিয়া দোকানের পশ্চাদ্বর্ত্তী অংশে বহিয়া

লইয়া চলিল। দোকানের সেই অংশটি তাহার পণ্যদ্রব্য সমূহের গুদামরূপে ব্যবহৃত হইত। তাহারা তাহাকে মেঝের উপর কতকগুলি পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বস্তার আড়ালে ফেলিয়া রাখিল। এই সকল কার্য শেষ করিতে দুই তিন মিনিটের অধিক সময় লাগিল না, এবং সেই সময়ের মধ্যে কাহারও মুখ হইতে কোন কথা নিঃসারিত হইল না।

এইবার খর্ব্বকায় শ্রমজীবী দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া দ্বারটি অর্গলরুদ্ধ করিল। অদূরে একটি কাচের জানালা ছিল, কিন্তু ধূলিরাশিতে তাহা এ ভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, বাহিরে দাঁড়াইয়া সেই বাতায়নের সাহায্যে ঘরের ভিতরের কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

আততায়ীদ্বয় অতঃপর যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, তাহাতেও বিশেষত্ব ছিল। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়, সে সেখানে পাহারায় থাকিয়া চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করিতে লাগিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি দোকানের পণ্যদ্রব্য-পূর্ণ আধারগুলি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। সেই সকল আধারের ব্যবধানে রঙ্গিন কাগজের দীর্ঘ পতাকাসমূহ সজ্জিত ছিল। সে সেই সকল পতাকা অপসারিত করিয়া দোকানের বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ অস্ফুটস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করিল।

তাহার সঙ্গী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কার্য্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সহসা খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিতে পাইল পণ্যদ্রব্যপূর্ণ একটি বৃহৎ সেল্ফ তাহার নিম্নস্থিত গোঁজের উপর হইতে অন্য দিকে ঘুরিয়া গেল!

যে ব্যক্তি সেই সেল্ফের নিকট দাঁড়াইয়াছিল, সে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ডিটেক্টিভ সার্জেন্ট সনিয়াটি, এবং দীর্ঘদেহ ব্যক্তি শ্রমজীবীর ছদ্মবেশধারী মিঃ ব্লেক!

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্ত মধ্যে সনিয়াটির পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং যে সেলফ্টি ঘুরিয়া গিয়াছিল, তাহার নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি গহ্বর দেখিতে পাইলেন। সেই গহ্বরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহার ভিতর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল

না; কিন্তু কয়েক মিনিট পরে সেই অন্ধকারের ভিতর তিনি একটি মৃদু আলোক-প্রভা দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক সনিয়াটিকে সঙ্গে লইয়া সেই গুহার ভিতর নামিয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগকে গুঁড়ি মারিয়া অতি কষ্টে নিম্নে অবতরণ করিতে হইল। কয়েক মিনিট পরে পূর্ব্বোক্ত আলোক-প্রভা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হইল। মিঃ ব্লেক অগ্রে চলিতেছিলেন; সহসা তিনি একটি স্থানে উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানে একটি সুড়ঙ্গের দ্বার লক্ষিত হইল। সুড়ঙ্গটি কোণাকোণী ভাবে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছিল। তাহার দুই পাশে ও ছাদে কাঠের আবরণ। সোপানগুলি অসমান। সুড়ঙ্গটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক পশ্চাতে ফিরিয়া সনিয়টিকে তাহার হাতিয়ার বাগাইয়া ধরিতে ইঙ্গিত করিলেন। (motioned for him to have his weapon ready) সনিয়াটি তৎক্ষণাৎ তাহা তাহার ঢিলা আস্তিনের ভিতর হইতে বাহির করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার অটোমেটিক হাতে লইয়া পূর্ব্বোক্ত সিঁড়ি দিয়া সুড়ঙ্গের ভিতর নামিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই সুড়ঙ্গের ভিতর আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটা উৎকট দুর্গন্ধ তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেকের অনুমান হইল—এই গন্ধটা চণ্ডুর ধূমের গন্ধ; তাহার সহিত কোন কোন মশলার গন্ধ মিশ্রিত ছিল।

সিঁড়ির একটা বেঁক ঘুরিয়া তাঁহারা সেই আলোকের আধারটি দেখিতে পাইলেন। একটি গুদামঘরের সম্মুখে তাহা স্থাপিত ছিল। উহা একটি বৃহৎ ল্যাম্পের আলোক। ল্যাম্পটি কেরোসিন তেলের; অনুচ্চ ছাদ হইতে যে শিকল ঝুলিতেছিল, ল্যাম্পটি তাহাতেই আবদ্ধ ছিল। ল্যাম্পের নীচে গুদামের মেঝের উপর তাঁহারা কতকগুলি প্যাকিংবাক্স ও বস্তা সঞ্চিত দেখিলেন। তাঁহাদের আশে পাশে রাশি রাশি পণ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হইয়াছিল। ঐ সকল সামগ্রী বিক্রয়ের প্রয়োজন হইলে গুদাম হইতে তাহা দোকান-ঘরে লইয়া যাওয়া হইত।

মিঃ ব্লেক সেই গুদামে প্রবেশ করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশ পর্য্যবেক্ষণের জন্য চারি দিকে ঘুরিতে লাগিলেন। তিনি ডান হাতের দিকে একটি খিলান দেখিতে পাইলেন, সেই খিলানের তলা দিয়া সুড়ঙ্গের সোপানশ্রেণী অন্য দিকে প্রসারিত। সেই সকল সোপান অতিক্রম করিয়া কোন্ দিকে কতদূর যাওয়া যাইত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; কারণ সেই অংশ দুর্ভেদ্য অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়াছিল। (vanished in impenetrable darkness).

মিঃ ব্লেক সনিয়াটিকে তাহার অনুসরণের জন্য ইঙ্গিত করিয়া সেই খিলানের নিম্নস্থিত সোপানশ্রেণী দিয়া অগ্রসর হইলেন এবং সেগুলি অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার সুড়ঙ্গের প্রবেশদ্বার দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় কি না তাহাই উৎকর্ণে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন সেখানে কোন মানুষ লুকাইয়া থাকিলে, কেহ তাহার সাড়াশব্দ না পায়—এজন্য সে সতর্ক ছিল।

মিঃ ব্লেকের এক হাতে পিস্তল ছিল, অন্য হাতখানি দিয়া তিনি পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া [illegible] এবং তাহার সুইচ টিপিয়া সুড়ঙ্গের কিছু দূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিলেন। সেই আলোকের সাহায্যে তিনি পুনর্ব্বার সুড়ঙ্গের ভিতর অগ্রসর হইলেন। সনিয়াটি অস্ত্র হাতে লইয়াই নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেক চলিবার সময় কয় পা চলিলেন তাহার হিসাব রাখিবার জন্য প্রতি পদক্ষেপে তাহা গণিতে লাগিলেন। (counted his steps as he went along) প্রতিবার পাঁচ পা গিয়া তিনি ক্ষণকাল থামিতে লাগিলেন; এই ভাবে কত পাঁচ পা চলিলেন তাহা গণিয়া রাখিলেন। তিনি এই ভাবে বাইশ বার গণনার পর যে স্থানে উপস্থিত হইলেন সেই স্থান হইতে সম্মুখে আর একটি দীপশিখা দেখিতে পাইলেন। আলোটি তখন অনেকখানি দূরে ছিল। তিনি কৌতূহল ভরে সেই আলোকের দিকে অগ্রসর হইতেই পশ্চাতে কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলেন; সেই

শব্দ শুনিবামাত্র তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার হাতের বিজলি-বাতি সেই দিকে প্রসারিত করিলেন।

বিজলি-বাতির আলোকধারা সেই দিকে বিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সেই আলোকে তিনি দেখিতে পাইলেন, দুইজন বলবান চীনাম্যান সনিয়াটিকে জড়াইয়া ধরিয়া ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা করিতেছিল! চীনাম্যানদ্বয় হঠাৎ সেখানে কোথা হইতে আসিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহার মনে হইল তাহারা যেন আচম্বিতে ভূগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল!

চীনাম্যানদ্বয়ের একজন সনিয়াটির গলা এভাবে টিপিয়া ধরিল যে, তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। সে যে আর্ত্তনাদ করিবে তাহারও উপায় রহিল না! মিঃ ব্লেক সনিয়াটির আততায়ীদ্বয়ের পশ্চাতে সেই সুড়ঙ্গ-গাত্রে একটি চতুষ্কোণ ফুকর দেখিতে পাইলেন। সুতরাং আততায়ী চীনাম্যানদ্বয় সেই ফুকর দিয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল; এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

আততায়ীদ্বয়ের একজন সনিয়াটিকে সেই সুড়ঙ্গের মেঝের উপর ফেলিয়া মাটীতে চাপিয়া ধরিল। সনিয়াটি তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। দ্বিতীয় ব্যক্তিও সনিয়াটিকে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু সে মিঃ ব্লেককে অদূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া এক লম্ফে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। (sprang to meet Blake,)

মিঃ ব্লেকের হাতে টোটাভরা পিস্তল ছিল, এবং আত্মরক্ষার জন্যও তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার আততায়ীকে হত্যা করা সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি তাহাকে হত্যা না করিয়াও পায়ে গুলী মারিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন; কিন্তু আততায়ীগণের সংখ্যা অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইল। তিনি তখন তাহাদের দুইজনকে সুড়ঙ্গ মধ্যে দেখিতে পাইলেও, সেই দলের আরও অনেকে পূর্ব্বোক্ত ফুকরের বাহিরে থাকিয়া তাহাদের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতেছিল বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। যদি তিনি তাঁহার আততায়ীকে গুলী করেন, তাহা

হইলে তাহার সঙ্গীরা উত্তেজিত হইয়া একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিবে ; তখন তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করা তাঁহার অসাধ্য হইবে, হয় ত তাহারা তাঁহাকে সেই স্থানে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।—এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই পিস্তল ব্যবহার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। যাহা হউক, তিনি গুলী ব্যবহার না করিলেও সেই পিস্তলের নল দিয়া তাঁহার আততায়ীর বাহুমূলে এরূপ প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিলেন তাহার হাত-খানি অবশ হইয়া ঝুলিয়া পড়িল, এবং সে মিঃ ব্লেকের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া যে তীক্ষ্ণধার ছোরাখানি উদ্যত করিয়াছিল তাহা তাহার অবশ হাত হইতে পদপ্রান্তে খসিয়া পড়িল !

অতঃপর মিঃ ব্লেক সেই পিস্তলের নলদ্বারা পুনর্ব্বার তাঁহার আততায়ীর ললাটে আঘাত করিলেন। পিস্তলের সবুজবর্ণ নলটি চীনাম্যানটার ললাটের চর্ম্ম বিদীর্ণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অচেতন দেহ সেই ফুকরের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইল। সেই মুহূর্ত্তে সনিয়াটিও সেই ফুকরের ভিতর অদৃশ্য হওয়ায় মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাহার ভিতর লাফাইয়া পড়িলেন।

মিঃ ব্লেক যে স্থানে লাফাইয়া পড়িলেন ঠিক সেই স্থানেই সনিয়াটি ও তাহার পিস্তলের নলের আঘাতে আহত চীনাম্যানটা পড়িয়া ছিল ; তাহাদের দেহ অসাড়, এবং কাহারও নড়িবার শক্তি ছিল না। মুহূর্ত্ত পরে তিনজনই সেই স্থান হইতে সবেগে দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। মিঃ ব্লেক সেই অন্ধকারে কোথায় নিক্ষিপ্ত হইলেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না ; তবে তিনি সশব্দে কঠিন মৃত্তিকায় নিপতিত হইয়াছেন ইহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। পড়িবার সময় তাঁহার উভয় জানুর উপর দেহের ভার পড়ায় জানুদ্বয়ে তিনি কঠিন আঘাত পাইলেন। সেই সময় কি একটা কঠিন পদার্থে তাঁহার পদস্পর্শ হইল ; তিনি তাহা হাতে লইয়া বুঝিতে পারিলেন তাঁহারই হস্তচ্যুত বিজলি-বাতি ! তিনি তাহার সুইচ টিপিবামাত্র তাহা হইতে উজ্জ্বল আলোকধারা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল।

মিঃ ব্লেক পশ্চাতে ধস্তাধস্তির শব্দ শুনিয়া সেই দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

তিনি দেখিলেন তাঁহার পশ্চাতে সনিয়াটি তাহার আততায়ীর সহিত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে! কিন্তু এবার সনিয়াটিকে পূর্ব্বের ন্যায় পরাজিত হইয়া বিপন্ন হইতে হয় নাই; সে চীনাম্যানটার টুঁটি ধরিয়া তাহাতে চাপ দিতেছিল।

মিঃ ব্লেক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার হাতের আলোক তাহাদের দেহের উপর বিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই আলোক-সম্পাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহারা উর্দ্ধস্থিত সুড়ঙ্গ-গর্ভ হইতে যেস্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন তাহা ভূগর্ভস্থ আর একটি পথ। এই পথটি দুই দিকে প্রসারিত ছিল। মিঃ ব্লেক সম্মুখের পথ দিয়া চলিবার মনস্থ করিলেন। তিনি বিজলি-বাতির আলোকের সাহায্যে দেখিতে পাইলেন, সনিয়াটির সহিত বাহুযুদ্ধে তাহার আততায়ী পরাস্ত হইয়াছিল, তাহার অবসন্ন দেহ সনিয়াটির পদপ্রান্তে নিপতিত ছিল। চীনাম্যানটার দেহ তখন সম্পূর্ণ স্থির। (the chinese lay perfectly still.)

মিঃ ব্লেক সনিয়াটির দিকে ফিরিয়া তাহার কানে কানে বলিলেন, "দেখ সনিয়াটি, সম্মুখে যে সোজাপথ দেখা যাইতেছে আমরা ঐ পথে চলিতে আরম্ভ করি। যদি আমাদের শত্রুদলের সংখ্যা অধিক হয় তাহা হইলে আমাদের জয় লাভের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। এ অবস্থায় আমরা পরাজিত হইবার পূর্ব্বে শত্রুদলের ভিতর দিয়া যাহাতে আমাদের দলের সঙ্গে মিশিতে পারি সেজন্য আমাদিগকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের সহযোগিগণের সহায়তা ব্যতীত এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভের আশা নাই। ঐ দিকে যে মৈথানি দেখা যাইতেছে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। ঘুরিতে ঘুরিতে পুনর্ব্বার আমাদিগকে এই দিকে আসিতে হইবে কি না কে বলিতে পারে?"

সনিয়াটি তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থনসূচক ইঙ্গিত করিয়া সেই পথে তাঁহার অনুসরণ করিল। কিছু দূর গমনের পর পথটি ডান দিকে বাঁকিল। সেই স্থানে আসিয়া মিঃ ব্লেক তাঁহার বিজলি-বাতির 'সুইচ' টিপিলেন, তাহার

উজ্জ্বল আলোকে এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। (an amazing sight met his eyes,)

তিনি বিজলি-বাতির আলোকে তাঁহার সম্মুখস্থ পথের কিছু দূরে সেই সুড়ঙ্গটির প্রান্তভাগ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন; সুড়ঙ্গের সেই প্রান্তে একটি সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। প্রিন্স আউলিং সাধারণতঃ যেরূপ কক্ষে বাস করিতেন, এই কক্ষটি সেই সকল কক্ষের অনুরূপ; সেই কক্ষটির বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল উহা প্রিন্স আউলিংএরই বাসের কক্ষ।

সেই কক্ষটির প্রধান বিশিষ্টতা এই যে, তাহার দ্বার জানালাগুলির সম্মুখে যে সকল পর্দ্দা প্রসারিত ছিল তাহা পীতবর্ণ; মাঞ্চুরাজবংশের কুলচিহ্নস্বরূপ ঐ রঙের পর্দ্দা এবং জাফ্রানী রঙের পরিচ্ছদ ব্যবহার তিনি রাজবংশের গৌরবের নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন, এবং মাঞ্চুরাজগণের রাজত্বকালে রাজবংশীয় নর নারী ব্যতীত কোন সাধারণ লোক, এমন কি, কোন প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা বা বিপুল শক্তিসম্পন্ন সৈন্যাধ্যক্ষেরাও ঐ বর্ণের পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিতে পারিতেন না। এতদ্ভিন্ন, সেই কক্ষে যে শয্যা প্রসারিত ছিল, যে সকল উপাধান, মশারী প্রভৃতি আস্তীর্ণ ছিল, সেগুলি সমস্তই পীতবর্ণের রাজ-চিহ্ন। সেই কক্ষে টেবিলের উপর তিনি একটি চতুষ্কোণ বৃহদাকার ডিবা দেখিতে পাইলেন, এই ডিবাটি রজতনির্ম্মিত; কিন্তু তাহা পান সুপারী বা মশলা রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত না। মিঃ ব্লেক জানিতেন—আউ লিং চীনদেশের যে শক্তিশালী রাজনীতিক সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিলেন, সেই সম্প্রদায় 'পীত-পতঙ্গ সম্প্রদায়' নামে প্রসিদ্ধ। সেই সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের নিদর্শনস্বরূপ আউ-লিং রৌপ্যনির্ম্মিত ডিবায় পীত-পতঙ্গ নামক ভয়ঙ্কর বিষধর পতঙ্গ পুরিয়া রাখিতেন। এই কারণে মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, যে কক্ষে ঐরূপ বৈচিত্র্য বর্ত্তমান, সেই কক্ষের অধিকারী আউ লিং, অন্য কেহ নহে।

কিন্তু এই প্রমাণই যথেষ্ট নহে; সেই কক্ষটি যে প্রিন্স আউ-লিংএর অধিকৃত, ইহার অকাট্য প্রমাণস্বরূপ আউ-লিং সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান

ছিলেন ; কিন্তু সেখানে তিনি একাকী ছিলেন না ; মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে আর একজনকেও আউ-লিংএর সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলেন। সেই ব্যক্তি মিঃ ব্লেকের স্বদেশবাসী—ইংরাজ, এবং হংকংএর ইংরাজ সমাজে অধ্যাপক এন্‌ড্রু বটারফীল্ড নামে পরিচিত!

মিঃ ব্লেক রাইমারের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, বরং তাহাকে প্রবঞ্চক, অর্থলোলুপ, জঘন্য প্রকৃতির তস্কর বলিয়া ঘৃণাই করিতেন ; তথাপি সে তাঁহার স্বদেশবাসী। তাঁহার স্বদেশবাসীর প্রতি পীতাঙ্গ আউ-লিংএর অপমানজনক ঘৃণিত ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল ; সহসা তাঁহার ক্রোধসমুদ্র আলোড়িত হইল। ইহা ইংরাজের স্বজাতি-বাৎসল্যেরই নিদর্শন। আমাদের দেশে যদি কোন বিদেশী বা বিধর্ম্মী আমাদের কোন শত্রুকে নির্য্যাতন করে, আমাদের চক্ষুর উপর তাহার পরিবারস্থ রমণীগণের অপমান করে, তাহা হইলে আমাদের অনেকের হৃদয় হর্ষপূর্ণ হয় ; আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া কেহ কেহ বলে, "খাসা হচ্ছে! বেটা যেমন পাজী, তার উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে ; কর বেটাকে জুতিয়ে লম্বা! দেখে আমাদের চক্ষু সফল হোক!"—অর্থাৎ ঘুঁটে যখন পুড়িতে থাকে, তখন গোবর হাসে! কিন্তু দুর্দ্দান্ত দস্যুরা প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া যে দিন আমাদের দেশের সীমান্ত হইতে একটি ইংরাজ-দুহিতাকে অপহরণ করিয়াছিল, তাহাকে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেদিন ভারতপ্রবাসী সমগ্র ইংরাজ সমাজ এই শ্বেতাঙ্গ মহিলার লাঞ্ছনাকে তাহাদের মাতা, কন্যা, ভগিনীর লাঞ্ছনা মনে করিয়া পাষণ্ডিত দস্যুদের অন্যায়াচরণের প্রতিফলদানের জন্য অব্যর্থ বজ্র উদ্যত করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক রাইমারের নির্য্যাতনে তাহা তাঁহার জাতির অপমান মনে করিয়া ক্রোধে ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে তাঁহার মনে হইয়াছিল রাইমার আউ-লিংএর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেছিল ; কিন্তু সেই কক্ষের উজ্জ্বল দীপালোকে তিনি দেখিতে পাইলেন রাইমারের উভয় হস্ত দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ! সেই রজ্জু সেই কক্ষের কড়িকাঠের

পদদ্বয় মেঝে স্পর্শ করিতে না পারিয়া শূন্যে ঝুলিতেছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় রাইমারের দেহের শোণিত মুখে জমিয়াছিল, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

রাইমারকে কতক্ষণ হইতে এই ভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হইতেছিল—তাহা মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, দীর্ঘকাল হইতে সে ঐভাবে কষ্ট ভোগ করিতেছিল, এবং সে যন্ত্রণার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল। তথাপি রাইমার নিস্তেজ হয় নাই বা নিদারুণ অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। সে আউ-লিং কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া তখনও বীরের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতেছিল। মৃত্যু অপরিহার্য্য জানিয়াও সে আউ-লিং-এর অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিল না।

পিস্তলের সুগম্ভীর শব্দ শুনিয়া আউ-লিং হঠাৎ পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইল। সনিয়াটি সেই গুহাদ্বারে রক্ষীবর্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করিতেছিল। আউ-লিং সেই শব্দ শুনিয়া এবং মিঃ ব্লেককে তাহার কক্ষদ্বারে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। মিঃ ব্লেকও বুঝিয়াছিলেন, আউ-লিংকে অকর্ম্মণ্য করিতে না পারিলে তাঁহাদের কাহারও জীবন রক্ষার আশা নাই।

আউ-লিং মিঃ ব্লেককে দেখিয়া আর সেখানে দাঁড়াইলেন না; ব্লেককে আক্রমণের চেষ্টা না করিয়া এক লম্ফে দেওয়াল সন্নিহিত একটা পর্দ্দার আড়ালে লাফাইয়া পড়িলেন। মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল—তিনি পলায়নের উদ্দেশ্যে সেই কক্ষ ত্যাগ করেন নাই; তিনি অবিলম্বে এরূপ কোন কৌশল-পূর্ণ উপায় অবলম্বন করিবেন—যাহার সাফল্যে তাঁহাদের সকলকে সেই স্থানেই বিনষ্ট হইতে হইবে। এইজন্য তিনি সনিয়াটিকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন, এবং স্বয়ং সেই মুহূর্ত্তেই আউ-লিং-এর পশ্চাতে লাফাইয়া পড়িলেন।

মিঃ ব্লেক পূর্ব্বোক্ত পরদার আড়ালে লাফাইয়া পড়িয়া মুহূর্ত্তে গুলীবর্ষণ করিলেন, কিন্তু সেই গুলী আউ-লিংকে আহত করিতে পারিল না। মুহূর্ত্ত পরে

আউ-লিং পর্দ্দা সরাইয়া সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে একটি অটোমেটিক পিস্তল; তিনি ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলেন!

কিন্তু মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই সতর্ক হইয়াছিলেন, আউ-লিংএর গুলীতে তিনি আহত হইলেন না; দুই একটা গুলী দেওয়ালে বিদ্ধ হইল। দ্বারের বাহিরে তাঁহার যে সকল অনুচর দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কোন কোন গুলী তাহাদের মধ্যে পড়িয়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল।

মিঃ ব্লেকও আউ-লিংকে পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্যে গুলীবর্ষণ করিতেছিলেন; কিন্তু আউ-লিং অদ্ভুত তৎপরতার সহিত তাঁহার গুলী ব্যর্থ করিলেন। তাহার পর তিনি পুনর্ব্বার দ্রুতবেগে পর্দ্দার আড়ালে অদৃশ্য হইলেন। (vanished once more behind the curtain) মুহূর্ত্তপরে একটি দুর্দ্দান্ত চীনাম্যান পর্দ্দার আড়াল হইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া যে টেবিলের উপর রৌপ্যনির্ম্মিত ডিবাটি সংস্থাপিত ছিল, সেই টেবিলের নিকট দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, সে প্রিন্স আউ-লিংএর বিশ্বস্ত অমাত্য সান। সান কি উদ্দেশ্যে টেবিলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল—তাহাও মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন। তিনি জানিতেন সেই কৌটায় জীবিত পীতপতঙ্গ আবদ্ধ ছিল। সানের উদ্দেশ্য—সে সেই কৌটাটি তুলিয়া লইয়া খুলিয়া পতঙ্গগুলিকে সেই স্থানে উড়াইয়া দিবে। এই সকল পতঙ্গের বিষ বিষধর সর্পের বিষ অপেক্ষাও সাংঘাতিক; তাহাদের দংশনে মুহূর্ত্ত মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য্য! সেই পতঙ্গগুলি যদি উড়িয়া গিয়া মিঃ ব্লেকের বা রজ্জুবদ্ধ রাইমারের দেহে বসিতে পারিত তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের মৃত্যু হইত। পিস্তলের গুলী অপেক্ষা তাহাদের দংশন অব্যর্থ! এই পতঙ্গগুলি যেন উড্ডীয়মান মৃত্যু! (flying death,)

মিঃ ব্লেক সানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। সান যে মুহূর্ত্তে টেবিলের নিকট উপস্থিত হইয়া হাত বাড়াইয়া সেই কৌটাটি স্পর্শ করিল, সেই মুহূর্ত্তেই মিঃ ব্লেকের হাতের পিস্তল গর্জ্জিয়া [illegible] লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করিলেন।

হইলেন ; আকাশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জলদজালে সমাচ্ছন্ন, মুহুর্মুহুঃ তড়িত-
ার বিকাশ। সেই অবস্থায় মিঃ ব্লেক রাইমারসহ তাঁহার অনুরক্ত-
ার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ; যেন শ্রীরামচন্দ্র আজ গুহক চণ্ডালের
থি। সনিয়াতির স্ত্রী পরম সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল। প্রাচ্যের
কিরূপে অতিথিসেবা করে—তাহার পরিচয় পাইয়া মিঃ ব্লেক মুগ্ধ
ন। প্রাচ্যের নারী সমাজ সকল দিকেই ইয়ুরোপীয় রমণীগণের তুলনায়
মিঃ ব্লেকের এই ধারণা অস্তুহিত হইল।

দিন প্রত্যুষে ঝটিকার বিরাম হইলে মিঃ ব্লেক সঙ্গীদ্বয়সহ ফেরী ষ্টীমারে
হইতে হংকংএ উপস্থিত হইলেন। মেরী ট্রেণ্ট রাত্রিতে সর্ব্বাঙ্গ
দিত করিয়া প্রভাতের পূর্ব্ব হইতেই ফেরী-ঘাটে রাইমারের প্রতীক্ষা
ছিল। রাইমারকে মিঃ ব্লেকের সঙ্গে ফেরী-ষ্টীমার হইতে নামিতে
দেখিয়া নিদ্রাহীন শ্রান্ত ক্লেয়ে অপূর্ব্ব তরঙ্গ বহিল। মেরী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে
কের মুখের দিকে চাহিয়া, রাইমারের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই
হাতখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল।

ার যে যাত্রীদলকে ক্যাণ্টনে লইয়া যাইবার সকল আয়োজন শেষ
ল, তাঁহারা কি কারণে ক্যাণ্টনে যাইতে পারিলেন না, অধ্যাপক
ক কি জন্য চীন ভ্রমণের বাসনা ত্যাগ করিলেন—তাহা তাঁহাদের
বুঝিতে পারিলেন না। তবে মেরী ট্রেণ্ট তাঁহাদিগকে ব
িল, জাপানের সহিত শীঘ্রই চীনের যুদ্ধারম্ভের সম্ভাবনা আছে
জলপথ নিরাপদ নহে ; বিশেষতঃ ইয়ুরোপের কোন কোন প্র
জাপানের বন্ধুত্ব-বন্ধন চীনের প্রীতিকর না হইবারই সম্ভাব
চীনের উপকূলে তাঁহাদিগকে প্রাণ হাতে করিয়া—ইত্যাদি
ভাগ্য যে, তাঁহারা 'নদীর বাঘ' নামক ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ
হর্ষণ নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইলেন না।

আহত হইয়া দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকায় তাঁহার আরব্ধ ব
র জন্য বন্ধ রহিল। মিঃ ব্লেক ...

তৎপূর্ব্বে তিনি সেই মহামূল্য হীরকখানি কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যে যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। তাহা তিনি তাঁহার বিজয়গৌরবের নিদর্শন-স্বরূপ স্বদেশকে উপহার দান করিয়া প্রাচ্যভূখণ্ডকে এই মহামূল্য সম্পদে বঞ্চিত করিলেন না। তাঁহার চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা বোধ হয় অমার্জ্জনীয়। রাইমা মেরী ট্রেন্টকে লইয়া ভিন্ন জাহাজে স্বদেশযাত্রা করিল; কিন্তু রাইমার কয়েকজন সহযাত্রী স্বদেশে না ফিরিয়া অন্য একদল পর্য্যটকের সহিত প্রাচ্য ভূখণ্ড পরিভ্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। প্রিন্স আউ-লিং এর সহিত ব্লেকের যুদ্ধ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রহিল।

সমাপ্ত